
মাসুদ রানা
আক্রান্ত দূতাবাস
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

আক্রান্ত দূতাবাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

শিক্ষা সফরে গিয়ে কারাকাসে সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়েছে একদল বাংলাদেশী ছাত্র, আটকা পড়েছে মার্কিন দূতাবাসে। আসল টার্গেট রাষ্ট্রদূত। একদিন পরই কিউবা থেকে এল ক্যাস্ট্রোর ইন্টারোগেটর। কেন? তার কি কাজ কারাকাসে? নিজের স্বার্থে মার্কিন সাহায্যের প্রস্তাবে সাড়া দিল মাসুদ রানা, ছুটল একদল দুর্ধর্ষ কমান্ডো নিয়ে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ধাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ধাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ৩৮১

আক্রান্ত দূতাবাস

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

আক্রান্ত দূতাবাস

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

কারাকাস। ভেনিজুয়েলা।

মার্কিন দূতাবাস। নিজের বিলাসবহুল কোয়ার্টার্সে পায়চারি করছেন রাষ্ট্রদূত র‍্যালফ টি. ডেনটন। চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। এক মাসের মত হয়েছে এ দেশে এসেছেন তিনি। ভয়াবহ অবস্থা ছিল তখন, সরকারী ও বিদ্রোহী বাহিনী পরস্পরকে মরণকামড় দেয়ার উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। সারা দেশ জ্বলছিল ফার্নেসের মত।

এখন সে অবস্থা নেই। লড়াই শেষ। ছয় বছরের প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর একনায়ক জেনারেল ভার্গাসের সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিয়েছে বিদ্রোহী চামারিসতা নেতা রবার্টো বারমুদেজ। কমিউনিস্ট। কিউবার সমর্থন ছিল কমিউনিস্টদের পিছনে, পুরো ছয় বছর ভারী-হালকা, সব ধরনের অস্ত্র দিয়ে, সমর কৌশলবিদ দিয়ে চামারিসতাদের সাহায্য করেছেন ফিদেল ক্যাস্ট্রো। ওদিকে ভার্গাসকে পুরো না হলেও সমর্থন করত ওয়াশিংটন। ওটা ছিল শুধুই কমিউনিস্টদের ঠেকানোর জন্যে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরাই জিতল।

ভার্গাসকে অহেতুক খুন, ভিন্নমতের কারও খোঁজ পেলেই তাকে গুম করে ফেলা, কমিউনিস্ট দমনের নামে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া ইত্যাদি বন্ধ করতে বলেছিলেন তিনি, অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেয়া কলেজ-ভার্সিটি খুলে দিতে বলেছিলেন। বোঝাতে চেয়েছেন, দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি হলে আমেরিকা তাকে অস্ত্র সাহায্য দেবে। কিন্তু হলো না। অবস্থা তখন চরমে, বিশেষ কিছু করতে পারার আগেই শেষ হয়ে গেছে ভার্গাস। বিপদ বুঝে শেষ মুহূর্তে মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিল সে, না করে দিয়েছেন ডেনটন। দু'দিন আগে চামারিসতা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে লোকটা, ওইদিনই ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তাকে।

লোকটার সাথে তাঁর শেষ দেখার সময়টার স্মৃতি এখনও চোখে ভাসছে। সাহায্যের বিনিময়ে ডেনটন যে সব শর্ত দিয়েছিলেন, শুনে বোকা বনে গিয়েছিল ভার্গাস। শেষ সময় তার চেহারায় ক্ষোভ, হতাশা আর অক্ষমের যে অসহায় রাগ দেখেছেন, তার সাথে একমাত্র কোণঠাসা নরখাদকের অভিব্যক্তির তুলনা চলে।

বাইরে কোথাও একটা রকেট ফুটল বোধহয়। নিস্তব্ধ রাতে কড়াক! শব্দটা খুব জোরাল প্রতিধ্বনি তুলল।

দাঁড়িয়ে পড়লেন ডেনটন। চোখ কুঁচকে সামনের রাস্তার দিককার ভারী কার্টেন টানা জানালার দিকে তাকালেন। ভার্গাসের পতন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু লড়াই পুরো থামেনি। সরকারী বাহিনীর বড় একটা অংশ আত্মসমর্পণ করেনি। ভার্গাসের বাঁ হাত, আরেক জেনারেল নিজেকে নতুন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে

তাদের নিয়ে চামারিসতার বিরুদ্ধে লড়ে চলেছে। বারমুদেজের নেতৃত্ব মানতে রাজি নয় সে।

এ অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। ক্ষমতার স্বাদ একবার পেলে সামরিক বাহিনী যে সহজে ব্যারাকে ফিরে যেতে চায় না, তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত জানা আছে ডেনটনের। কাজেই লড়াই এখনও চলছে। আরও কতদিন চলে সেটাই এখন দেখার বিষয়। ঘড়ি দেখলেন তিনি—রাত দেড়টা।

রাষ্ট্রদূতের বয়স প্রায় সত্তর, কিন্তু দেখে ষাটের বেশি মনে হয় না। এখনও নিয়মিত ব্যায়াম করেন। আহার ও পান করেন মেপে। সিগারেট আর কমিউনিজম, দুটোই চোখের বিষ ভদ্রলোকের। বিয়ে করেননি। প্রায় তিন যুগেরও আগে ফরেন সার্ভিসে চাকরির শুরু।

বিদেশের প্রথম পোস্টিং ছিল কিউবায়, পলিটিক্যাল কাউন্সেলর হিসেবে। সে সময়ই বাতিস্তাকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসেন ফিদেল ক্যাস্ট্রো। সেই বিপ্লব ডেনটনের জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছিল। চল্লিশ বছর হতে চলল, আজও সে ক্ষত শুকায়নি, ক্যাস্ট্রোর নাম শুনলেও অসহ্য লেগে ওঠে ডেনটনের।

পঁচানব্বইতে দ্বিতীয়বার হাভানা ঘুরে এসেছেন, সেবার গিয়েছেন রাষ্ট্রদূত হয়ে। অন্য কেউ হয়তো যেতে চাইত না, কিন্তু তিনি আপত্তি তোলেননি বিন্দুমাত্র। কারণ ছিল। প্রথম জীবনের মিষ্টি-মধুর এক স্বপ্নের রেশ খুঁজতে মন আকুল হয়ে পড়েছিল আসলে। কিন্তু গিয়েই বুঝলেন ভুল হয়ে গেছে, আসা উচিত হয়নি। কারণ তাঁর সেই '৫৯ সালের স্বপ্নের শহরটির সাথে '৯৫ সালের শহরের কোথাও বিন্দুমাত্র মিল ছিল না। অবশ্য স্বপ্নভঙ্গের জন্যে দায়ী মানুষটি প্রায় একইরকম ছিল, কিছু কিছু দাড়ি পেকে যাওয়া ছাড়া বিশেষ আর কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি তার মধ্যে।

চেয়েছিলেন তার গদি উল্টে দিতে, কিন্তু অল্পের জন্যে পারেননি। এত লম্বা চাকরি জীবনে সেটাই ডেনটনের একমাত্র ব্যর্থতা।

আরেকটা রকেট বিস্ফোরিত হতে সচকিত হলেন তিনি। ভার্গাসের কথা মনে পড়ল। মাত্র ছয় বছর এ দেশের প্রেসিডেন্ট ছিল লোকটা, এর মধ্যে কয়েক হাজার ভিন্নমতের ছাত্র আর রাজনীতিককে খুন করেছে, কমিউনিস্ট দমনের নামে শহর-গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে, দেশছাড়া করেছে লাখ দেড়েক পরিবারকে। তার আক্রোশ থেকে এমনকি শিশু-কিশোররাও রেহাই পায়নি।

লোকটা হেরে যাওয়ায় তাঁর দেশের পলিসি মার খেয়েছে ঠিকই, কিন্তু ডেনটনের তাতে খুব একটা আফসোস নেই। তিনি বরং খুশি। লোকটার মরে যাওয়াই উচিত ছিল। তার চাইতে তার ছোট ভাই, সামান্য এক মেজর ছিল খুন-খারাবিতে বহু কাঠি বাড়া। বড় ভাইর সামরিক আদালতের বিচারক ছিল সে। ওখানে যার নামেই মামলা উঠত, তার মৃত্যু ছিল অবধারিত। দুই ভাই মিলে ছয়টা বছর চরম ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছে দেশে। খুন, অপহরণ, ধর্ষণ আর দেশের সর্বনাশ করে বিদেশের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি ডলার পাচার, এই ছিল আসল কাজ।

মানুষটা যদি তাঁর পরামর্শমত সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়ত, তাহলে সাহায্য

করতেন ডেনটন। তাঁদের বিমানবাহী জাহাজ 'নিমিজ' এ মুহূর্তে ক্যারিবিয়ানেই আছে, তিনি ওয়াশিংটনকে গ্রীন সিগনাল দিলে নিশ্চয়ই সাহায্য আসত ওখান থেকে। খুব অল্প সময়ে অ্যাকশনে নেমে পড়তে পারত তাঁদের মেরিন বাহিনী।

অন্য যে সমস্যা এখন প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন ডেনটন। দু'দিন হয়ে গেছে বারমুদেজ ক্ষমতা দখল করে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছে, অথচ এখনও সে তার সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে আমেরিকার কাছে আবেদন করেনি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। অতীতে কখনও এরকম ঘটেছে বলে তাঁর জানা নেই। ঘটেনি।

এসব ক্ষেত্রে আর সবার আগে মার্কিন স্বীকৃতি পেতে উঠেপড়ে লাগে যে কোন সরকার, অথচ বারমুদেজ করছে উল্টো। কোনরকম যোগাযোগই করেনি লোকটা তাঁর সাথে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে মার্কিন স্বীকৃতি ছাড়াই চলবে তার, অথবা এ দেশে যে মার্কিন দূতাবাস বলে কিছু আছে, তা সে জানেই না।

ব্যাপারটা অদ্ভুত, এরকম হওয়ার কথা নয়।

চাইলেই যে আমেরিকা নাচতে নাচতে স্বীকৃতি দিয়ে দেবে, ব্যাপারটা তা নয়। কিন্তু তবু ওটাই নিয়ম। আরেক সমস্যা বেধেছে কিছু দেশী-বিদেশী ছাত্র নিয়ে। সতেরোজন ওরা। আমেরিকার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। উষ্ণমণ্ডলীয় আবহাওয়ার ওপর তথ্য সংগ্রহ করতে গতমাসে ক্যারিবীয় অঞ্চলে এসেছে। লেসার ও গ্রেটার অ্যান্টিলিসের কয়েকটা দেশ ঘুরে ভেনিজুয়েলা হয়ে ফেরার কথা ছিল ওদের।

কিন্তু কারাকাস এসেই বিপদে পড়ে গেছে দলটা। চামারিসতার আক্রমণে দেশের অবস্থা খুবই খারাপ, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শিডিউলে বড় রকম গড়বড় ঘটে গেছে, তাই ফেরা সম্ভব হয়নি। ওদের মধ্যে দু'জন মাত্র আমেরিকান। অন্যদের মধ্যে আছে সাতজন বাংলাদেশী, তিনজন ভারতীয়, দু'জন জাপানী এবং দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালের একজন করে।

আমেরিকান দুই ছাত্রকে দূতাবাসে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন র‍্যালফ ডেনটন, কিন্তু গ্রুপ থেকে আলাদা হতে চায়নি ওরা, বরং সবাইকে আশ্রয় দেয়ার অনুরোধ করেছে উপায় নেই দেখে তাই করেছেন ভদ্রলোক। এক সপ্তাহের বেশি হয়ে গেল এখানে আছে ছেলেমেয়েগুলো, নড়তে পারছে না। অথচ ওদের ফিরে যাওয়া জরুরী, পরবর্তী সেমিস্টারের পরীক্ষা শুরু হতে নাকি বেশি দেরি নেই।

কি করা যায় ভেবে পাচ্ছেন না রাষ্ট্রদূত। বারমুদেজের মতলব ভাল ঠেকছে না। পরিস্থিতি জানিয়ে ওয়াশিংটনে আজই মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, জবাব এসেছে 'স্টে কূল।' তিনিও তাই চাইছেন, কিন্তু পারছেন না। চাইলেই কি সব সময় সব হয়? এ রকম চরম অস্বস্তিকর অবস্থায় আগে কখনও তাঁকে পড়তে হয়নি, কেউ পড়েছে বলেও শোনেননি।

নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ডেনটন খুব একটা উদ্বিগ্ন নন। বৈরুত ও তেহরান দুর্ঘটনার পর থেকে সরকার সব দেশের মার্কিন দূতাবাস ভবনের কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। এখানে যে মেরিন বাহিনী আছে, আক্রান্ত হলে অন্তত দু'চার

ঘণ্টা লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে। এরমধ্যে নিশ্চই 'নিমিজ' থেকে সাহায্য এসে পড়বে।

তবু চিন্তা দূর হচ্ছে না রাষ্ট্রদূতের।

জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। চারদিকে উঁচু দেয়াল, তারওপর কাঁটাতারের বেড়া দেয়া কম্পাউন্ড দিনের মত আলো করে রেখেছে অনেকগুলো ফ্লাডলাইট। দেয়ালের প্রতি পঞ্চাশ গজের মাথায় আছে একটা করে টিভি ক্যামেরা। সিকিউরিটি রুমে ডিউটি অফিসার মনিটরের ওপর নজর রাখছে সর্বক্ষণ।

ওই কাজে কোনরকম ঢিলেমি সহ্য করবেন না ডেনটন। তিনিসহ দূতাবাসের স্টাফ ও তাদের বউ-বাচ্চা নিয়ে বেসামরিক সদস্য সংখ্যা বাহান্নজন, তার সাথে যোগ হয়েছে সতেরোজন ছাত্র-ছাত্রী। এত মানুষের প্রাণ নিয়ে বিন্দুমাত্র ঢিলেমির অবকাশ নেই, সিকিউরিটি অফিসের প্রত্যেককে তা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

ওখানেই দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ক্যারিবিয়ানের ঢেউ আছড়ে পড়ার আওয়াজ শুনলেন ডেনটন। কম্পাউন্ডের গেট দিয়ে বের হলেই সাগর, নির্মল, বিশুদ্ধ বাতাস। অথচ চাইলেও এখন সে বাতাসে দম নেয়ার সুযোগ নেই। সাগরের ঢেউ দেখার উপায় নেই। একেবারেই নেই তা নয়, আছে, তবে সে জন্যে অন্তত এক ডজন গার্ড সঙ্গে নিয়ে বেরোতে হবে। সাগরপারের বাঁধানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতেও পারবেন তিনি ইচ্ছে করলে, তবে প্রতিমুহূর্তে পায়ে পায়ে লেগে থাকবে ওরা।

চিড়িয়াখানার জন্তুর মত তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখবে মানুষগুলো। বিরক্তি লাগলেও কিছু বলার উপায় নেই। যে কোন দেশেই হোক, এ ধরনের পরিস্থিতিতে এটাই প্রচলিত নিয়ম। বিরক্ত হয়ে গত ক'দিন থেকে তাই বাইরে যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছেন। অফিস, স্টাডি আর বেডরুম, এরমধ্যে বন্দী রেখেছেন নিজেকে। কিন্তু তাই বা আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়?

স্টে কূল, ভাবলেন ডেনটন, সেই বরং ভাল। রাত অনেক হয়েছে, এবার একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক। তখনই পুরু বুলেটপ্রুফ কাঁচের ওপাশ থেকে ক্যাথেড্রালের ঘড়িতে দুটোর ঘণ্টা পড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল।

ঘুরে বিছানার দিকে এগোলেন রাষ্ট্রদূত। বেডসাইড টেবিলে মেইডের রেখে যাওয়া ফ্লাস্ক থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা মিনারাল ওয়াটার খেলেন। তারপর বাথরুমের বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত মেজে ওয়াটার পিক তুলে নিলেন। চোখ বুজে মাড়িতে পানির সরু, জোরাল স্প্রের গা শিরশিরানো চাপ অনুভব করলেন অনেকক্ষণ ধরে। এতে মাড়ির রক্ত চলাচল বাড়ে, দাঁতের গোড়া মজবুত হয়। চার্চিল ব্যবহার করতেন এ জিনিস, ডেনটন জানেন। এমন অভ্যেস হয়ে গেছে, আজকাল দিনে দু'বার কাজটা না করলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে তাঁর।

পরিষ্কার পাজামা পরে সবে বিছানায় বসেছেন, এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। সিকিউরিটি-ইন-চার্জ জুড স্টুয়ার্ট ফোন করেছে। গলাটা নার্ভাস শোনাচ্ছে তার। মন দিয়ে লোকটার কথা শুনলেন ডেনটন। তারপর বললেন, 'স্যান্ডলারের সাথে আলোচনা করেছেন এ নিয়ে?' স্যান্ডলার এখানকার সিআইয়ের স্টেশন চীফ।

মুখ খোলার আগে খানিক বিরতি দিল সে। 'তিনি কম্পাউন্ডে নেই, স্যার।'
'নেই!'
'না, স্যার। ব্রাজিলিয়ান এমব্যাসির একটা পার্টিতে গিয়েছিলেন সন্ধের পর।'
রাগ দমন করলেন রাষ্ট্রদূত। 'তারপর?'
'ওখান থেকে দু'ঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন ওরা জানে না বলছে।'
'মাই গড!' মনে মনে আগের রাষ্ট্রদূতের পিণ্ডি চটকালেন ডেনটন। দুনিয়ার কুঁড়ে ছিল মানুষটা, তার সময় শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না এখানে। এই ঝামেলার মধ্যে সেসবও দেখতে হচ্ছে তাঁকে: 'ও জানে না রাত একটা থেকে কারফিউ?'
'জানেন, স্যার। খুব সম্ভব।'
একটু ভাবলেন রাষ্ট্রদূত। 'ঠিক আছে, কর্নেল বাটলারকে আমার অফিসে আসতে বলুন। আমি যাচ্ছি। আর খবরটা সময়মত জানাবার জন্যে ধন্যবাদ।'
'ইউ আর ওয়েলকাম, স্যার।'
'কাল ঠিক সকাল আটটায় স্যান্ডলারকে আমার অফিসে হাজির থাকতে বলবেন। ঠিক আটটায়।'
ফোন রেখে কাপড় বদলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাষ্ট্রদূত। সিদ্ধান্ত নিলেন শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের কাজটা কালকেই সেরে ফেলতে হবে। এসব আর বাড়তে দেয়া যায় না। কালই। ঠিক দশ মিনিট পর মাঝবয়সী কর্নেল বাটলার তাঁর অফিসে এলেন। কর্নেল এখানকার মিলিটারি অ্যাটাশে। তাঁকে দেখে সন্তুষ্ট হলেন ডেনটন। চেহারায় ঘুম, অথচ পরনে কড়া ইস্ত্রিরি করা ইউনিফর্ম, টাই।
'এত রাতে ডেকে পাঠাতে হলো বলে দুঃখিত, কর্নেল। বসুন, প্লীজ। কফি আসছে।'
'ধন্যবাদ, স্যার,' বসলেন তিনি।
'অসমর্থিত সূত্রের একটা খবর পেয়েছি একটু আগে,' চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে আঙুলের পিঠে থুতনি রাখলেন রাষ্ট্রদূত। 'খবরটা হলো, ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরকারী বাহিনী...আই মীন, স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট মনকাডার বাহিনী রাজধানী আক্রমণ করতে আসছে। খুব সম্ভব রাতের মধ্যেই পৌঁছে যাবে ওরা।'
ঘুম উবে গেল কর্নেলের চেহারা থেকে। 'খবরের সূত্রটা কি, স্যার?'
'আমাদের নিজস্ব। স্যান্ডলারকে জানাবার জন্যে ফোন করেছিল, তাকে না পেয়ে সিকিউরিটি অফিসারকে জানিয়েছে।'
'তারপর?'
'বারমুদেজের বাহিনীও তোড়জোড় করছে খুব, তার মানে খবরটা সত্যি।'
চিন্তা ফুটল বাটলারের চেহারায়। 'তাহলে তো...' থেমে গেলেন তিনি টেলিফোন বেজে উঠতে। রিসিভার তুললেন ডেনটন, ও-প্রান্তের কথা শুনতে শুনতে চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর। একনাগাড়ে তিন মিনিট শুনলেন, তারপর রেখে দিলেন রিসিভার।
'খবর খাঁটি, কর্নেল,' বললেন তিনি। 'মনকাডা খুব দ্রুত মুভ করতে শুরু করেছে। আর তাকে মোকাবিলার জন্যে চামারিসতা বাহিনীও তৈরি হচ্ছে।

প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস ঘিরে ফেলেছে ওরা। রেডিও-টিভি, পুলিস ব্যারাক, এয়ারপোর্ট, সবদিকে রওনা হয়ে পড়েছে তার বাহিনী।'

নীরবতার মাঝে কফি পান করলেন ওঁরা। অবশেষে মন্তব্য করলেন কর্নেল, 'ক্রিটিকাল সিচুয়েশন, স্যার।'

'নো ডাউট,' মাথা দোলালেন ডনটন।

'কি করতে বলেন?'

'আমাদের পুরোপুরি তৈরি থাকা উচিত।' একটু থামলেন তিনি। 'সমস্ত বাটন টিপে দিন।'

'রাইট, স্যার।'

হাভানা। কিউবা।

প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রোর অফিসের সুবিশাল ওয়েটিং লাউঞ্জে অস্থিরচিত্তে হাঁটাহাঁটি করছে এক লোক। ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। যুবকই বলা চলে তাকে। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মত বয়স, উচ্চতা ছয় ফুট দু'ইঞ্চি। পেটা স্বাস্থ্য। চেহারা দেখেই বলে দেয়া যায় মানুষটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির। বুকে দয়া-রহম বলে কিছু নেই। সীমার। সার্ভিসে অবশ্য অনেকে আড়ালে-আবডালে চামার বলে ডাকে।

জানে সে। কিন্তু গায়ে মাখে না। বরং মনে মনে হাসে। সে জানে ক্যাস্ট্রোর সাথে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে ওরা তাকে হিংসে করে। তাই ওসব বলে।

ভালদেজ নাম যুবকের। জর্জ ভালদেজ। বাবা ল্যাটিন, মা স্কটিশ। আর সব ল্যাটিনের মত ভালদেজও সময় সম্পর্কে ঢিলেঢালা থাকতে চায়, ঘড়ি ধরে চলতে মন চায় না। কিন্তু গণ্ডগোলটা বাধিয়েছে তার মার স্কটিশ রক্ত। ওই তরফের খোঁচাখুঁচির জন্যে মেনে চলতে হয়। কিউবান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির চীফ ইন্টারোগেটর সে। প্রচুর ক্ষমতা। দু'চারজনকে 'সন্দেহজনক' বলে ধরে যদি মেরেও ফেলে, কেউ জিজ্ঞেসও করবে না। সাহসই হবে না কারও।

আবার ঘড়ি দেখল যুবক। পাক্কা দুই ঘণ্টা। অসহ্য! লাউঞ্জে আরও দর্শনার্থী আছে, ভালদেজের সিরিয়াল তাদের পরে। অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে, তাতে আজ রাতে প্রেসিডেন্টের দেখা আদৌ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। ভেতরে যারা আছে, তারা বের হবে, তারপর...চোখ কুঁচকে প্রেসিডেন্টের অফিসরুমের ঝকঝকে পালিশ করা মেহগনি কাঠের দরজার দিকে তাকাল সে।

অনড় ওটা—খুলবে কি না, খুললে কখন, কে জানে! আরও পাঁচ মিনিট পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ভালদেজ। বন্ধ দরজার সামনেই একগাদা টেলিফোন আর ইন্টারকম নিয়ে বসে আছে প্রেসিডেন্টের বহু ভাষাবিদ পি.এস. মেয়েটি। বাঁ দিকে রাখা একগাদা বিদেশী খবরের কাগজ একটা একটা করে তুলে নিয়ে পড়ছে, গুরুত্বপূর্ণ নিউজের বিশেষ বিশেষ অংশ মার্কিং পেন দিয়ে দ্রুত, অভ্যস্ত হাতে বৃত্তবন্দী করছে। রাতে ওগুলো অনুবাদ করে রাখা হবে, সকালে নাস্তার টেবিলে প্রেসিডেন্টের সামনে হাজির থাকবে সব।

দাঁড়াবার প্রয়োজন মনে করল না ভালদেজ, দরজার দিকে এগোবার ফাঁকে মেয়েটির উদ্দেশে বলল, 'প্রেসিডেন্টকে বলবে আমি আমার অফিসে আছি।

অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।'

চরম বিস্ময় ফুটল মেয়েটির চেহারায়। 'সেনিয়র…?'

আমল দিল না ভালদেজ, তাকালও না। সোজা বেরিয়ে এলিভেটরে উঠল। গ্রাউন্ড ফ্লোরের এন্ট্রান্সে প্রায় পৌঁছে গেছে, এমন সময় গেটের সিকিউরিটি ডেস্কের ফোন বেজে উঠল। ধরল গার্ড, পরক্ষণে চোখ তুলে তাকে দেখল।

'সেনিয়র!' বলল সে এক আঙুল আকাশের দিকে খাড়া করে। 'উনি এখনই দেখা করবেন আপনার সাথে।'

ঘুরল ভালদেজ। এলিভেটরের দিকে এগোল আবার। আমি কি বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি? ভাবল সে, প্রেসিডেন্ট বিস্ফোরিত হবেন? ইনার অফিস থেকে ভিজিটরদের বের হতে দেখল ভালদেজ। যে যার চিন্তায় আছে তারা, তবে তাকে দেখে সসম্মানে নড করল প্রত্যেকে।

বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট ফিদেল, চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছেন তার মুখের দিকে। চুরুট ঝুলছে দাঁতের ফাঁকে। টেনশন আর সিগারের ধোঁয়ায় ভরে আছে প্রকাণ্ড অফিসরুম। সত্যি রেগে আছেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর রাগের অভিব্যক্তি ভালদেজ খুব ভাল করেই চেনে। রাগলে তাঁর দু'চোখ জ্বলে কেবল।

'জর্জ, আমি তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। তা না করে তুমি আমাকে অসম্মান করেছ,' বললেন তিনি।

'না, কমরেড,' শান্ত গলায় বলল ভালদেজ। 'বরং আপনি আমাকে অসম্মান করেছেন।' সোজা হয়ে বসলেন ক্যাস্ট্রো, তার প্রকাণ্ড দুই মুঠো সশব্দে আছড়ে পড়ল ডেস্কের ওপর। এই হচ্ছে তাঁর বিস্ফোরণের পূর্বাভাস, ভাবল সে, কিন্তু সময় দিল না। আলাপের সুরে বলে চলল, 'উনসত্তর সালের ছাব্বিশে জুলাই, যেদিন জাতিসংঘে আপনি দীর্ঘ চার ঘণ্টা একনাগাড়ে ভাষণ দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তখন আমার বয়স বোধহয় আট-নয় বছর, কমরেড।

'ওই বয়সেই, আপনার সেই ভাষণ শুনতে শুনতেই সো-কলড্ মুক্ত বিশ্বের প্রতি ঘেন্না ধরে গিয়েছিল আমার। সেদিন থেকেই আমি আপনার একনিষ্ঠ সমর্থক। অন্ধ ভক্ত।'

কাজ হয়েছে, ভাবল ভালদেজ, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন প্রেসিডেন্ট। ফিউজ খুব ধীরে জ্বলছে এখন। চোখ কুঁচকে আছে বটে, তবে সেখানে রাগ নেই। আছে দ্বিধা আর অনিশ্চয়তা।

'তার ঠিক চার বছর পর আরেক ভাষণে আপনি যা যা বলেছেন, আজও তার প্রত্যেকটা শব্দ আমার মনে আছে, কমরেড। আপনি ভাষণের এক জায়গায় বলেছেন, "মানুষের জীবনের প্রতিটি ঘণ্টা, প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান। সময়ের মূল্য যে দেয় না, একটা সেকেন্ডও যে অপচয় করে, সে নিজেকে নিজে অসম্মান করে"। কমরেড, আপনার সাথে দেখা করার ডাক পেয়ে এসে সাত হাজার দুইশো সেকেন্ড অপচয় করেছি আমি। আপনি নিশ্চই জানেন কত সমস্ত জটিল কেস নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় আমাকে।

'তাই ভাবলাম, এখন চলে যাই। আমার অফিস তো মাত্র দশ মিনিটের পথ,

আপনি অবসর হলে না হয় আবার আসা যাবে।' ইঙ্গিতে তাঁর বাঁ কনুইর কাছের ফাইলের পাহাড় দেখাল ভালদেজ। 'দশ মিনিট মানে ছয়শো সেকেন্ড, কমরেড। আমি পৌছার ফাঁকে সেকেন্ডগুলো কাজে লাগিয়ে ওর অন্তত কয়েকটার সুরাহা করতে পারতেন আপনি।'

চুরুটে দীর্ঘ টান দিলেন ক্যাস্ট্রো, হেলান দিয়ে বসে ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন তাকে লক্ষ্য করে। চিন্তিত। দূরাগত মেঘ গর্জনের মত গমগমে গলায় বললেন, 'ঠিক এই কথাই বলেছি আমি সত্যি সত্যি?'

'হ্যাঁ, কমরেড,' নির্বিকার চেহারায় জবাব দিল ভালদেজ। 'হয়তো পুরোটা ঠিক বলিনি, তবে এরকমই কিছু বলেছিলেন।' ঘড়ি দেখল। 'আমরা কিন্তু এখনও নিজেদেরকে অসম্মান করছি, কমরেড।'

প্রথমে কিছুক্ষণ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না প্রেসিডেন্টের মধ্যে। তারপর হঠাৎ করে আওয়াজটা উঠল। বাষ্পীয় রেল এঞ্জিন স্টেশন ছাড়ার সময় যেমন হিস্-হিস্ করে, অনেকটা তেমনি ধরনের আওয়াজ। হাসছেন ক্যাস্ট্রো। 'বোসো,' হাসি থামতে আধপোড়া চুরুট দিয়ে একটা চেয়ার দেখালেন।

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বসল জর্জ ভালদেজ। সরাসরি প্রেসিডেন্টের চোখে চোখ রেখে তাকাল। আর কিছুদিনের মধ্যে তাঁর বয়স সত্তর ছাড়াবে, অথচ চেহারায় তেমন কোন ছাপ নেই। চুল কিছু পাতলা হয়েছে, অনেক কটার রঙ ধূসর হয়েছে। দাড়িরও একই অবস্থা। ব্যস্, এই পর্যন্তই।

অবশ্য চোখজোড়া ক্লান্ত তাঁর। এটা নতুন কিছু নয়, প্রায় চল্লিশ বছর রোজ ষোলো ঘণ্টা করে অফিস করছেন, সাপ্তাহিক ছুটিও নেন না। অতি পরিশ্রমে এমনটা হতেই পারে। কেবল ভাষণ দেয়ার সময় ছাড়া সবসময় ক্লান্ত দেখায় ও দুটো। ভাষণের সময় মনে হয় যেন বাঘের চোখ—ব্যস্ত হয়ে শিকার খুঁজছে। আর সবার সাথে প্রেসিডেন্টের তফাতটা কোথায়, জর্জ ভালদেজ তা ভাল করে জানে। কারণ একই গুণ তার নিজের মধ্যেও আছে কিছু কিছু। ক্যাস্ট্রো প্রথমে একজন স্বপ্নদর্শী, তারপর একজন অক্লান্ত কর্মী, এবং সবশেষে ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত। শেষেরটির ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কোন নেতা বর্তমানে পৃথিবীতে নেই। তাঁর জীবনটাই এক মারাত্মক ঝুঁকি। চুম্বকের মত ব্যক্তিত্ব মানুষটির—মেয়ে, পুরুষ সবাইকে আকর্ষণ করে পতঙ্গের মত। বিশেষ করে মেয়েদের। অন্যেরা একে বলে ব্যক্তিত্ব, সে বলে এসেন্স।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডেস্ক কনসোলের একটা বোতাম টিপলেন প্রেসিডেন্ট। 'মারিয়া, বাইরে যাঁরা অপেক্ষায় আছেন, তাঁদের ফিরে যেতে বলো। পরে অবসর সময়ে ডাকব আমি। ওঁদের বলো, বসিয়ে রাখার জন্যে আমি দুঃখিত।'

উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। হাঁটাহাঁটি শুরু করলেন পিছনে হাত বেঁধে। এটাও ভালদেজের খুব পরিচিত। জানে, ইন্টারভিউ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার হাঁটা চলতেই থাকবে। মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়বেন, কিন্তু বসবেন না।

'যে ফাইল দুটো পাঠিয়েছি আজ, পড়েছ?' বললেন ক্যাস্ট্রো।

'নিশ্চই, কমরেড!'

'কি মনে হয় তোমার?'

'বারমুদেজ একটা পাগল।'

হাসলেন তিনি শব্দ করে। 'হতে পারে। তবে ভেরি ইমাজিনেটিভ। বয়সও বেশ কম। তোমার চে' কিছু ছোটই হবে বোধহয়। ওর লেটেস্ট চালটা যদি সফল হয়, ডেনটনকে ইন্টারোগেট করার একটা সুযোগ আমরা পাব। আমরা বারমুদেজকে অস্ত্র আর সামরিক কৌশলবিদ দিয়ে সাহায্য করেছি, তাই কৃতার্থ হয়ে সে নিজেই এ ব্যাপারে আমাদের পাল্টা সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছে। আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি।'

থেমে পড়লেন প্রেসিডেন্ট, চকচকে চোখে তাকালেন ভালদেজের দিকে। নতুন সিগার ধরিয়ে টানতে লাগলেন। 'দ্বিতীয় ফাইলটাও পড়েছ তো?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'কিন্তু ও দেশের যা অবস্থা, তাতে সময় বড়জোর কয়েকদিন পাব আমরা। হয়তো দুই-একদিন...'

'ভুল!' দ্রুত মাথা নাড়লেন ক্যাস্ট্রো। 'অভিজ্ঞতা কম, তাই আমেরিকানদের সম্পর্কে ভালমত জানার সুযোগ তোমার হয়নি। ওদের সম্পর্কে জ্ঞান খুবই অল্প তোমার। আমি চিনি ওদের, জানি। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এ ব্যাপারে খুব দ্রুত কিছু করবে না ওরা। করবে, দূর থেকে হুমকি-ধামকি দেবে কেবল, ওই পর্যন্তই। এই ফাঁকে কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাস সময়ও পেয়ে যেতে পারি আমরা।'

আবার পায়চারি শুরু হলো। জর্জ ভালদেজের দু'চোখ অনুসরণ করছে তাঁকে। 'আমাদের ইন্টেলিজেন্স সূত্র থেকে সিআইয়ের আমাকে উৎখাতের ব্লু প্রিন্ট সম্পর্কে তিনটে তথ্য পেয়েছি আমি। প্রথম তথ্য, ব্লু-প্রিন্টের কোড-নেম ছিল "কোবরা"। দ্বিতীয় তথ্য, ওই ষড়যন্ত্রে আমাদের দু'জন উঁচু পদের কর্মকর্তা জড়িত ছিল, খুব সম্ভব মন্ত্রী হবে তারা। আরও দুই কি তিনজন আর্মি আর মিলিশিয়া অফিসারও ছিল, এবং তৃতীয় তথ্য, কোবরার নাটের গুরু ছিল স্বয়ং র‍্যালফ ডেনটন।'

কয়েক মুহূর্ত বিরতি দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'তুমি কেবল আমাকে দেশী বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে অন্তত একজনের নাম এনে দাও, জর্জ!' প্রায় আবেদনের সুর ফুটল তাঁর কণ্ঠে।

কিছু সময় ইতস্তত করে প্রশ্ন করল যুবক। 'আপনি কি বিশেষ কাউকে সন্দেহ করেন কমরেড প্রেসিডেন্ট?'

ঘুরে পিছনের জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। বাইরে তাকালেন। অন্তিম সূর্যের আলো ধোঁয়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে রুমে ঢুকছে, তাঁর মাথার ওপর উঠে যাচ্ছে ধোঁয়া পাক খেতে খেতে। দূর থেকে মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্টের মাথায় আগুন ধরে গেছে বুঝি। একটু পর ঘুরলেন। 'জর্জ, চল্লিশ বছর হতে চলেছে আমি বাতিস্তাকে দূর করে বিপ্লব ঘটিয়ে ক্ষমতায় বসেছি। এরমধ্যে কম করেও বারোবার আমাকে খুন করার চেষ্টা হয়েছে,' মেকী হাসি ফুটল তাঁর মুখে। 'এবং অন্তত ছয়বার অভ্যুত্থানের চেষ্টা করা হয়েছে।

'সঠিক পরিসংখ্যান তোমাকে জানাতে গেলে এখন কাগজ-কলম নিয়ে হিসেব কষতে হবে আমাকে। এ দেশের অর্ধেক-মানুষের জন্মই হয়েছে আমি

ক্ষমতায় বসার পর, ওরা সত্যিকার অতীত জানে না। অতীত সম্পর্কে যা জানে, তা নিছক গাল-গল্প, ইতিহাস নয়। জীবন যুদ্ধে ওরা পর্যুদস্ত, নিশ্চই ভাবে আমার বিপ্লব দেশের জন্যে কোন সুফল বয়ে আনেনি। সে জন্যে অবশ্য ওদের আমি দোষ দিই না। একটা সত্যিকার বিপ্লবের সুফল পেতে কয়েক জেনারেশনও যে লেগে যেতে পারে, ওরা সেটা বোঝে না। সে ধৈর্যও মানুষের নেই, তাদের চিন্তা নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ নিয়ে। আজ কি পেলাম, কাল কি পাব, তাই নিয়ে। সুদূর ভবিষ্যতের চিন্তা কেউ করে না।

'বর্তমান সময়টা তাই আমার জন্যে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, কিউবার বিপ্লবী সরকারের জন্যেও। এই অধৈর্য মানুষগুলো আবার আমাকে উৎখাতের চেষ্টা করতে পারে। অসম্ভব নয়। কাজেই সুযোগ যখন পাওয়াই গেছে, আমি এর গোড়া মেরে দিতে চাই। বিদ্রোহীদের ধ্বংস করে দিতে চাই। এই জন্যেই আমাকে জানতে হবে ওরা কারা ছিল।'

পিস্তলের মত চুরুট তাক্ করলেন তিনি ভালদেজের দিকে। 'রাউল আমার ভাই, মন্ত্রী। ওকে আমি বিশ্বাস করি বলে এখন তোমাকে যা যা বললাম, ওকেও বলেছি। ওর ওপর আমার বিশ্বাস রক্তের বিশ্বাস। তোমার ওপর প্রয়োজনের। তোমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানে না এসব। তৈরি হয়ে নাও। আজ-কালকের মধ্যে হেইতি যাচ্ছ তুমি, ওখান থেকে যাবে কারাকাস। আশা করছি বারমুদেজ এরমধ্যে কাজ সেরে ফেলবে।'

হাসি ফুটল প্রেসিডেন্টের মুখে। 'ওকে তুমি পাগল বলছিলে না? আমি কিন্তু ওর চাইতে অনেক বড় পাগল ছিলাম। বারমুদেজ কয়েক হাজার সহযোদ্ধা নিয়ে বিপ্লব সফল করেছে, আমি করেছিলাম মাত্র আশিজনকে নিয়ে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও ব্যর্থ হবে না।'

উঠে পড়ল ভালদেজ। 'প্রার্থনা করি, আপনার ধারণা যেন সত্যি হয়।'

চোখ কুঁচকে তাকে দেখলেন খানিক ক্যাস্ট্রো, মাথা একদিকে সামান্য হেলে আছে। প্রশ্নটা তাঁর মুখ থেকে বের হওয়ার আগেই সে টের পেয়ে গেল এবার কোন প্রসঙ্গ উঠবে।

'মেয়েটা কে, জর্জ?'

'লুনা, কমরেড,' দ্রুত জবাব দিল সে। 'লুনা পেরেয। আপনি মনে হয় চেনেন ওকে, ওর…'

'কতদিনের সম্পর্ক তোমাদের?'

'তিন মাসের।'

খানিক চুপ করে থাকলেন ক্যাস্ট্রো। 'মেয়েদের ব্যাপারে আমি কারও পরামর্শ নেই না, কাউকে দিইও না। জীবনে আজই প্রথম দিচ্ছি তোমাকে, মেয়েটা বিপজ্জনক। ভয়ঙ্কর। নীতি বলে কিছু নেই, জটিল চরিত্রের। চরম স্বার্থপর…আর সুন্দরী। তোমার সতর্ক থাকা উচিত।'

'আমি জানি, কমরেড প্রেসিডেন্ট,' এবারও দ্বিধাহীন জবাব দিল সে।

'ওকে নিয়ে যাচ্ছ?' একেবারে শান্ত গলায় বললেন তিনি।

এই প্রথম দ্বিধা দেখা দিল। 'হ্যাঁ, মানে…ওখানে একা একা…'

দ্রুত হাত ইশারায় বিষয়টার সমাপ্তি টানলেন ক্যাস্ট্রো। 'যাও। তবে যা বলেছি খেয়াল রেখো। ডেনটনের মুখ থেকে কেবল একটা নাম বের করো, ওতেই চলবে। বাকি নামগুলো আমি তার পেট থেকে বের করব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এল জর্জ ভালদেজ, দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তার পিঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ফিদেল ক্যাস্ট্রো।

দুই

দূতাবাস প্রাঙ্গণ জুড়ে কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। বাইরেও লড়াই শুরু হয়েছে দুই পক্ষের মধ্যে, হাল্কা-ভারী, সব ধরনের অস্ত্রের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে মুহুর্মুহু। চারদিক থেকেই আসছে গোলাগুলির আওয়াজ।

ভেতরে চ্যান্সেরি ভবন, স্টাফ অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক আর রেসিডেন্সের ছাদে বালির বস্তার আড়ালে হেভি মেশিনগান নিয়ে বসে পড়েছে পনেরোজন মেরিন। বাইরের তিনদিকের তিন রাস্তা কভার করবে তারা—দুই পাশ ও পিছনটা। সামনের রাস্তায় চোখ রাখলেই চলবে, ওখানে কাউকে দেখা গেলে প্রথম দুই গান এমপ্লেসমেন্ট সামাল দিতে পারবে।

তিন ফুট পুরু স্টীলের রিইনফোর্সড সীমানা দেয়ালের ওপরের কাঁটাতারের বেড়ায় বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু করে দেয়া হয়েছে। মেরিনদের সাথে দূতাবাসের বেতনভুক বারো সদস্যের এক থার্ড-কান্ট্রি বডি ও সিকিউরিটি গার্ডও রয়েছে। তাদের আটজন চাকরিহারা নিকারাগুয়ান আর্মির সদস্য, অন্যরা পানামানিয়ান। তারাও কাজে ব্যস্ত, প্রয়োজন দেখা দিলে লড়াই করবে।

মেইন গেট পুরু লোহার, ভারী। তার দু'দিকের দেয়ালেও দুটো বিল্ট-ইন মেশিনগান এমপ্লেসমেন্ট আছে। গেট দিয়ে ঢুকতেই চার মেরিনের এক গার্ড হাউস, বাইরে ভেনিজুয়েলান ন্যাশনাল গার্ডের আট সদস্যের আরেক গার্ড হাউস। সবাই যে যার জায়গায় প্রস্তুত। ঘুরে ঘুরে প্রস্তুতির আয়োজন দেখলেন ডেনটন, সন্তুষ্ট হলেন মোটামুটি।

এতক্ষণে তাঁর প্রথম মেসেজ ওয়াশিংটনকে জবর এক ঝাঁকি দিয়েছে, ভাবছেন তিনি। জরুরী কল পেয়ে আরামের ঘুম ছেড়ে হোয়াইট হাউসের দিকে ছুটছে সবাই। ওখানকার সিচুয়েশন রূমে 'ক্রাইসিস মীটিঙের' আয়োজন এতক্ষণে নিশ্চই সম্পন্ন হয়ে গেছে।

ওদিকে এখানকার 'সিআইএ' সেকশনে সাত-আটজন মহাব্যস্ত। চারদিক থেকে লড়াই সম্পর্কে তথ্য আসছে। এ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, তাতে বোঝা যায় মনকাডা বাহিনী বেশ জোরেশোরেই আক্রমণ চালিয়েছে। এয়ারপোর্ট, আর রেডিও-টিভি স্টেশনের চারদিকে জোর লড়াই চলছে। তবে সব ইনফর্মারের ভবিষ্যদ্বাণী একইরকম, মনকাডা বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হবে। টিকতে পারবে না ওরা। অস্ত্র যা-ই থাক, গোলার মজুত পর্যাপ্ত নয় মনকাডার।

এরমধ্যে স্যান্ডলার কোত্থেকে ফোন করেছিল রাষ্ট্রদূতকে। বাইরে আটকা পড়ে গেছে সে, আসতে পারছে না। লোকটাকে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, সকাল আটটায় রেজিগনেশন লেটার নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, নইলে অপ্রিয় কাজটা ডেনটনকেই করতে হবে। থতমত খেয়ে ফোন রেখে দিয়েছে স্যান্ডলার।

চারটার দিকে ডেড হয়ে গেল দূতাবাসের টেলিফোন লাইন। রেডিওর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান চলতে থাকল। ব্রিটিশ এমব্যাসি থেকে জানা গেল, প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ আর পুলিস ব্যারাকের দখল নিয়ে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। হতাহতের সংখ্যা প্রচুর। তবে চামারিসতা সুবিধেজনক অবস্থানে আছে, বেশি ক্ষতি হচ্ছে মনকাডা বাহিনীর। ধারণা করা হচ্ছে দুপুরের আগেই পিছু হটতে বাধ্য হবে সে।

র‍্যালফ ডেনটন জানেন, মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের ভয়ে কোন পক্ষই সরাসরি তাঁর দূতাবাসে হামলা চালাতে সাহস পাবে না। তবু 'যদি' বলে একটা কথা আছে। সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিতে না পেরে কর্নেল বাটলারের সাথে আলোচনা করলেন তিনি। প্রথমে এক কথায় সে আশঙ্কা নাকচ করে দিতে চাইলেন কর্নেল, কিন্তু রাষ্ট্রদূত সন্তুষ্ট হতে পারেননি বুঝে নতুন ব্যবস্থা নিলেন।

সমস্ত অসামরিক স্টাফ, তাদের বউ-বাচ্চা, মেয়ে সেক্রেটারি আর ছাত্র-ছাত্রীদের চ্যান্সেরি ভবনের হলরুমে এনে জড়ো করলেন। মেঝেতে ম্যাট্রেসের ঢালাও বিছানা করে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমেরিকান মেয়েদের আতঙ্কে জড়সড় হয়ে থাকতে দেখে দুই বাংলাদেশী মেয়ে, রুণা ও ঊর্মি তাদের সাহস জোগাতে এগিয়ে এল। সন্ত্রস্ত শিশুদের ছড়া কেটে ঘুম পাড়ানো, ডায়াপার বদলে দেয়াসহ ছোটখাট সব কাজ স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিল ওরা।

দেখাদেখি গ্রুপের অন্য ছাত্ররাও এগিয়ে এল। আধঘণ্টা পর দেখা গেল ভেতরের প্রায় সমস্ত কাজ ওরাই করছে হাসিমুখে। ভেতরে-বাইরের সবার জন্যে দফায় দফায় কফি তৈরি করা, রাত জাগার ফলে অসময়ে খিদেয় কাতর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কে কোন স্যান্ডউইচ খেতে ভালবাসে জেনে তা তৈরি করে খাওয়ানো ইত্যাদি কাজে মেতে উঠল দলটা। ওদিকে এমন চরম টেনশনের মুহূর্তে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে কফি পেয়ে ডেনটন যেমন বিস্মিত হলেন, খুশিও হলেন তেমনি।

থ্যাঙ্ক গড, মনে মনে ভাবলেন তিনি, ওদের নিয়ে এসে দেখছি ভালই করেছি তাহলে! এই প্রথম গ্রুপের বিদেশীদের পরিচয় জানার আগ্রহ জন্মাল রাষ্ট্রদূতের। হলরুমে এসে ওদের সাথে আলাপ করলেন। সবার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে ঊর্মি, রুণাসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরের পরিস্থিতি সংক্ষেপে খুলে বললেন তিনি। তারপর অভয় দিতে গিয়ে খেয়াল করলেন আসলে তিনি নন, ওরাই তাঁকে অভয় দিচ্ছে।

'তোমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য সচেতনতা দেখে আমি মুগ্ধ,' মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রদূত। 'রুণা, ঊর্মি, তোমরা দুজন দুই রত্ন। অসময়ে তোমাদের এই সাহায্য আমাদের যে কত উপকার করল তা বলে বোঝাবার মত ভাষা আমার নেই। তোমাদের নির্বিকার ভাব দেখে, এরকম ক্রাইসিসের সময় তোমাদের বানানো

চমৎকার কফি খেয়ে বাইরের প্রত্যেকের মনোবল অনেক বেড়ে গেছে। আমরা ভাবতে বাধ্য হচ্ছি পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে এই সাহায্য যে কত অসামান্য, বলে বোঝাতে পারব না আমি।

'আমাদের কুক স্থানীয়। সকালে আসে, রাতে চলে যায়। বাইরে যে পরিস্থিতি, তাতে আজ ওরা আসতে পারবে বলে মনে হয় না। তোমরা যদি দয়া করে আমাদের খাবারের দিকটাও একটু দেখো, অন্তত আজকের জন্যে, খুব খুশি হব। যা পারো, যা খুশি তৈরি করে খেতে দিয়ো সবাইকে দয়া করে।'

'নিশ্চই, মিস্টার অ্যাম্ব্যাসাডর,' হেসে জবাব দিল ঊর্মি। 'আমরা ব্রেকফাস্ট তৈরি করা নিয়ে আলাপ করছিলাম।'

'বেঁচে থাকো,' রাষ্ট্রদূতও হাসলেন।

বেরিয়ে এসে আরেকবার গান এমপ্লেসমেন্টগুলো ঘুরে দেখার জন্যে এগোলেন। পুবের আকাশে আলোর আভাস দেখা দিয়েছে তখন। কিউবায় সূর্য উঠেছে। ভেনিজুয়েলাতেও উঠল ঘন্টাখানেক পর। আলো দেখে সবার মনের চাপ হালকা হলো। ক্যান্টিনে রুণা, ঊর্মি স্যান্ডউইচ, কফি তৈরি করছে, ছাত্ররা সেসব ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে আসছে গান এমপ্লেসমেন্টসহ অন্যদের সামনে। চমৎকার হাসিখুশি পরিবেশ।

সব পাল্টে গেল মুহূর্তে। প্রতিটা লুকআউট জানাল বাঁ দিকের অ্যাভেনিডা সান্তানদা দিয়ে পাঁচ ট্রাকের একটা কনভয় কম্পাউন্ডের দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা অন্য কোন দিকে যেতে পারে ভেবে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলল, অবশেষে দেখা গেল, না, বাঁক নিয়ে এমুখো হয়েছে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা শুরু হয়ে গেল সবার। পাঁচ ট্রাকে কম করেও একশো ন্যাশনাল গার্ড রয়েছে। সরকারের বিশেষ বাহিনী—রিজার্ভ ফোর্স।

মেইন গেটের একটু তফাতে দাঁড়িয়ে পড়ল কনভয়। প্রথম ট্রাকের ক্যাব থেকে এক কর্নেল নামল। কর্নেল বাটলার বিনকিউলারে তাকে দেখে চিনতে পারলেন, সার্ভিসে মোটামুটি সুনাম আছে তার—কর্নেল লীচ। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে গেটের ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইল সে। রাষ্ট্রদূতের সাথে জরুরী আলোচনা আছে। নার্ভাস দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন বাটলার। মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'সাইড গেট খুলে দিন। বাইরে গিয়ে কথা বলব লোকটার সাথে।'

সবে সূর্য উঠেছে, অথচ কর্নেলের চোখে গাঢ় সানগ্লাস। কাঁচের পিছনে দু'চোখ ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করছে। হাতে বেতের ছড়ি। 'এক্সেলেনসি!' কড়া স্প্যানিশ অ্যাকসেন্টের ইংরেজিতে বলল সে। 'নতুন প্রেসিডেন্ট সেনিয়র বারমুদেজের নির্দেশে আপনার দূতাবাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্যে এসেছি আমরা।'

'আমার দেশের দুই নাগরিক এরইমধ্যে মারা গেছে শুনেছি আমি,' বললেন ডেনটন। 'নিরপরাধ, সাধারণ ব্যবসায়ী ছিল তারা।'

'সে জন্যে আমার সরকার দুঃখিত, এক্সেলেনসি,' শ্রাগ করল কর্নেল। 'তবে ব্যাপারটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে ঘটেছে। শ্রমিক অসন্তোষ।'

এখানকার কোকা-কোলা বটলার্স কোম্পানির দুই কর্মকর্তা ওয়াটসন ও প্যাকারকে গতকাল কারখানার ভেতরে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে শ্রমিকরা। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ভার্দেসের ছোট ভাইর সাথে তাদের দু'জনের যথেষ্ট দহরম-মহরম ছিল। কারখানার শ্রমিক অসন্তোষ দমন করতে একবার তার সাহায্য নিয়েছিল লোক দুটো, ফল হিসেবে চাকরি খোয়াতে হয় তিন শ্রমিক নেতাকে। তারই জের।

'তবু আপনার সরকারকে দায়ী করব আমি এ জন্যে। প্রচুর টাকা ট্যাক্স দেয় আপনাদের কোকা-কোলা।'

'নিশ্চই, এক্সেলেনসি!' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল লীচ। 'ব্যাপারটা নিয়ে যাতে কোন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়, সে জন্যেই আমাকে পাঠিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। শহরের পরিস্থিতি সুবিধের নয়।'

'কেন?' বললেন কর্নেল বাটলার। 'আমরা জেনেছি সরকারী বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে মনকাডার প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এয়ারপোর্ট, প্রেসিডেন্ট ভবন দখলের আশা ছেড়ে সরে পড়েছে ওরা। পুলিস ব্যারাকেও সুবিধে করতে পারছে না, তাহলে...'

'আপনার তথ্য নির্ভুল, কর্নেল,' বাধা দিয়ে বলল সে। 'কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি আবার নতুন উদ্যমে আক্রমণ চালানোর জন্যে তৈরি হচ্ছে জেনারেল মনকাডা। সেনিয়র বারমুদেজ তাই আপনাদের দূতাবাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।'

'আমাদের দূতাবাস সুরক্ষিত, কর্নেল,' বললেন বাটলার। 'এ নিয়ে তাকে দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।'

বিরক্তির আভাস ফুটল লীচের কপালে। রাষ্ট্রদূতের দিকে ফিরল সে। 'এক্সেলেনসি, সময়-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা ভার্দেসকে যুদ্ধে কোন সাহায্য করেনি, আমাদের নিজেদের ব্যাপারে নাক গলায়নি। ব্যাপারটা কেন ঘটেছে সেনিয়র বারমুদেজ ভাল করেই তা জানেন। সে জন্যে তিনি আপনার সরকার, আর বিশেষ করে আপনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। আপনাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে একইরকম উদ্বিগ্নও। যতক্ষণ মনকাডা বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করা না যাচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই। এখন প্রতিটা মুহূর্ত বিপজ্জনক।'

'আমাদের জন্যে নয়,' চিন্তিত কণ্ঠে বললেন রাষ্ট্রদূত।

'আপনাদের জন্যেই বেশি, এক্সেলেনসি!'

'কেন?'

'ভার্দেসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনকাডা। যুদ্ধে আমেরিকা কেন ভার্দেসকে সাহায্য করেনি, সে-ও তা জানে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স সূত্র জানিয়েছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে দূতাবাস আক্রমণ করবে সে যে-কোন মুহূর্তে।' অধৈর্য হয়ে উঠছে কর্নেল, ছড়ি দিয়ে অনবরত বুটের পাশে বিরক্তিকর ঠুক্-ঠুক্ শব্দ করছে।

নীরবে মাথা দোলালেন ডেনটন, বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ছড়ির আওয়াজ জোরাল, দ্রুততর হলো। লম্বা করে দম নিল লীচ।

'এক্সেলেনসি, ভার্গাসের মৃত্যুর জন্যে মনকাডা সরাসরি আপনাকে দায়ী করছে। তাই আগামী কয়েকটা দিন আপনার দূতাবাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে আমাকে পাঠিয়েছেন সেনিয়র বারমুদেজ। যতক্ষণ মনকাডা বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করতে না পারছি আমরা, ততক্ষণ আপনাদের এতগুলো প্রাণের কোন নিশ্চয়তা নেই।'

কিছুক্ষণ ভাবলেন রাষ্ট্রদূত। 'ঠিক আছে, করুন ব্যবস্থা। গার্ডদের নিয়ে বাইরে পজিশন নিন আপনি।'

কর্নেল মাথা দোলাল। 'মাফ করবেন, এক্সেলেনসি। বাইরে নয়, কম্পাউন্ডের ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাই আমি।'

'না!' দৃঢ়ভাবে মাথা দোলালেন রাষ্ট্রদূত। 'ভেতরে নয়, পাহারা দিতে হলে বাইরে থেকেই দিতে হবে আপনাদের।'

'কিন্তু...'

'সরি, কর্নেল,' বাটলার বাধা দিলেন। 'তা হওয়ার নয়।'

'দয়া করে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করুন, এক্সেলেনসি,' তাকে পাত্তা না দিয়ে জরুরী আবেদনের সুরে বলল লীচ। 'ভেতরে এত মানুষ, যদি মনকাডা...'

কাছেই কোথাও ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে থেমে গেল সে, চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল। ডেনটন-বাটলারও ঘুরলেন। সবার চোখের সামনে উত্তর দেয়ালের বাইরের খানিকটা অংশ তারকাঁটার বেড়াসহ উড়ে গেল গোলার আঘাতে।

'মাই গড!' আঁতকে উঠলেন রাষ্ট্রদূত। 'এসব কি!'

চ্যান্সেরি ভবনের ছাদ থেকে এক মেরিন চেঁচিয়ে উঠল, 'মর্টার, স্যার!' চোখে বিনকিউলার ধরে দূরে তাকিয়ে আছে সে বালির বস্তার আড়াল থেকে। 'অনুমান তিনশো গজ দূর থেকে...' দ্বিতীয় মর্টারের আওয়াজে কথা শেষ করতে পারল না সে, টুপ্ করে বসে পড়ল। এটাও প্রায় একই জায়গায় পড়ল, আরও খানিকটা দেয়াল উড়ে গেল।

একটু পর মাথা তুলল মেরিন, উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। 'স্টেডিয়ামের দিক থেকে গোলা ছোঁড়া হচ্ছে!' ঘোষণা করল সে। 'কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

হড়বড় করে কি যেন বলছে লীচ, কিন্তু পাত্তা দিলেন না ডেনটন। রাগে চেহারা লাল হয়ে উঠেছে। 'এতবড় স্পর্ধা!' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন তিনি। অবশ্য পরক্ষণেই বুঝলেন এটা রাগ দেখানোর সময় নয়, মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়। বাটলারের দিকে ফিরলেন তিনি। চাপা কণ্ঠে দ্রুত নির্দেশ দিলেন, 'ভেতরে যান! ডকুমেন্টস সব রেডি আছে সেফ হেভেনে, পুড়িয়ে ফেলতে বলুন এক্ষুণি। মেয়ে আর বাচ্চাদের সবাইকে ভল্টে রেখে আসুন! হারি আপ্!'

'রাইট, স্যার,' তীরবেগে চ্যান্সেরি ভবনের দিকে ছুট লাগালেন কর্নেল।

'এক্সেলেনসি!' পাশ থেকে ডাকল কর্নেল লীচ। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, ওরা হয়তো এসেই পড়েছে। আমাদের ভেতরে ঢুকতে অনুমতি দিন, আপনাদের ফ্ল্যাগ নামান। আমাদেরটা তুলে দিই ওখানে, তাহলে...'

রেগে উঠলেন ডেনটন। দ্রুত হাত নেড়ে নাকচ করে দিলেন তার পরামর্শ।

প্রায় একই সঙ্গে পরপর আরও দুটো মর্টার ফুটল, আওয়াজ অনেক কাছে শোনাল এবার। দুটোই দেয়ালের বাইরের দিকে আঘাত করল, আরও খানিকটা কংক্রীট ও কাঁটাতার খুঁটিসহ উড়ে গেল।

'দেখতে পাচ্ছি ওদের!' চেঁচিয়ে বলল সেই মেরিন। 'একশো গজ দূরে পজিশন নিচ্ছে ওরা...অনেক লোক! রেঞ্জ সেট করছে।' রাষ্ট্রদূতের দিকে তাকাল লোকটা। 'আপনাদের এখনই কভার নেয়া উচিত, স্যার!'

তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। কর্নেল লীচও এল সঙ্গে। ভেতরের গার্ড হাউসে ঢুকে তাঁর বাহু চেপে ধরল লোকটা। 'এক্সেলেনসি, এখনও সময় আছে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। ভেতরের মহিলা-শিশুদের কথা অন্তত ভাবুন। ওদের নিরাপত্তার জন্যে আমাদের সাহায্য আপনার প্রয়োজন হবে।' বাইরের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওরা ফ্যানাটিক। মর্টার আছে ওদের সাথে, রকেট আছে। আপনার এই গেট উড়িয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকতে বেশি সময় লাগবে না ওদের, তারপর কি ঘটবে একবার ভেবে দেখুন। পাইকারী ধর্ষণ, হত্যা।'

নিজের শিউরে ওঠা গোপন রাখতে পারলেন না রাষ্ট্রদূত, তাই দেখে উৎসাহ পেয়ে আবার বলল কর্নেল, 'আমাদের ঢোকার অনুমতি দিন। আপনাদের ফ্ল্যাগ নামিয়ে আমাদেরটা তুলে দিই পোস্টে। ওটা দেখলে গোলাগুলি বন্ধ করে দেবে ওরা।'

সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে নিজের সাথে রীতিমত যুদ্ধ করছেন ডেনটন। বুঝে উঠতে পারছেন না কি করবেন। প্রত্যাখ্যান করলে ন্যাশনাল গার্ড নিশ্চই ফিরে যাবে, তারপর যদি বাইরের ওরা ঢুকে পড়ে, নিশ্চই...। আর ভাবতে পারলেন না। নিজেদের হেভি মেশিনগানই একমাত্র বড় ভরসা ছিল, কিন্তু মর্টার-রকেটের মোকাবিলায় ও জিনিস তেমন কাজে আসবে না। গোলা মেরে এমপ্লেসমেন্টসহ সব উড়িয়ে দেবে ব্যাটারা। বাধা দেয়ার কোন পথ থাকবে না তখন।

একটু পর কর্নেল বাটলার ফিরলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে আশ্বস্ত করলেন রাষ্ট্রদূতকে। তখনই আবার চেঁচিয়ে উঠল মেরিন লোকটা। 'স্যার, ওরা ঘিরে ফেলেছে আমাদের। দক্ষিণ দিকেও দেখতে পাচ্ছি ওদের একদল.'

আগেরগুলোর চাইতে দ্বিগুণ শব্দে বিস্ফোরিত হলো আরেকটা গোলা। উল্টোদিক থেকে এসেছে আওয়াজ। কোথাও পড়ল না অবশ্য, ওপর দিয়ে চলে গেল।

'রকেট!' আঁতকে উঠলেন বাটলার।

নিজেকে শান্ত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ডেনটন, কিন্তু পারছেন না। ভেতরে অনিশ্চয়তা, হতাশা আর ভয় ক্রমেই বাড়ছে। বাহু থেকে লীচের হাত সরিয়ে দিলেন তিনি।

'এক্সেলেনসি,' বলল সে। 'হয় আমাদের ঢুকতে দিন, নইলে বলুন চলে যাই। আমার লোকেরা বাইরে সম্পূর্ণ অরক্ষিত, আপনাদের রক্ষা করতে এসে ওদের মৃত্যুর মুখে বসিয়ে রাখার কোন অর্থ দেখি না আমি।'

বাটলারের দিকে তাকালেন তিনি। কর্নেল তাঁর সিদ্ধান্ত শোনার অপেক্ষায়

আছেন বোঝা গেল। ওদিকে লীচকে এ মুহূর্তে বেশ শান্ত মনে হচ্ছে আগের তুলনায়, ছড়ি দিয়ে এখনও বিরক্তিকর আওয়াজ করছে, তবে আগের মত দ্রুত নয়। লোকটার চোখ দুটো দেখা গেলে ভাল হত, ভাবলেন রাষ্ট্রদূত। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে হচ্ছে বলে নিজের ওপর রেগে উঠলেন।

'ঠিক আছে, কর্নেল, আপনার লোকদের বলুন ভেতরে আসতে। কর্নেল বাটলার, গেট খুলে দিন। ফ্ল্যাগ নামিয়ে ফেলুন আমাদের, তবে অন্য কোন ফ্ল্যাগ উড়বে না ওখানে।'

সামনে দাঁড়ানো এক অল্পবয়সী মেরিনকে দেখলেন রাষ্ট্রদূত। একেবারে বাচ্চা, সবে গোঁপের রেখা জেগেছে। গলা বাড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে।

বাটলারকে চেঁচিয়ে অর্ডার করতে শুনলেন ডেন্টন, একটুপর ঘড় ঘড় শব্দে গেট খুলে গেল। মাটি কাঁপিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল পাঁচটা ট্রাক। ওসব দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ জাগল না রাষ্ট্রদূতের মধ্যে। তবু গার্ডরুমের গেটে এসে দাঁড়ালেন—অন্যমনস্ক। কিছু একটা ভাবাচ্ছে তাঁকে,কিন্তু ধরতে পারছেন না সেটা কি। সবকিছুর মধ্যে বড় ধরনের একটা অসঙ্গতি আছে কোথায় যেন। কি সেটা?

ট্রাকগুলোর পিছনে খাকি রঙের একটা স্টাফ কার ঢুকল ভেতরে। ড্রাইভার ছাড়া কেউ নেই ওটায়। দুই মেরিন গেট বন্ধ করে দিল। কর্নেল বাটলার আর সেই মেরিনের সাথে লীচকে কথা বলতে দেখা গেল। এ মুহূর্তে উদ্ধত মনে হচ্ছে লীচকে। হঠাৎ ঘুরল সে, পিছনে হতভম্ব কর্নেল ও মেরিনকে রেখে কারের দিকে চলল। ওদিকে ট্রাক থেকে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ লাফিয়ে নামছে গার্ড বাহিনী, সবার হাতে সাব-মেশিনগান। বুকের কাছে তেরছা করে ধরে আছে, নল ওপরমুখো। সুশৃঙ্খলভাবে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ওরা।

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত অসঙ্গতিটা ধরে ফেললেন ডেনটন। তাঁদের রক্ষক নয়, বরং ভক্ষক হিসেবে এসেছে এরা। খেয়াল হলো শেষ রকেট বিস্ফোরণের পরপরই ঢিলেঢালা একটা ভাব দেখেছেন তিনি লীচের মধ্যে। তার মানে সে জানত আর গোলা ছোঁড়া হবে না। হয়ওনি। তার মানে…তার মানে ওটা সঙ্কেত ছিল!

তার মানে এসব সাজানো! তাঁকে ভয় দেখিয়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি আদায় করার জন্যেই এসব…।

'স্যার,' ফিসফিস করে বলে উঠল তরুণ মেরিন। 'ব্যাপার সুবিধের মনে হয় না। ন্যাশনাল গার্ড হলে আমাদের এম-থ্রী থাকার কথা এদের হাতে, অথচ ওগুলো রাশান পিপিডি সাব-মেশিনগান।'

ঘুরে তাকালেন রাষ্ট্রদূত, ছেলেটার হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এক বাড়িতে নিজের খুলি চুরমার করে দিতে ইচ্ছে হলো। অকেজো মস্তিষ্ক মাটিতে ফেলে মাড়িয়ে ভর্তা করে দিতে ইচ্ছে হলো। এই সহজ ব্যাপারটা প্রথমেই কেন তাঁর মাথায় এল না? কেন একবার কর্নেল বাটলারকে পাঠিয়ে এসব খুঁটিনাটি দেখে আসতে বললেন না সময় থাকতে?

জীবনের শেষ সময়ে, সার্ভিসের অন্তিম মুহূর্তে কেন এমন মতিভ্রম ঘটল তাঁর যে এক আধা-শিক্ষিত হাফ-ব্রীডের চালের সামনে খেলায় হেরে বসলেন আহাম্মকের মত? আতঙ্ক নয়, রাগ নয়, ভীষণ আফসোস হলো ডেনটনের। মারাত্মক এই ভুলের খেসারতের শুরু দেখার আগে যদি মৃত্যু হত তাঁর, বড় ভাল হত। কি হবে বেঁচে থেকে?

বাটলার ও তার সঙ্গী মেরিন ঘেরাও হয়ে গেছে ততক্ষণে, বেদখল হয়ে গেছে মেরিনদের সমস্ত গান এমপ্লেসমেন্ট। হঠাৎ গেটের দিক থেকে একযোগে কয়েকটা চিৎকার ভেসে আসতে ঝট্ করে ঘুরে তাকালেন রাষ্ট্রদূত। ছয়-সাতজন মেরিন উন্মত্তের মত চ্যাঁচাচ্ছে, অন্য কয়েকজন গেট খোলায় ব্যস্ত, সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে বলছে ন্যাশনাল গার্ডদের।

একটা স্প্যানিশ অর্ডার শোনা গেল, পরমুহূর্তে কম করেও ডজনখানেক পিপিডি গর্জে উঠল। গেটে লেগে ঠং-ঠং আওয়াজ তুলল অজস্র বুলেট। চোখের সামনে ছয় মেরিনের রক্তাক্ত লাশ দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লেন ডেনটন। কি আশ্চর্য! এইমাত্র ওদের গেট খুলতে দেখেছেন তিনি, চ্যাঁচাতে দেখেছেন অথচ···ইশ্‌শ্‌, এত রক্ত! মাথার মধ্যে চক্কর দিয়ে উঠল। গুলিয়ে উঠল সব পেটের মধ্যে।

মেরিনটা হ্যাঁচকা এক টানে ডেনটনকে মেঝেতে ফেলে দিয়েই সাব-মেশিনগান তুলল। চট্ করে তার হাত চেপে ধরলেন তিনি। 'না! থামো!'

ওদিকে গুলির শব্দে মাটিতে শুয়ে পড়েছেন কর্নেল বাটলার ও সঙ্গী মেরিন। দু'জনেরই হোলস্টারের ফ্ল্যাপ খোলা, ডান হাত পিস্তলের বাঁটে। কম করেও ছয়টা পিপিডির নল লোভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না কেউ। মৃত্যুভীতি আছে ঠিকই ওদের চোখে, তার সঙ্গে আরও যেন কি একটা আছে···হ্যাঁ, স্থিরপ্রতিজ্ঞা।

'স্যার!' চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল। 'লড়াই করার অর্ডার দিন!'

'না!' তৎক্ষণাৎ বললেন ডেনটন চিন্তা না করেই। আছে কি চিন্তা করার? এ অবস্থায় লড়াই করার কোন যুক্তি নেই। কোন মানে নেই। খেলা শেষ। বোকার মত চাল দিয়ে হেরে বসে আছেন তিনি, এখন হার মেনে নেয়াই ভাল। নইলে আরও কত লাশ দেখতে হবে কে জানে? 'হাত সরান!'

এক লোক এগিয়ে এল গার্ড হাউসের দিকে। তার নীরব ইশারায় কয়েক ন্যাশনাল গার্ড লাশ টপকে গিয়ে গেট বন্ধ করে দিল আবার। রাষ্ট্রদূতের সামনে এসে দাঁড়াল সে। তার কাঁধে লেফটেন্যান্টের বার দেখা যাচ্ছে। প্রায় তাঁর মতই দীর্ঘ লোকটা—যুবক। পাশেও যথেষ্ট চওড়া। মুখটা বড়, চওড়া। বক্সারের মত থ্যাবড়া, ভাঙা নাক। কালো চুল। বাঁ হাতে আলতো করে ধরে আছে একটা পিপিডি। হাসছে। তার চেহারা চেনা চেনা লাগছে ডেনটনের।

'এক্সেলেনসি,' বাঁকা হাসির সাথে বলল সে। 'আপনার লোকদের বলুন অস্ত্র সমর্পণ করতে, নইলে বাঁচবে না একজনও।'

হতাশা বিদেয় হয়ে গেছে তাঁর, শীতল রাগ ফেনিয়ে উঠছে ভেতরে। 'আপনি এই খুনীদের নেতা?'

'জ্বি,' নকল বিনয়ের সাথে নড করল সে।

'আমি আমার সরকারের তরফ থেকে এই অহেতুক হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের অমানবিক...'

'শাটাপ্, পিগ!'

তরুণ মেরিনের কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে উঠছে টের পেয়ে এক হাতে তাকে শান্ত করলেন ডেনটন, চেপে ধরে রাখলেন মেঝের সাথে। 'এ জন্যে ভুগতে হবে আপনাকে। আমার সরকার...'

'...ইওর ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্ট!' খেঁকিয়ে উঠল যুবক। হাসি মুছে গেছে চেহারা থেকে, দু'চোখ জ্বলে উঠল। 'অর্ডার দাও, পিগ,' পিপিড়ি তুলল রাষ্ট্রদূতের পেট সই করে। 'নইলে গুলি করছি আমি।'

মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে হারামজাদা, ডেনটন জানেন। গুলি ও করবে না। তাঁকে মেরে ফেললে কি ঘটবে তা বোঝার মত আক্কেল এর পরিচালকদের আছে। এসবের উদ্দেশ্য যাই হোক, এরা বড়জোর তাঁকে জিম্মি করতে পারে সে জন্যে। জীবিত ডেনটনে ফায়দা হলেও হতে পারে, মৃত ডেনটনে ঘটবে অন্য কিছু। তবে এ মুহূর্তে রেগে আছে খুনীটা, তাঁকে না হোক, আর কাউকে গুলি করতেও পারে। কর্নেলের দিকে তাকালেন তিনি। মাথা ঝাঁকালেন। 'সবাইকে বলুন আর্মস সারেন্ডার করতে।'

আশ্বস্ত হতে চাইলেন ইনসেনেরেটররা এতক্ষণে নিশ্চই সমস্ত ডকুমেন্টস পোড়ানোর কাজ শেষ করেছে ভেবে। ওগুলো এদের হাতে পড়লে ঝামেলা হয়ে যাবে। আরেকটু সময় লোকটাকে আটকে রাখার জন্যে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার নাম?'

হাসল এবার যুবক। 'কার্লোস ফমবোনা।'

চিনে ফেললেন ডেনটন। বারমুদেজের বিশ্বস্ত সহকারীদের একজন এই লোক, নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে নাম করা। এ দেশে আসার আগে প্রিঅ্যারাইভিং ব্রীফিঙের সময় এর ডোশিয়ে পড়ে এসেছেন। ছবিও দেখেছেন। 'আপনার জঘন্য কীর্তি সম্পর্কে সব জানি আমি।'

হাসি চওড়া হলো ফমবোনার। অস্ত্র মাটিতে রেখে ইউনিফর্ম খুলল সে, নিচে পরে থাকা টি-শার্ট আর ফেডেড জিনস বেরিয়ে পড়ল। তার দেখাদেখি অন্যরাও তাই করল। একই পোশাক সবার পরনে। টি-শার্টের বুকে বড়, লাল রঙের বজ্র প্রিন্ট করা, তার নিচে স্প্যানিশে লেখা কিছু মার্কসিস্ট শ্লোগান।

'বারমুদেজের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, সী?' হাসল ফমবোনা দাঁত দেখিয়ে। 'অন্তত বাইরের পৃথিবী তাই জানবে। আমরা হচ্ছি মিলিট্যান্ট স্টুডেন্টস।'

'অবশ্যই!' টিটকিরির হাসি ফুটল ডেনটনের মুখে। 'নিজেদের মত দুনিয়ার আর সবাইকেও গাধা মনে করে তোমার বারমুদেজ, কেমন? ভেবেছে তোমাদের বুকের শ্লোগান দেখেই মার্কিন সরকার বোকা বনে যাবে? আমরা কিছুই জানি না? তুমি আর তোমার নেতা, দুটোই একই সমান উন্মাদ।'

রাগল তো না-ই, বরং হাসল যুবক। পিছন ফিরে হাত ইশারা করল। ট্রাক

থেকে নামিয়ে স্তূপ করে রাখা একগাদা প্যাকেটের মধ্যে থেকে একটা তুলে নিয়ে এল তার এক সঙ্গী 'স্টুডেন্ট'। প্যাকেটের ভেতর থেকে বের হলো একটা ক্যানভাস জ্যাকেট। ফমবোনার ওটা নাড়াচাড়ার ধরন দেখে বোঝা গেল জিনিসটা বেশ ভারী। ওটার পিছনদিকের নিচের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আছে পাঁচ গজমত লম্বা, সরু তার। তারের মাথায় খুদে এক প্লাস্টিক বক্স।

'এটা কি জানেন, এক্সেলেনসি?' হাসি দুই কানে ঠেকিয়ে বলল ফমবোনা। 'এক্সপ্লোসিভ গার্মেন্ট। তিন কিলো প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আছে এটার ভেতরে। আর এই যে তার, এটার এক মাথা আছে এই বক্সের ভেতরের ডেটোনেটরের সাথে জোড়া। এটা এখন পরবেন আপনি, আমাদের নাটক শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরেই থাকবেন। এবং আমার এই সঙ্গী,' জ্যাকেট বয়ে আনা যুবকের কাঁধে চাপড় মারল সে। 'পেদ্রো, বক্সটা নিয়ে প্রতি মুহূর্তের জন্যে আপনার পিছনে লেগে থাকবে। ওর কাজ হচ্ছে কোনরকম তেড়িবেড়ি দেখলেই সুইচ টিপে ফাটিয়ে দেয়া। এই কম্পাউন্ডে যত আমেরিকান শুয়োর আছে, সবার জন্যে একটা করে জ্যাকেট আর একজন করে আত্মা উৎসর্গকারী ''স্টুডেন্ট'' আছে।'

একটু ভাবল ফমবোনা। 'আমাদের কাজ শেষ হওয়ার আগে যদি শুয়োরতান্ত্রিক আমেরিকার ফ্যাসিস্ট সরকারের রেসকিউ মিশন আসছে, তেমন কোন আভাসও পাওয়া যায়, সবচে' আগে মরবেন আপনি। তারপর অন্যরা। আপনাদের কারও এক স্কয়্যার সেন্টিমিটার হাড়মাংসও খুঁজে পাবে না রেসকিউ মিশনের সদস্যরা।'

হারামজাদা বদ্ধ উন্মাদ, ভাবলেন ডেনটন। 'তুমি জানো, আমরা কতজন আমেরিকান আছি কম্পাউন্ডে?'

'জানি।'

'সবার জন্যে একটা করে জ্যাকেট, একজন করে স্টুডেন্ট!'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'তাই তো বললাম।'

'বিস্ফোরণ ঘটলে যে ওরাও মরবে, তা জানে তোমার ''স্টুডেন্ট''রা?' বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না ডেনটন।

'না জানলে আত্মা উৎসর্গকারী কেন বললাম?' হাসল সে। 'এ আর ক'জন? আমাদের বিপ্লব সফল করতে আরও কত হাজার স্টুডেন্ট অপেক্ষায় আছে, দেখলে আপনার মাথা ঘুরে যাবে।'

'বারমুদেজের বিপ্লব বোঝাতে চাইছ তুমি?'

মুখ কাছে এগিয়ে আনল যুবক। যেন ষড়যন্ত্র করছে, এমন চাপা গলায় বলল, 'আনঅফিশিয়ালি, হ্যাঁ। অফিশিয়ালি, না।'

মাথা ঝাঁকালেন ডেনটন। 'উন্মাদতান্ত্রিক বিপ্লব!'

'ঠিক বলেছেন, এক্সেলেনসি। নিন, পরে ফেলুন জ্যাকেট।'

'কিন্তু তোমাদের এসবের উদ্দেশ্য কি?' ওটা পরার কোন আগ্রহ দেখা গেল না রাষ্ট্রদূতের মধ্যে।'

'প্রথম হচ্ছে শুয়োরতান্ত্রিক আমেরিকার প্রধান শুয়োরকে বীচিতে গুঁতো মেরে বোঝানো যে শুধু তারাই নয়, আমরাও তাদের কিছু কিছু দুর্বলতার খবর

জানি। তারপর··· না, থাক্। সব এখনই বলে ফেললে মজা নষ্ট হয়ে যাবে। জ্যাকেটটা পরুন, ফটোগ্রাফাররা আসছে। কাল দুনিয়ার সমস্ত পত্রিকায় প্রথম পাতায় আপনার আর পেদ্রোর ছবি ছাপা হবে। কাল আপনি পৃথিবীর সবচে' বিখ্যাত শুয়োর বনে যাবেন। কি মজা, না?'

পরদিন দুপুরে পোর্ট-অউ-প্রিন্স থেকে কারাকাস পৌঁছল জর্জ ভালদেজ। বান্ধবীসহ হোটেলে উঠল, শাওয়ার-শেভ সেরে নতুন এক প্রস্থ পোশাক পরে ছুটল প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে। একা গেল সে।

প্রেসিডেন্ট রবার্টো বারমুদেজ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চামারিসতার কয়েক প্লাটুন সৈন্য ঘিরে রেখেছে প্রাসাদ। ছাদে এন্টিএয়ারক্র্যাফট গান রেডি। আগের রাতের ভয়াবহ যুদ্ধের চিহ্ন তেমন নেই। প্যালেসের গায়ের ক্ষতচিহ্ন ছাড়া অবশ্য।

বারমুদেজ ছোটখাট মানুষ, কিন্তু এত শক্তভাবে সে তাকে আলিঙ্গন করল যে হাড়গোড়ের সহ্যশক্তি নিয়ে শঙ্কিত হতে হলো ভালদেজকে। দু'গালে এমন আবেগের সাথে চুমু খেল, ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে তার বান্ধবী লুনাও তেমনটা পারেনি কখনও। লোকটাকে একনজর দেখেই ভালদেজ বুঝতে পেরেছে সেই 'এসেন্স' এর মধ্যেও আছে।

'আপনার কাজ হয়ে গেছে,' হাসিমুখে ঘোষণা করল বারমুদেজ।

'আমি প্রেসিডেন্টকে বলেছি, আপনি উন্মাদ। আপনাকেও সেই একই কথা বলছি। সফল হয়েছেন, অল রাইট। কিন্তু সময় বেশি পাব বলে মনে হয় না। আমেরিকান সরকার এতবড় বেইজ্জতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে নিশ্চই খুব দ্রুত কিছু করবে।'

চুপ করে ভালদেজের কথা শুনল লোকটা। নির্বিকার। পুরু চশমার কাঁচের ওপাশে চোখ দুটো কয়েকবার পিট্-পিট্ করল শুধু, আর কিছু না। যখন সে জবাব দিতে শুরু করল, ভালদেজ তাজ্জব হয়ে গেল তার গলার স্বর শুনে। মনে হলো অন্য কেউ কথা বলছে, একটু আগের সেই আবেগতাড়িত মানুষটি নয়।

'আমি কেয়ার করি না!' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল বারমুদেজ। 'এখন আমরা যা করব, ওরা তাতেই বাগড়া দেবে। ওরা নিঃসন্দেহে বুঝে গেছে আমার মনের কথা। ওরা ভেবেছে ভার্গাসকে ওরা সাহায্য না করলেই বুঝি আমি সেনিয়র ক্যাস্ট্রোর অবদানের কথা ভুলে ওয়াশিংটনের দিকে ঝুঁকব।' ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল সে। 'এতটা অকৃতজ্ঞ আমি নই। আজ তিনদিন হলো ভার্গাসকে ঝাড়বাতির সাথে ফাঁসি দিয়েছি আমি, প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছি, অথচ আমেরিকার কাছে আমাকে স্বীকৃতি দেয়ার আবেদন জানাইনি। তাতেই ওরা যা বোঝার বুঝে নিয়েছে।

'আপনি আপনার কাজ করুন, ওদিকটা আমি দেখব।'

'কিন্তু···'

'বড় কুকুর যখন কোন বেড়ালকে কোণঠাসা করে ফেলে, বেড়াল তখন কি করে?' ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করল সে। 'কুকুরের চোখ লক্ষ্য করে থাবা চালায়। তাই

করেছি আমি, শুধু আমার ভাই ফিদেলের জন্যে। ভ্রাতৃপ্রতিম কিউবার জনগণের স্বার্থের কথা ভেবে। যা করেছি, করেছি। আপনি যান, শুরু করে দিন।'

'বেশ।'

'ওদের ফুড সাপ্লাই নিয়ে কাল থেকে রোজ সকালে আর সন্ধেয় ক্লোজড্ ট্রাক যাবে এমব্যাসিতে। আপনি নিজেকে লুকিয়ে যাবেন ট্রাকে চড়ে। আসবেনও ট্রাকে। ওখানে আমার যে সহকারী আছে, তার নাম ফমবোনা। তাকে আমি বলে দিয়েছি আপনাকে সবরকম সাহায্য-সহযোগিতা করতে। তারপরও যদি কোন অসুবিধে হয়, সোজা চলে আসবেন আমার কাছে। দিন হোক, রাত হোক, কেউ বাধা দেবে না।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল ভালদেজ। 'কাল সকাল থেকে শুরু করব তাহলে। ওখানে লোকাল যারা কাজ করে, সার্ভেন্ট, গার্ডেনার যেই হোক, তেমন কারও সাথে কথা বলতে চাই আজ আমি। ডেনটনের সাথে যোগাযোগ আছে, এমন কেউ হলে সবচে' ভাল হয়।'

'অবশ্যই। ব্যবস্থা করছি আমি।'

'হ্যালো, মিস্টার অ্যাম্বাসাডর!' হাসিমুখে বলল জর্জ ভালদেজ।

ঘুমের অভাবে লাল চোখ মেলে তাকালেন তিনি। চেয়ারে নড়েবসে বসার ফাঁকে দেখে নিলেন পেদ্রো নামের দুঃস্বপ্ন তাঁর তিন হাতের মধ্যে বসে ঝিমাচ্ছে। আগন্তুককে চেনা মনে হতে ভাল করে তাকালেন তিনি। 'কে আপনি?'

'অধীনের নাম জর্জ ভালদেজ। আমি এসেছি…'

চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপনমনে মাথা ঝাঁকালেন রাষ্ট্রদূত। মনে মনে এরকম একটা কিছুই আশঙ্কা করছিলেন। 'কিউবান ডিরেক্টরেট অভ ইন্টেলিজেন্স থেকে।'

'গুড। আপনার স্মরণশক্তি খুব প্রখর, এক্সেলেনসি।'

'কি চান আপনি?'

শ্রাগ করল ভালদেজ। তার মুখোমুখি বসল। 'আপনার সাথে পরিচিত হতে এসেছি আমি।'

'কেন?' নড়ে বসলেন ডেনটন। 'আমার সাথে পরিচিত হতে হাভানা থেকে ছুটে এসেছেন?'

'হ্যাঁ,' ওপর-নিচে মাথা দোলাল সে।

'তারপর?'

'কি তারপর?'

'পরিচয় তো হলো, এরপর কি?'

অনেক সময় নিয়ে গভীর দৃষ্টিতে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করল ভালদেজ। এরকম পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়ার কথা যে কারও, কিন্তু এঁর মধ্যে সে রকম কোন লক্ষণই নেই। 'আমরা দু'জনে একসাথে কিছু সময় কাটাব। বেশ কিছু সময়। কয়েক দিন কি সপ্তাও হয়তো লেগে যেতে পারে।'

'কেন?'

হাসল ভালদেজ। 'কারণ আপনি অপারেশন "কোবরা" সম্পর্কে সব খুলে বলবেন আমাকে, আমি শুনব। এত কথায় সময় লাগবেই, না কি বলেন, এক্সেলেনসি?'

তিন

নিউ ইয়র্ক। রানা এজেন্সি।

জবাই হওয়া পশুর অন্তিম মুহূর্তের মত টান্‌টান্ হলো বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের উজ্জ্বলতম তারকা, শ্রীমান মাসুদ রানা। ঘেয়ো কুকুরের বিলাপের সুরে টানা, উঁচু-নিচু পর্দার বিচ্ছিরি শব্দে হাই তুলল। তারপর উঠে বসল বিছানায়, চোখ ডলতে ডলতে পা স্লিপারে গলিয়ে দিল। সোজা গিয়ে ঢুকল বাথরুমে।

আধঘণ্টা পর বেরোল সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে। একেবারে ব্র্যান্ড নিউ গাড়ির মত ঝকঝকে চেহারা নিয়ে। আলসেমির চিহ্নমাত্র নেই। দ্রুত তৈরি হয়ে নিল চারকোল গ্রে রঙের নতুন স্যুট, সাদা শার্ট পরে। লালের ওপর সাদা, বুটিদার টাই পরল ও, পায়ে দিল নরম চামড়ার চকচকে কালো মোকাসিন। হংকঙের লিলি শুজের হাতে তৈরি। ব্যস্, মনটা রঙিন প্রজাপতির মত ফুরফুরে হয়ে উঠল।

তিনজনের পরিমাণ নাস্তা পেটে চালান করে গরম কফিতে চুমুক দিয়ে দিনের প্রথম সিগারেট ধরাল ও, তারপর দৈনিক পত্রিকাগুলো টেনে নিল। নিউ ইয়র্ক টাইমসের ব্যানার হেডিঙের ওপর নজর সেঁটে গেল পরমুহূর্তে। তার ঠিক নিচেই ছয় কলামের বিশাল ছবিটা দেখে মুখ দিয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে পড়ল, 'ইয়াল্লা!'

ভেনিজুয়েলার মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ছবি ওটা। তাঁর পিছনে এক যুবক বসা, ড্যাব ড্যাব করে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। ছোট একটা বাক্স তার হাতে। রাষ্ট্রদূতকে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। নিউজের হেডিং:

'মিলিট্যান্ট স্টুডেন্ট' কর্তৃক কারাকাসের মার্কিন দূতাবাস দখল

দ্রুত খবরটা পড়ল রানা, তারপর ওয়াশিংটন পোস্ট তুলে নিল। ওটাও বিশাল ছবি আর ব্যানার হেডিঙে একই খবর ছেপেছে। ছবিটাও এক। রয়টারের সরবরাহ করা।

দশ মিনিটের মধ্যে সবগুলো পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে নিল ও। খবরটা নিজস্ব কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ছাপেনি এরা, ছেপেছে 'মিলিট্যান্ট স্টুডেন্টদের' মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে। কাজেই সবগুলোর বক্তব্য মোটামুটি একইরকম। কেন এ কাজ করেছে ওরা, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। মুখপাত্র বলেছে ব্যাখ্যা পরে জানানো হবে। হুমকি দিয়েছে, আমেরিকা যদি কমান্ডো অভিযান চালিয়ে বন্দীদের মুক্ত

করতে চায়, পরিণতি তাহলে ইরান জিম্মি সঙ্কটের চাইতেও বহুগুণ ভয়ঙ্কর হবে। জ্যাকেট বোমা ফাটিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে সমস্ত আমেরিকানকে।

বন্দীদের নামের তালিকায় সাত বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী আর ছয় আমেরিকান শিশু আছে দেখে চেহারা বদলে গেল রানার। বিচলিত হয়ে উঠল। তরতাজা অনুভূতি উধাও হয়ে গেল, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের ভাঁজ পড়ল কপালে। পত্রিকাগুলো পাশাপাশি রেখে তাকিয়ে থাকল অন্যমনস্ক চেহারায়। ছোট ছোট বাচ্চাদেরও ওই জ্যাকেট পরিয়েছে ওরা। এ কি অমানবিক কাণ্ড? ওদের সাথে কেন এই হৃদয়হীন আচরণ?

মেয়েরা? মেয়েরা নিরাপদ আছে তো? নাকি··অস্থির হয়ে পায়চারি শুরু করল ও। চেহারায় শীতল ক্রোধ। অনেকক্ষণ পর পায়চারি থামাল, ব্যস্ত পায়ে নেমে এল নিচতলায়। অফিস আওয়ার শুরু হতে আরও আধঘণ্টা বাকি, কাজেই ভেতরটা ফাঁকা। কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের অফিসে এসে ঢুকল ও, চেয়ারে ঠিকমত বসার আগেই লাল রঙের স্ক্র্যাম্বলার টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে নাম্বার টিপতে শুরু করল। লং ডিসট্যান্স কল।

চারবার রিঙ হতে ও প্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ। 'সি!'

নিজের পরিচয় দিল রানা কোডে, পরক্ষণে ও প্রান্তের লোকটার আনন্দ, উচ্ছ্বাস সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একনাগাড়ে কথা বলতে শুরু করল। প্রথমে কিছু সময় চুপ করে শুনে গেল রিসিভার, তারপর সমান তালে, 'সি, সেনিয়র!' 'রাইট, সেনিয়র!' 'পরিষ্কার দেখা যায়, সেনিয়র!' 'অফ কোর্স, সেনিয়র' বলে যেতে থাকল।

কথা শেষ করে থামল ও। একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'সব পরিষ্কার?'

'একদম পরিষ্কার, সেনিয়র!'

'গুড! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবরগুলো চাই আমার।'

'আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি।'

'নিউ ইয়র্কে আছি আমি, যে কোন মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারবেন।'

'তাই করব।'

'চিয়াও।'

'চিয়াও, সেনিয়র!'

ফোন রেখে সিগারেট ধরাল ও। এক হাতে গ্লাস টপ টেবিলে তবলা বাজাতে শুরু করল দ্রুত তালে। ওটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে মনের অবস্থা। ছটফট করছে মাসুদ রানা। সময়মত অফিস শুরু হলো। বসকে আগেভাগে অফিসে এসে বসে থাকতে দেখে সবাই বুঝল কারণটা। তারাও পড়ে এসেছে পত্রিকা। কাজেই কেউ ধারে ঘেঁষল না। এরকম সময়ে ও-কাজ নিষেধ। যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সহকর্মীরা, এক কান আর এক চোখ বসের রুমের দিকে। কার কখন ডাক আসে কে জানে!

তবলা বাদন থামিয়ে কফির জন্যে বলল রানা। সিগারেট টেনে চলেছে একটার পর একটা। কফি খেয়ে আবার রিসিভার তুলল, এবার অবিরাম ফোন করতে লাগল এখানে-ওখানে। সিআইএ, এনএসআইসহ আন্তর্জাতিক বিষয় ডীল

করে, এরকম সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থায় ওর যত বন্ধু, সবার সাথে কারাকাস সম্পর্কে কথা বলে সর্বশেষ পরিস্থিতি যতদূর সম্ভব জেনে নিল। গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত পয়েন্ট টুকে নিল। প্রায় দু'ঘণ্টা পর আমেরিকান ছেড়ে ব্রিটিশ সংস্থাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদের অনেকের সাথে কথা বলল।

ঝাড়া তিন ঘণ্টা ফোনালাপ সেরে থামল রানা। মাথার মধ্যে টর্নেডোর গতিতে নানান চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। এক সময় খেয়াল করল ঘামছে ও। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, আর দুশ্চিন্তায় ঘামছে।

চারদিকে নজর বোলাল জর্জ ভালদেজ। মেইন গেট সংলগ্ন গার্ড হাউস এটা। প্রথমে দশ বাই দশ আউটার অফিস, তারপর একই আকারের ইনার রূম। রূমের দুই মাথায় দুটো দোতলা বাঙ্ক। তার ওপাশে অ্যাটাচড টয়লেট ও শাওয়ার। এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা নেই বলে এটাকেই পছন্দ করেছে সে।

আউটার অফিসরূমে মাঝারি এক ডেস্কের দু'পাশে দুটো চেয়ার। রাষ্ট্রদূতকে বসানো হয়েছে দরজার দিকে পিছন ফিরে। তার মুখোমুখি বসা ফেডেড জিনস ও কালো টি শার্ট পরা ভালদেজ হাসছে মিটিমিটি।

ওর শেষ কথাটা শোনার পর নিজের চেহারায় কোন বিস্ময় ফুটেছিল কি? ভাবছেন রাষ্ট্রদূত, না বোধহয়। আগমনের মতলব জানিয়ে চুপ মেরে গেছে যুবক। তিনিও চুপ। কারও মুখে কথা নেই, পরস্পরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ডেনটনের জানা আছে এই লোক নিজের ক্ষেত্রে ভারি তুখোড়। চৌকষ এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সবশেষে বিপজ্জনক।

পয়সাওয়ালা এক চিত্রশিল্পীর ছেলে। মা স্কটিশ। আইনের ওপর পড়াশুনা শেষ করে সরাসরি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে ঢুকেছে, অল্পদিনের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে সফল অ্যানালিস্ট ও ইন্টারোগেটর হিসেবে। নিবেদিতপ্রাণ মার্কসিস্ট।

চোখ তুলে রাষ্ট্রদূতের পিছনে দাঁড়ানো ফমবোনাকে দেখল প্রথমে ভালদেজ, তারপর বক্স ধরা স্টুডেন্টকে। 'ওঁর জ্যাকেট খুলে ফেলুন, কমরেড,' প্রথমজনের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ছেলেটাকে ছেড়ে দিন।'

'না,' দ্রুত জবাব দিল ফমবোনা। হাতে ধরা পিপিডি ঝাঁকি খেল। 'ওটা খোলা যাবে না।'

চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়ল ভালদেজ, ডেস্ক ঘুরে রাষ্ট্রদূতের দিকে এগোল। তার মতলব টের পেয়ে ভয়ে ভয়ে ফমবোনার দিকে তাকাল 'স্টুডেন্ট'। চোখ ধাঁধানো পালিশ করা দামী কাউবয় বুট পরে আছে ভালদেজ, ডেনটনের নজর সেঁটে আছে তার ওপর। তাঁর এক হাতের মধ্যে থামল বুটজোড়া, পরমুহূর্তে জ্যাকেটের ফিতেয় মৃদু টান অনুভব করলেন।

'খুলবেন না!' ক্ষিপ্ত, চাপা গলায় বলল ফমবোনা। 'আপনাকে শুধু কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে এর সাথে, আর কিছু নয়।'

পাত্তা দিল না ভালদেজ, ফিতে খুলে চলেছে একটা একটা করে। আড়ষ্ট হয়ে গেলেন ডেনটন ফমবোনাকে যুবকের পিঠ সই করে অস্ত্র তুলতে দেখে।

মুহূর্তখানেক দ্বিধা করে ওটা কক্ করল সে। ধাতব শব্দটা বাতাসে ভেসে থাকল। ভালদেজের কোন প্রতিক্রিয়া হলো না, শান্ত কণ্ঠে স্প্যানিশে বলল, 'রড সরান, ছেলেটাকে ছেড়ে দিন।'

রাষ্ট্রদূতের দিকে তাকাল সে শেষ ফিতে জোড়ায় হাত রেখে, চমৎকার ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের ইংরেজিতে বলল, 'এইসব মিলিট্যান্টদের নিয়ে এই হচ্ছে ঝামেলা। অকুপেশনাল ডিসিপ্লিন বলে কিছু নেই এদের।'

কাঁধের ওজন হালকা হয়ে গেল রাষ্ট্রদূতের, জ্যাকেট দু'হাতে ধরে ছেলেটার হাতে তুলে দিল সে। যেমন বিস্মিত, তেমনি ভীত দেখাচ্ছে তাকে। বিস্ফারিত চোখে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ভালদেজ-ফমবোনার দিকে। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছে কোন্‌জন বেশি হিংস্র। কপাল, বাক্স ধরা হাত ঘামছে।

'হিয়ার, *চিকো* (চিকেন)!' বলল ভালদেজ। 'ধরো। যাও, আজ তোমার ছুটি।'

ফমবোনার দিকে একবার তাকালও না ছেলেটা। যেন ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়েও খুলে নেয়া হয়েছে, এবং জল্লাদ আবার মত পাল্টানোর আগেই পালাতে চায়, এমন সন্ত্রস্ত চেহারায় জ্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে হাসল ভালদেজ। নিজের মনে বলল, 'এদেরকেই এরা বলে আত্মা উৎসর্গকারী বিপ্লবী!'

ঘুরে নিজের চেয়ারের দিকে এগোল সে, এরমধ্যে একবারও তাকায়নি ফমবোনার দিকে। বসল। ওদিকে ফমবোনার নিঃশ্বাস ভারী শোনাচ্ছে; বোঝা যায় ভেতরে রেগে অস্থির সে। ডেনটনের ভয় হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে গুলি করে বসবে। এখনও যে করে বসেনি, সেটাই অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কাল নিজের চোখে লোকটার উন্মত্ত রাগ দেখেছেন ডেনটন, নির্দেশ বুঝতে ভুল করার অপরাধে এক স্টুডেন্টকে সবার সামনে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলেছিল এই লোক।

ঘুরে লোকটার চেহারা দেখতে পেলে কিছুটা স্বস্তি পেতেন রাষ্ট্রদূত, কিন্তু নড়তে সাহস হলো না। একটু পর চোখ তুলে তাকে দেখল ভালদেজ, মুখে সাবলীল হাসি। 'কমরেড, আমাদের জন্যে দু'মগ কড়া কফি পাঠাবার ব্যবস্থা করলে খুব খুশি হব। প্রতি ঘণ্টায় দিতে বলবেন, প্লীজ!'

কত ঘণ্টা, কি যুগ পরে কে জানে, মেঝেতে জুতোর আওয়াজ শুনলেন রাষ্ট্রদূত। একটুপর দরজা খুলেই দড়াম্ শব্দে বন্ধ হলো, কেঁপে উঠল গার্ডহাউস। চেপে রাখা দম ছেড়ে নড়েচড়ে বসলেন তিনি।

'এই ধরনের মানুষের সাথে কখনও তর্ক করতে নেই,' তাঁকে পরামর্শ দেয়ার ঢঙে বলল কিউবান। 'তাহলে নিজেদের আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে শুরু করে ওরা।'

মন্তব্য শেষ করে সঙ্গে আনা একটা কালো ফাইলে ডুবে গেল সে। পনেরো মিনিট পর দরজায় নক্ শুনে মুখ তুলে হাঁক ছাড়ল, 'এসো!'

বড় দুই মগ কফি নিয়ে ভেতরে ঢুকল এক যুবক। কফির চমৎকার সুগন্ধে ঘর ভরে উঠল মুহূর্তে। যুবককে দেখল ভালদেজ। কিচেনের কাজে লাগানো হয়েছে একে। বেশ নার্ভাস প্রকৃতির, তার চোখে চোখ না রাখার প্রতিজ্ঞা করে এসেছে

যেন, এমনভাবে ট্রে রেখে চলে গেল। কফি শেষ করে মুখ খুলল কিউবান।

'এক্সেলেনসি, আমরা দু'জনেই ঘটে অল্প বিস্তর বুদ্ধি রাখি। আপনার সম্পর্কে প্রায় সবই জানি আমি, আপনিও আমার সম্পর্কে জানেন, আমি জানি। তবে এ মুহূর্তে আমার অ্যাডভান্টেজ বেশি। তাই আশা করব অহেতুক সময় নষ্ট করবেন না আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ডেনটন। কিছু শুনছেন বলে মনে হলো না।

তার অবস্থা দেখে মনে মনে হাসল যুবক। অন্য সব আর্টের মত ইন্টারোগেশনও একটা আর্ট, অবশ্য যে জানে তার কাছে। ভালদেজ সে আর্ট খুব ভাল জানে। ডেনটন, মনে মনে বলল সে, তোমাকে আমি একটু একটু করে ভাঙব। মুখ তুমি খুলবে, অবশ্যই খুলবে।

'উনষাট সালে ক্ষমতায় বসার পর থেকে ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে উৎখাত করার জন্যে সিআইএ সব মিলিয়ে অন্তত বিশবার চেষ্টা করেছে। ক্যু, অ্যাসাসিনেশন, সবরকমভাবে চেষ্টা করেছে, পারেনি। শেষ চেষ্টাটা হয়েছে পঁচানব্বুইর ফেব্রুয়ারিতে, আপনি তখন হাভানায়। আপনি সিআইয়ের...'

মাথা দোলালেন রাষ্ট্রদূত। 'আমি ফরেন সার্ভিসে চাকরি করি। সিআইয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ভালদেজ। 'ডেনটন, আমরা কখনও সিআইএকে আন্ডারএস্টিমেট করিনি, যদিও তাদের একটার পর একটা ব্যর্থতার জন্যে করা উচিত ছিল। কিন্তু আপনারা সব সময় করেছেন আমাদের। আমরা ছোট বলে গায়ে মাখেননি। এই সুযোগটা আমরা নিয়েছি,' ফাইলে টোকা দিল। 'পঁচানব্বুইর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের কোন্ কোন্ তারিখে হাভানার মেট্রোপলিটান ক্লাবে বসে ক'জন আমেরিকানের সাথে কত ঘণ্টা, কত মিনিট ক্যাস্ট্রোকে উৎখাতের বিষয়ে ষড়যন্ত্র করেছেন আপনি, সব এতে আছে। আপনি বুদ্ধিমান, কি লাভ এখন সে সব অস্বীকার করে?'

'অস্বীকার?' রেগে উঠলেন তিনি। 'কেন আমি কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করতে যাব আপনার কাছে? কে আপনি? আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এই কম্পাউন্ডের প্রতিটি ইঞ্চি মাটি আমার দেশের মতই স্বাধীন সার্বভৌম। এখানে আপনি ওই খুনী, সন্ত্রাসীদের মতই অবাঞ্ছিত। মার্কিন টেরিটরিতে আগ্রাসন চালানোর জন্যে আপনাকেও অভিযুক্ত করছি আমি। এই ঘটনা যখন ওয়াশিংটন জানবে...' ভালদেজ আচমকা হেসে উঠতে থেমে গেলেন র‍্যালফ ডেনটন। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বসে পড়লেন।

'ডেনটন, সেই উনষাট থেকেই আমাদের দু'দেশের সম্পর্ক যে গলায় আর কাঁটায়, আপনি যেমন তা জানেন, আমিও তেমনি জানি। জানলে ওয়াশিংটন খেপে উঠবে, সো হোয়াট? বড়জোর লাফাবে কয়েকদিন, নিজের আঙুল নিজে কামড়াবে, তারপর চেপে যেতে হবে তাকে প্রমাণের অভাবে। অমন আস্ফালন আমার দেশের বিরুদ্ধে কতবার করেছে আমেরিকা, সে রেকর্ডও আমার জানা।

'সে যাই হোক, আপনি নিশ্চিত থাকুন, অন্তত এই ঘটনার সাথে কিউবাকে জড়াতে পারবে না ওয়াশিংটন। বড়জোর অভিযোগ করতে পারে আমরা

বারমুদেজকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছি। এরমধ্যে করেছেও অনেকবার। তাতেই বা কি? হ্যাঁ, আমরা দিয়েছি। তাতে আমেরিকার বাপের কি? সারা দুনিয়ায় অস্ত্র সরবরাহের ঠিকেদারি আপনারাই নিয়ে বসে আছেন, তাই না? আমেরিকা কোথাও অস্ত্র বেচলে দোষ হয় না, নিরাপত্তার হুমকি দেখা দেয় না। ওসব ঘটে কেবল অন্য কোন দেশ করলে?'

হাসল ভালদেজ। 'এই মোড়লগিরি ছাড়ুন। দিন পাল্টাচ্ছে, টের পান না? সেন্ট্রাল আমেরিকার সব দেশ থেকে যে এক এক করে তাঁবু গোটাতে হচ্ছে, তা নিয়ে আপনাদের ক্যাপিটল হিলের বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই মাথা ঘামানো উচিত। সে যাক, আমি বলছিলাম, আমাকে এই কম্পাউন্ডে কেউ ঢুকতে দেখেনি। আমি এসেছি ফুড সাপ্লাইয়ের ট্রাকের বন্ধ ক্যাবে করে। বেরও হব একই ভাবে, কেউ টের পাবে না।'

হেলান দিয়ে বসল সে, ফাইল খোলাই থাকল। 'এবার, অপারেশন "কোবরা" নিয়ে কথা বলা যাক।'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলালেন রাষ্ট্রদূত। 'ভালদেজ, আপনি যদি ভেবে থাকেন আপনার আর্ট কাজে লাগিয়ে আমাকে ইন্টারোগেট করে কাজ হাসিল করবেন, ভুলে যান। বরং উল্টে আমি আপনার এখানে উপস্থিতির তীব্র প্রতিবাদ আর নিন্দা জানাচ্ছি। যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ জানাতেই থাকব।'

রাষ্ট্রদূতের মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল জর্জ ভালদেজ। চেহারায় কোনরকম অভিব্যক্তি নেই। মুখ বন্ধ, যেন টেপ দিয়ে আটকানো। পলক পড়ছে না চোখে, দেহের একটা পেশীও নড়ছে না। কেবল বুক ওঠানামা করছে নিঃশ্বাসের তালে।

গুড, ভাবছে সে, শুরুটা চমৎকার হয়েছে। তার নাম ধরে সম্বোধন করে এক ধাপ উঠেছে মানুষটা। ভেবেছে আর উঠবে না, কিন্তু আমি ওঠাব। উঠল ভালদেজ, দরজা খুলে ইনার রূমে চোখ বোলাল। দুটো মাত্র জানালা, দুটোই মোটা গ্রিলের। সন্তুষ্ট হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বুড়ো আঙুল বাঁকা করে কাঁধের ওপর দিয়ে রূমটা ইঙ্গিত করল। 'আপনাকে এক্সপ্লোসিভ জ্যাকেট থেকে মুক্তি দিয়েছি আমি, ওটা আর পরতে হবে না আপনাকে। কিন্তু এই গার্ড হাউস থেকে বের হতে পারবেন না আপনি মুখ না খোলা পর্যন্ত। এই রূমে থাকতে হবে।

'খুলবেন কি খুলবেন না, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে কিছু সময় দেব আমি আপনাকে। কাল ভাবছি আসব না। ফমবোনাকে বলে যাচ্ছি যেন বাঙ্ক সরিয়ে খড়কুটোর বিছানা তৈরি করে দেয় আপনাকে এই রূমে। টয়লেট-শাওয়ারের দরজাও বন্ধ করে দেয়া হবে। ওসব আপনাকে কয়েদীদের মত বালতিতে সারতে হবে। আরেক বালতিতে খাওয়া আর গোসলের পানি থাকবে। সাবান ছাড়া গোসল করতে হবে, দাঁত মাজার সুযোগ দেয়া হবে না।

'দিনে একবার খাবার পাবেন আপনি, পাতলা সুপ, কিছু ভাত, বীন, বাঁধাকপি, এইসব। মাঝেমধ্যে মাছ-মাংসের স্টুও দেয়া হবে।'

রাষ্ট্রদূতের চেহারায় বিস্ময়, কপালে রেখা দেখে আরও সন্তুষ্ট হলো ভালদেজ। বলে যেতে থাকল, 'আন্ডারপ্যান্ট ছাড়া কিছু পরতে বা গায়ে দিতে

পারবেন না। অবশ্য এখানে যা গরম, সেটাই ভাল হবে আপনার জন্যে। দয়া করে আমি যাওয়ার পর ফমবোনা আসার আগেই শার্ট-প্যান্ট খুলে ফেলবেন। নইলে ও যে বদরাগী মানুষ, সব ছিঁড়ে নামাবে। দেরি হলে হয়তো দু'চার ঘা মেরেও বসতে পারে। আপনার জন্যে মর্যাদাহানিকর হবে সেটা। সুযোগ পেলে সে-কাজ ও করবে।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন ডেনটন। রাগে কাঁপছে সারাদেহ। 'আমাকে থাকতে হবে এখানে···এরকম জন্তু-জানোয়ারের মত? আমাকে?'

'হ্যাঁ। এরমধ্যে খারাপ কিছু দেখি না আমি, ডেনটন। মিলিয়ন মিলিয়ন ল্যাটিন আমেরিকান এভাবেই দিন কাটায়। নোংরা মেঝেতে ঘুমায়, প্রকৃতির ডাক পড়লে বালতিতে কাজ সারে। পানি ছাড়া পান করার আর কিছু জোটে না তাদের, আপনি আজ থেকে যা খাবেন, তাই খেয়ে বছরের পর বছর কাটায়। ওরাও আপনার মতই মানুষ, ওরা যখন এই নিয়তি মেনে নিয়েছে, আপনারও নেয়া উচিত। আফটার অল ওরা আপনাদেরই শোষণ-বঞ্চনার শিকার।

'এ দেশীদের কথাই ভাবুন। শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কফি চাষ করে, আপনারা ওদের সমস্ত কফি বাগান নামমাত্র দামে কিনে বসে আছেন যুগ যুগ ধরে। জাহাজ বোঝাই করে দেশে নিয়ে যান সব। এদের কফির রিচ অ্যারোমায় আপনাদের দেশের বাতাসের গন্ধ বদলে যায়, অথচ এই বেচারাদের ভাগ্য বদলায় না। বছরেও এক কাপ কফি জোটে না এদের। এরা মেনে নিয়েছে, আপনিও মেনে নিন। কষ্ট কম মনে হবে তাতে।'

একটু থামল ভালদেজ। তার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রদূতকে কতটা আঘাত করেছে, অনুমানের চেষ্টা করল। হুম, ভালই করেছে। কাঁপুনি বেশ বেড়ে গেছে।

'এখন চলি,' বলল সে। 'পরশু আসব আপনার "অপারেশন কোবরার" কেচ্ছা শুনতে। আমার দেশী বিশ্বাসঘাতকদের নাম জানতে।'

'নেভার!' হুঙ্কার ছাড়লেন র‍্যালফ ডেনটন। 'ওই প্রসঙ্গে একটা কথাও বলব না আমি। কখখনো না!'

ফাইল নিয়ে আউটার দরজার দিকে এগোল ভালদেজ, দরজা মেলে ধরে ঘুরে তাকাল। চেহারায় আত্মবিশ্বাস। 'নিশ্চই বলবেন আপনি। একভাবে না হলে অন্যভাবে সবই বের করব আমি।'

'আপনি···আপনি টর্চার করবেন আমাকে?' অবিশ্বাসে গলা চড়ে গেল তাঁর। 'একজন আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে?'

'না, ডেনটন। ওই কাজটা আমি কখনোই করিনি, করবও না। ওসব আসলে কাউন্টারপ্রোডাক্টিভ।'

'বুঝেছি। তার মানে ড্রাগ?'

'উঁহু, বোঝেননি। ড্রাগও ব্যবহার করি না আমি,' হাসল জর্জ ভালদেজ। 'গুড বাই, এক্সেলেনসি। নির্ভয়ে তৃতীয় বিশ্বের অপুষ্টিকর খাবার খান, পানি পান করুন, সময়মত আসব আমি। আর হ্যাঁ, দয়া করে ফমবোনাকে কোন অবস্থাতেই চটাবেন না। দেখেছেন তো আমার সাথেই কেমন আচরণ করেছে লোকটা?'

'আমাকে এখানে আটকে রাখা···এটাও এক ধরনের নির্যাতন! মানসিক

নির্যাতন!'

'ডেনটন, প্রেম করাও তাই। নিজেকে মানসিক যন্ত্রণার নিগড়ে আটকে ফেলা। ইউ নো দ্যাট।' চলে গেল কিউবান।

পরদিন রাতের ঘটনা।

প্রায় অন্ধকার হোটেল রুমের খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লুনা গোমেজ। সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়েটি। নিচের স্ট্রীট লাইটের আলোয় তার দেহের আউট লাইন পুরো দেখতে পাচ্ছে জর্জ ভালদেজ। দুজনে প্রায় সমবয়সী, তারওপর আট বছর স্বামীর ঘর করেছে লুনা, এক বাচ্চার মা, অথচ দেখলে মনেই হয় না। মনে হয় এখনও বুঝি কিশোরীটি আছে।

ও একটা নেশা, ভাবল ভালদেজ, মারাত্মক নেশা। এ তথ্য জানা আছে, জানা নেই লুনার কোনদিকটা তাকে বেশি আকর্ষণ করে। শুধুই দেহ? না ওর চরিত্রের যে অন্ধকার দিকটা আছে, সেটা? ওটা এক জবর রহস্য ভালদেজের কাছে। এমনকি চরম আনন্দঘন মুহূর্তেও একেক সময় আচমকা কোথায় যেন হারিয়ে যায় ও, সমস্ত উৎসাহ, ব্যগ্রতা উবে যায়। সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। আগে ভালদেজ ভাবত হয়তো মৃত স্বামীর কথা মনে পড়তে ওরকম হয়ে যায়।

কিন্তু পরে নিশ্চিত হয়েছে তা নয়। অন্য কিছু। স্বামীর কথা শুনলে এমন ভয়ঙ্কর রেগে ওঠে লুনা, ভয়ই করে তার। কাজেই ওটা নয়, অন্য কিছু। খুব সম্ভব জটিল কোন মানসিক রোগ। তবু ওকে ভাল লাগে, অন্য কোন মেয়ে ভালদেজকে এত তৃপ্তি দিতে পারেনি বিছানায়। তারওপর অদ্ভুত সুন্দরী লুনা, ঠিক আভা গার্ডনারের মত। ওকে সঙ্গে নিয়ে এসে ভালই করেছি, ভাবল সে। পুরুষের একজন সঙ্গিনী থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে এরকম জটিল অবস্থায়। সে যদি এরকম মারাত্মক সুন্দরী হয়, তাহলে তো আরও, কোনমতেই কাছছাড়া করা উচিত নয়। কোন অবস্থাতেই না।

তিন মাস আগে লুনার স্বামীকে রাষ্ট্র বিরোধী কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে ধরেছিল জর্জ ভালদেজ, তখন দু'জনের পরিচয়। প্রথম যেদিন মেয়েটি তার অফিসে এল, ও ধরেই নিয়েছিল স্বামীকে ছাড়াবার তদ্বির করতে এসেছে। কিন্তু দেখা গেল তা নয়, এসেছে তার অপরাধ জানতে। বলল সে। শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মেয়েটি, ওখানে বসেই ঘোষণা করল অমন স্বামীর ঘর করতে সে রাজি নয়।

কয়েক দিন পর দোষী প্রমাণ হওয়ায় ফায়ারিঙ স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড হলো লোকটার, এবং সেদিন থেকেই লুনা ভিড়ে গেল ভালদেজের সাথে। স্বামীর জন্যে তিল পরিমাণ দুঃখ করতে দেখা যায়নি। এমন এক মেয়ে যখন স্বেচ্ছায় বগলদাবা হতে এল, ভালদেজ কেন ছাড়বে সে সুযোগ? ছাড়েনি। একমাত্র মেয়েকে নিজের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল লুনা, মোটামুটি পাকাপাকিভাবে চলে এল ভালদেজের কাছে।

সবই ভাল ওর, খারাপ কেবল টাকা খরচের হাত। ভীষণ অপব্যয়ী মেয়ে। টাকা খরচ করার সুযোগ পেলে মানুষ এত খুশি হয়, ভালদেজ জানত না। কাঁড়ি

কাঁড়ি টাকা অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত সময়ের মধ্যে খরচ করে যখন আবার হাত পাতে, একেক সময় বিরক্তি জাগে মনে। কিন্তু চেপে যায় ভালদেজ। ক্ষমতা আছে, অতএব টাকা কোন সমস্যাই নয় তার কাছে। তারপরও কখনও কখনও খারাপ লাগে, লুনার এসব খুব বাড়াবাড়ি মনে হয়। তখন 'দোষেগুণেই মানুষ' ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ভালদেজ।

ঘুরে দাঁড়াল লুনা। বাথরুমের দিকে এগোল। চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ভালদেজ। এক মিনিট পরই ফিরল সে হাতে একটা আয়না নিয়ে, চিত করে ধরে রেখেছে ওটা। আলো জ্বেলে বিছানায় এসে বসল। আয়নার ওপরে ছোট একটা শিশি, একটা স্ট্র ও ভাঙা ব্লেড দেখে চোখ কুঁচকে আধশোয়া হলো ভালদেজ। শিশি উপুড় করে ভেতর থেকে খানিকটা সাদা পাউডার ঢালল মেয়েটি আয়নার ওপর। কোকেন।

'কোত্থায় পেলে?' প্রশ্ন করল সে।

'হোটেলেই,' হাসল লুনা। 'আমেরিকান মালিকের হোটেল এটা, প্রচুর বিদেশী থাকে। ওদের কাছে এসব বিক্রি করে এরা।'

'কিন্তু তুমি তা জানলে কি করে?'

শ্রাগ করল ও। 'জানলাম!' ব্লেড দিয়ে পাউডারের মাঝ বরাবর কেটে আলাদা দুটো ভাগ করল।

'কার কাছ থেকে কিনেছ?' বলল ভালদেজ।

'রুম সার্ভিস।'

'কত নিল?'

'এক পয়সাও না।'

'এক পয়সাও না মানে?' চোখ কুঁচকে উঠল যুবকের।

মুখ তুলে রহস্যময় হাসি দিল মেয়েটি। 'ওকে আমি বলেছি, তুমি যখন বাইরে থাকবে, তখন ওপরে আসতে পারে সে। আমাকে নিয়ে দশ মিনিট যা খুশি তাই করতে পারে। ব্যস্, খুশি হয়ে বিনে পয়সায় দিয়ে গেল।'

আহাম্মক বনে গেল ভালদেজ। 'যা খুশি...!'

'হ্যাঁ, জর্জ। যা খুশি। দশ মিনিটের জন্যে অবশ্য।'

ঢোক গিলল সে। হাসি চওড়া হয়েছে লুনার। সত্যিই তা করত ও? ভাবছে সে, যাকে-তাকে দেহ দিয়ে...অসহ্য রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। মুহূর্তের জন্যে ইচ্ছে হলো এক ঘুসিতে ওর সুন্দর চেহারা জীবনের মত বরবাদ করে দেয়। লুনার প্রতি তার যত দুর্বলতা, সব ওই মুহূর্তেই উবে গেল। হারামজাদী, ছেনাল মাগী! কাজটা ও নির্ঘাত ঘটিয়েই বসেছে। ফিদেল ক্যাস্ট্রো ঠিকই বলেছেন, এর কোন নীতি নেই। টাকার টান পড়লে যার-তার কাছে দেহ বিক্রি করতে পারে। বেশ্যা কোথাকার! শীতল চোখে তাকে দেখতেই থাকল ভালদেজ।

গত তিনমাসে এর পিছনে কয়েক লাখ টাকা খরচ করেছে সে, যখন যা কিনতে চেয়েছে কিনে দিয়েছে। যখন যত টাকা দাবি করেছে, নীরবে তুলে দিয়েছে হাতে। এই তার পুরস্কার? এতদিন চাইতে পেরেছে, আজ চাইলে কি

হত? এমন এক নোংরা কাজ করল কি করে ও? এই ছেনালের জন্যে তাকে পুরানো বান্ধবীদের সবাইকে ছাড়তে হয়েছে।

রাশান দূতাবাসের এক পার্টিতে এক মেয়ে কথা বলতে এসেছিল ভালদেজের সাথে। ঘরভর্তি লোকজনের সামনে তার মুখে গ্লাসের পুরো পানীয় ঢেলে বিচ্ছিরি এক সীন ক্রিয়েট করে বসল লুনা। আরেকদিন, আরেক মেয়ে ফ্ল্যাটে ফোন করেছিল ভালদেজের কাছে অফিশিয়াল ব্যাপারে কথা বলতে। লুনা ধরেছিল ফোন, সে ছিল বাথরুমে। বেরিয়ে আসতেই ঠেসে ধরল, মেয়েটি কে বলতেই হবে। ভালদেজ যত বলে জানে না, ততই রাগতে থাকল লুনা। তার ভালবাসার পুরুষকে অন্য মেয়ে কেন ফোন করবে? কি চায় ওরা?

বারবার একই প্রশ্ন করতে থাকল সে, রেগেমেগে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসল। ভালদেজের ফ্ল্যাটের গ্লাস, কাপ-পীরিচ, আয়না, একটাও আস্ত ছিল না সেদিন। এসব ওর প্রতি লুনার মাত্রাছাড়া ভালবাসার ফল ভেবে সেদিন এত ক্ষতির পরও কি খুশিই না হয়েছিল সে। পরদিনই সব বান্ধবী, চেনা-অল্প চেনা মেয়েদের প্রত্যেককে অফিস থেকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছে কেউ যেন তার ফ্ল্যাটে ফোন না করে। করেনি কেউ। বান্ধবীরা অভিমান করে আর কখনোই যোগাযোগ করেনি ভালদেজের সাথে, সে-ও যায়নি কারও মান ভাঙাতে বরং আপদ দূর হয়েছে ভেবে খুশি হয়েছে মনে মনে। লুনাকে নিয়ে সুখী হতে চেয়েছে। আর আজ সে কি না…!

ওকে কোকেন সাধল মেয়েটি, মাথা নেড়ে উঠে পড়ল সে। শ্রাগ করে পুরোটা দু'বারে স্ট্রর সাহায্যে নাক দিয়ে টেনে নিল লুনা। ট্রাউজারের মধ্যে এক পা সবে গলিয়েছে ভালদেজ, এমন সময় ওদের চমকে দিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল। প্রেসিডেন্ট বারমুদেজের এক এইড ফোন করেছে। লোকটা জানাল, যুক্তরাষ্ট্র এইমাত্র ভেনিজুয়েলার বিরুদ্ধে টোটাল ব্লকেড ঘোষণা করেছে—নৌ ও আকাশ অবরোধ। এদেশের উপকূলের তিন মাইলের মধ্যে কোন জাহাজ দেখা গেলে, অথবা আকাশে দশ মাইলের মধ্যে কোন প্লেন দেখা গেলে নিমিজের ফাইটার প্লেন তা ধ্বংস করে দেবে। কাল সূর্যোদয়ের সময় থেকে কার্যকর হবে অবরোধ।

এই পরিস্থিতিতে সেনিয়র ভালদেজ চলে যাবেন, না থাকবেন, প্রেসিডেন্ট জানতে চেয়েছেন। পোর্ট-অউ-প্রিন্সগামী একটা প্লেন ছাড়বে এক ঘণ্টার মধ্যে, যেতে চাইলে ওঁদের দু'জনের সীটের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না সে, 'না' বলে রেখে দিল ফোন। ঘড়ি দেখল—সাড়ে সাতটা। অল্প সময়ের মধ্যে দিনের দ্বিতীয় সাপ্লাই রওনা হবে, ওটা ধরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে গেছে, এখন আর বেশি সময় দেয়ার উপায় নেই ডেনটনকে, যা করার যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'এমব্যাসিতে।'

'আমি কি করব?'

ইঙ্গিতে টিভি-ভিউ সিডি প্লেয়ার দেখাল ভালদেজ। 'অনেক ডিস্ক আছে,

যত খুশি ছবি দেখো।'

'আর ডিনার?' সোজা হয়ে বসল লুনা। চোখ কুঁচকে আছে।

'রুম সার্ভিসকে অর্ডার দিয়ে আনিয়ে নাও।'

কিছু সময় ব্যস্ত, নির্বিকার ভালদেজকে দেখল মেয়েটি। 'আজ বাইরে কোথাও খেতে চাই আমি। এখানকার খাবার ভাল লাগে না।'

'রাতে একা হোটেল ছেড়ে বের হওয়া উচিত হবে না, এখানেই খেয়ে নাও। আর যদি দেশে ফিরতে চাও, তাড়াতাড়ি তৈরি হও। এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ প্লেন ছেড়ে যাবে পোর্ট-অউ-প্রিন্সের, ওটায় একটা সীটের ব্যবস্থা করে দেয়ার সময় এখনও আছে।' কালো একটা ব্যাগ তুলে নিল সে। ওর মধ্যে আছে ডেনটন সম্পর্কিত ফাইল।

'শেষ প্লেন মানে?'

'আমেরিকা ব্লকেড ঘোষণা করেছে। কাল থেকে কারাকাস ছেড়ে বের হওয়া যাবে না।'

'ও,' একটু ভেবে মাথা দোলাল লুনা। 'আমি যাব না।'

'বেশ,' দরজার দিকে এগোল ভালদেজ। ডেকে থামাল মেয়েটা।

'শোনো, আমার হাত একদম খালি। কিছু টাকা রেখে যাও।'

'কেন, টাকার কি দরকার? টাকা ছাড়াই তো সব জোগাড় করতে পারো তুমি।'

রেগে উঠল লুনা। 'বেশ, যাও। তাই করব আমি।'

'করো।' বেরিয়ে এসে দরজা টেনে দিল ভালদেজ, পরক্ষণে কি যেন দড়াম করে আছড়ে পড়ল দরজার ওপর। চমকে উঠল সে। আওয়াজ শুনে বুঝল ওটা আয়না। বোধহয় ওর মাথা সই করে ছুঁড়েছিল লুনা।

একইদিন সকালের কথা। অ্যাভেনিডা ডি লা ভেগা।

দশতলা অত্যাধুনিক এক ভবনের আটতলায় নিজের অফিস রুমে বসে আছে ইটালিয়ান স্পোর্টস ফুটওয়্যার ব্যবসায়ী পিয়েরে বট্রিসেলি। রানা এজেন্সির রোম চীফ মনিকা মারদাস্ত্রোয়ানির কাজিন। কারাকাসে এজেন্সির অফিস নেই বলে মোটা সম্মানীর বিনিময়ে ঠেকা-বেঠেকায় একে দিয়ে কাজ করায় মাসুদ রানা। আয়োজনটা মনিকাই করে দিয়েছে। এ দেশে স্থায়ীভাবে আছে সে।

গত দু'দিন থেকে অফিসের কোন কাজ করছে না বট্রিসেলি। খুব ভোরে অফিসে আসে ঠিকই, বেরিয়ে যায় অনেক রাতে। সারাক্ষণ নিজের অফিসরুমের দরজা লাগিয়ে ভেতরে বসে থাকে। কি যে করে সে স্টাফরা কেউ জানে না। নির্দেশ আছে কোন ভিজিটর এলে বট্রিসেলি নেই জানিয়ে দেয়ার, তাই করে তারা। মাঝে মাঝে অর্ডারলির ডাক পড়ে কফি, প্যাকেট লাঞ্চ বা সিগারেটের জন্যে। সে-ই এক-আধটু দর্শন পাচ্ছে মালিকের। যখনই ভেতরে ঢোকে, তাকে ঘাড় গোঁজ করে হিসেবপত্র নিয়ে ব্যস্ত দেখে লোকটা। কী এত হিসেব কষছে মালিক, সে-ই জানে।

এদিকে অর্ডারলি বেরিয়ে যাওয়ামাত্র 'হিসেব' শিকেয় তুলে রাখে পিয়েরে

বট্টিসেলি, দরজা লক করে চেয়ার ঘুরিয়ে পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে। তার এখান থেকে অ্যাভেনিডা সান্তানদার ওপাশের মার্কিন দূতাবাস ভবনের ভেতরের প্রায় সম্পূর্ণটাই পরিষ্কার দেখা যায়। বেশি দূরে নয় জায়গাটা। খুব বেশি হলে সিকি মাইল হবে।

ওখানে গত দু'দিন খোলা জায়গায় কি কি ঘটেছে, সব পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে সে। এক মিলিট্যান্ট স্টুডেন্টকে নির্দয় মারধর করতে দেখেছে এক লোককে, রাষ্ট্রদূতকে জ্যাকেট পরা অবস্থায় ঠেলে সামনের গার্ড হাউসে নিয়ে যেতে দেখেছে। যে লোক মারধর করেছে, সে আর এক তরুণ নিয়ে গেছে তাঁকে গার্ডরুমে। রাষ্ট্রদূতের সাথে এই তরুণের ছবিই ছাপা হয়েছে কালকের সমস্ত পত্রিকায়।

সকালে ও সন্ধেয় একটা ক্লোজড ক্যাব ট্রাকের ভেতরে আসা-যাওয়া দেখেছে। ক্যাব থেকে দুই যুবককে নামতে দেখেছে সে আজ সকালে। একজনের বয়স একটু বেশি, পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের মত—কালো টি শার্ট, ফেডেড জিনস পরে ছিল সে। অন্যজনের বয়স কম, খুব নার্ভাস প্রকৃতির। কাপড়-চোপড়ে তাকে বেশ গরীব মনে হয়েছে বট্টিসেলির। কাল আর আজ, দুদিনই দেখেছে সে ছেলেটাকে, অন্য জনকে আজই প্রথম।

এই লোকটা খুব সম্ভব বারমুদেজের ঘনিষ্ঠ কোন অফিশিয়াল হবে। এসেই গার্ডহাউসে ঢুকেছে সোজা। হয়তো রাষ্ট্রদূতকে জেরা করতে এসেছিল। যাওয়ার আগে সেদিন যে লোক মারধর করেছিল, তার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছে। পরের যুবক সম্পর্কে তার ধারণা সে ক্যান্টিন বয়। কালো টি শার্ট চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনবার দুই মগ করে কফি নিয়ে গেছে সে গার্ডহাউসে।

শুধু দেখেইনি পিয়েরে বট্টিসেলি, নিজের শখের টেলিস্কোপিক লেন্সওয়ালা ক্যামেরায় কয়েক ডজন ছবিও তুলেছে।

ক্যান্টিন বয়কে ভাল করে চিনে রেখেছে সে, কাল যদি ট্রাক আসে, বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওটাকে ফলো করবে সে। ছেলেটার সাথে কথা বলতে হবে।

তবে তার আগে ছবিগুলো নিউ ইয়র্ক পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। মনে মনে হাসল। ব্যবসার ফাঁকে-ফোঁকে এই গোয়েন্দাগিরি ভালই লাগছে—বেশ থ্রিলিং প্রফেশন। খুবই ইন্টারেস্টিং।

বিকেল গড়িয়ে যেতে শুরু করেছে দেখে ছবিগুলো প্যাকেট করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল পিয়েরে বট্টিসেলি। এখনই ডিএইচএল কুরিয়ারে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

চার

নিউ ইয়র্ক। সন্ধে।

অফিসে ডেস্ক ল্যাম্প জ্বেলে বসে আছে মাসুদ রানা। সামনে ছড়ানো

একগাদা ছবি, তার মধ্যে জর্জ ভালদেজের একটা ব্লো-আপ দেখছে মন দিয়ে। ছবির সাথে একটা রিপোর্টও পাঠিয়েছে বট্রিসেলি, এইমাত্র ওটা পড়া শেষ করেছে।

ছবির চেহারাটা অন্যদের মত চোয়াড়ে নয়, বরং বেশি মার্জিত। ক্যামেরার বাঁ দিকে তাকিয়ে আছে হাসিহাসি মুখে। দূতাবাস কম্পাউন্ডে তার গোপনে আসা-যাওয়ার কথা জেনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ও, লোকটা কে হতে পারে ভাবছে। অন্যরা নিজেদের লুকোবার চেষ্টা করছে না, এর করার কারণ কি? মিলিট্যান্ট স্টুডেন্টদের নেতাগোছের কেউ নাকি লোকটা? র‍্যালফ ডেনটনকে গার্ডহাউসে নিয়ে রেখেছে কেন সে? কি চলছে ওখানে? তাঁর এক্সপ্লোসিভ জ্যাকেট খুলে নেয়ারই বা কারণ কি?

ঘন্টাখানেক ধরে ছবিগুলো দেখল ও, তারপর বট্রিসেলিকে ফোন করল। ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন কিছু নির্দেশ দিল তাকে। ওটা সেরে কম্পিউটরের মাধ্যমে ভালদেজের ছবি ওয়াশিংটন এজেন্সি অফিসে পাঠিয়ে দিল। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করে লোকটার নাম-পরিচয় বের করা যায় কি না, চেষ্টা করে দেখতে নির্দেশ দিল স্টেশন চীফকে। সেই সাথে ওখানকার দূতাবাসের লে-আউট ডিজাইন—দুটোই খুব জরুরী।

ওটা সেরে দুপুরে ঢাকা থেকে আসা বস্ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের জরুরী বার্তায় চোখ বোলাতে বসল। এরমধ্যে কয়েকবার পড়া হয়ে গেছে অবশ্য, তবু। পরিষ্কার নির্দেশ আছে বার্তায়—যে করে হোক রানাকে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। দেশী যে ছাত্ররা ওখানে আটকা পড়েছে, তারা কেবল পয়সাওয়ালাদের ছেলেমেয়েই নয়, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট প্রত্যেকে। জিনিয়াস। ঢাকায় সবার বাড়িতে মাতম চলছে, সরকার ওদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন।

সমাধান কি ভাবে সম্ভব, সে ব্যাপারে পরামর্শও দিয়েছেন রাহাত খান, আরেকবার সে সব নিয়ে মাথা ঘামাতে বসল রানা। হোমওয়ার্ক বৃদ্ধের নির্দেশ আসার আগেই শুরু করে দিয়েছে ও, একটা প্ল্যান মোটামুটি দাঁড়ও করিয়ে ফেলেছে। ঘষেমেজে ওটাকে আরেকটু চোখা করতে বসল এখন। কাজটা সময়সাপেক্ষ। পুরো প্রস্তুতি নিতে সময় লাগবে। পরিস্থিতি ততদিনে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেটা বড় এক দুশ্চিন্তা।

ঘষামাজা সেরে বুড়োকে রিপোর্ট লিখতে বসল রানা। ওটা শেষ করতে না করতে যোগাযোগ করল ওয়াশিংটন এজেন্সি চীফ। লোকটার পরিচয় জেনে খুব একটা বিস্মিত হলো না ও। তবে এর কারণ জানতে কয়েক বছর আগের ইতিহাস ঘাঁটতে হলো একটু, নিজের ভাণ্ডারের জ্ঞান এর ফলে আরেকটু বাড়ল। রিপোর্টের ফুটনোটে তা যোগ করে নিতে ভুলল না ও।

দু'দিন পর।

মাসুদ রানার মুখোমুখি বসা এক বিশালদেহী, চিন্তিত বৃদ্ধ—অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। মার্কিন ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার মেরিন অথরিটি বা

NUMA-র পরিচালক ভদ্রলোক। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। ওয়াশিংটন থেকে কিছুক্ষণ আগে এয়ারফোর্সের এক বিশেষ ফ্লাইটে চড়ে এসেছেন ওর সাথে দেখা করতে। প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি, রাহাত খানেরও। রানা বৃদ্ধের খুবই প্রিয়পাত্র। অনেক মিশনে এঁর হয়ে কাজ করেছে রানা।

ওদিকে কারাকাস পরিস্থিতি এরমধ্যে জটিল হয়ে উঠেছে। রাশিয়া, কিউবাসহ বেশ কিছু দেশ মার্কিন অবরোধের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে। পিয়েরে বট্রিসেলি রোজ একবার করে ফোনে যোগাযোগ করছে রানার সাথে, তার তথ্য অনুযায়ী প্রত্যেকদিন ভোরে ট্রাকে করে কম্পাউন্ডে ঢোকে জর্জ ভালদেজ, বের হয় সন্ধের পর। গার্ড হাউসেই থাকে লোকটা সারাক্ষণ। দূতাবাসের অন্যসব জিম্মিকে চ্যান্সেরি হাউসে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের এক-আধজনকে জানালায় মাঝেমধ্যে দেখা যায়। তবে ওদের ওপর কোনরকম নির্যাতন চালানো হচ্ছে বলে মনে হয় না।

গতকাল তার টার্গেট, ক্যান্টিন বয়ের সাথে বহু কষ্টে যোগাযোগ করেছে বট্রিসেলি। মেজিতসো উপজাতির সে—বার্থেজ নাম। খুব গরীব পরিবারের ছেলে। দূতাবাসের কুকের কাজ করে। টাকা দিয়ে তার মুখ খুলিয়েছে সে. ভেতরের বাইরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর জানিয়েছে তাকে বার্থেজ।

'তোমার দেশের ছেলেমেয়েরা ওখানে আটকা পড়েছে জেনেই আমার মাথায় আইডিয়াটা এসেছে, রানা,' অনেকক্ষণ পর চিন্তার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল। 'জানতাম এ ব্যাপারে রাহাত—তুমি নিশ্চই কিছু না কিছু করছ। তাই কথাটা প্রেসিডেন্টকে বলেই ফেলেছি!'

'কি বলেছেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'ব্যস,' শ্রাগ করলেন তিনি। 'এই··· কিছু না কিছু তুমি করবেই, সেই কথা আর কি! শুনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তিনি। তাই আর দেরি করিনি, রাহাতের সাথে কথা সেরেই ছুটে এসেছি।'

কোন মন্তব্য করল না ও। ভাবছে। প্রথম থেকেই মনে মনে এরকম কিছুর আশায় ছিল, আমেরিকানদের সহায়তা পেলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে, জানা কথা। কিন্তু বার্থেজ যে ভয়ঙ্কর খবর জানিয়েছে, তাতে রানা উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে।

ও কিছু বলছে না দেখে মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। 'প্রেসিডেন্ট খুব টেনশনে আছেন। ভদ্রলোক তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তুমি দায়িত্ব নিলে নিশ্চিত হতে পারতাম, রানা। তোমাদের কাজও হত, আমাদেরও। ফোনে কথা বলতে গিয়ে এ নিয়ে রাহাতকেও বেশ উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে আমার।

'আশি সালে ইরানের জিম্মিদের ছাড়িয়ে আনতে ব্যর্থ হওয়ার পর আমাদের ভয় ধরে গেছে। আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্সের একক কমান্ডো ইউনিট সব বাতিল করে একটা স্পেশাল ইউনিট তৈরি করা হয়েছে।'

মাথা দোলাল রানা। 'জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশনস এজেন্সি।'

'হ্যাঁ। কাল রাতে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সাথে মীটিঙ করেছে জয়েন্ট চীফ অভ স্টাফরা, একটা রেসকিউ মিশনের পরিকল্পনা জানিয়েছে তাঁকে,

কিন্তু আমার পছন্দ হয়নি ওটা।'

'কেন?' ঝুঁকে বসল রানা। বৃদ্ধকে সিগারেট অফার করে নিজে ধরাল।

'কিছু কিছু জায়গায় জটিল মনে হয়েছে আমার,' এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন তিনি। 'প্রথমে অবশ্য দারুণ লেগেছিল।'

'আচ্ছা!'

হ্যাঁ। ব্রীফিঙ শেষে প্রেসিডেন্ট তাঁর মিলিটারি এইডদের মত জানতে চাইলেন। তারা বেশ, কি বলব, অমত করেনি। সবাই চলে গেলে ব্যক্তিগতভাবে আমার মতও জানতে চেয়েছেন তিনি। আমি...' থেমে শ্রাগ করলেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার সাথে আলাপ করে জানাব বলেছি। এই যে,' পকেট থেকে একটা ভিডিও ডিস্ক বের করলেন। 'এতে পুরো মীটিঙের রেকর্ড আছে। তুমি আগে দেখো, তারপর তোমার মত জানাও। যদি এর চাইতে ভাল আরেকটা প্ল্যান দাঁড় করানো সম্ভব হয়, একবারে তোমাকে নিয়েই ওয়াশিংটন ফিরব ঠিক করে এসেছি।'

ক্যাসেটের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাল না ও, তবে না নিলে অভদ্রতা হয়ে যায় বলে নিল। রেখে দিল টেবিলে। হাতের কাছেই মনিটর-প্লেয়ার থাকা সত্ত্বেও ডিস্কটা ও স্লটে ঢোকাল না দেখে বৃদ্ধের কপালে হালকা কুঞ্চন ফুটল। হাসল ও ব্যাপার চোখে পড়তে।

'ব্যস্ত হবেন না, স্যার। এ ব্যাপারে কিছু করার আগে কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কারভাবে জানা দরকার আমার, তাই আপাতত রেখে দিলাম। পাঁচ-দশ মিনিট পরে দেখলে ক্ষতি হবে না কোন।'

'বেশ তো,' নড়েচড়ে বসলেন তিনি। 'বলো কি জানতে চাও। জবাব আমার জানা থাকলে নিশ্চই বলব।'

'মার্কিন সরকারের সাহায্য পেলে আমাদের যে সুবিধে হবে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু তোড়জোড় করে গেলাম, তারপর লাশ নিয়ে ফিরলাম, তেমন রেসকিউ মিশন নিয়ে যাওয়া না যাওয়া দুটোই সমান অর্থহীন মনে হচ্ছে আমার।'

'তোমার কথা বুঝলাম না, রানা। লাশ নিয়ে ফিরবে মানে?'

উত্তরটা তখনই দিল না ও। আনমনে একটা পেপারওয়েট নাড়াচাড়া করতে লাগল। 'এমব্যাসি কম্পাউন্ডে নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে নিশ্চই সরকার?'

'হ্যাঁ,' দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'সিআইএ নজর রাখছে।'

'ওরা এ পর্যন্ত ওখানকার কোন ডেভেলপমেন্টের খবর দিয়েছে?'

'ডেভেলপমেন্টই তো নেই, রানা, খবর দেবে কি? মিলিট্যান্টরা তো নিজেদের দাবিই জানায়নি এখনও পর্যন্ত।'

'সে কথা নয়, স্যার,' একটু গম্ভীর হলো ও। 'আমি জানতে চাইছি ঘটনা ঘটার পর থেকে এ পর্যন্ত কম্পাউন্ডের ভেতরে কোন ধরনের কোন পরিবর্তন সিআইয়ের চোখে পড়েছে কি না, পড়ে থাকলে সে সব ওরা প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছে কি না।'

তাঁর কপালে চিন্তার রেখা ফুটল। 'কই, নাহ্! জানালে আমি নিশ্চই

জানতাম। কালকের মীটিঙেও আলোচনা উঠত তা নিয়ে।'

'আপনি শিওর জানায়নি?'

শ্রাগ করলেন বৃদ্ধ। 'জানালে আমার কানে আসত, এটুকু তোমাকে শিওরিটি দিয়ে বলতে পারি।'

আরেকদিক তাকিয়ে কিছু ভাবল ও। তারপর নিজের মনে বলল, 'আপনাদের সর্ষের মধ্যে এত ভূত কেন?'

'মানে?'

সরাসরি বৃদ্ধের চোখে চোখ রাখল ও। 'ওখানকার রাষ্ট্রদূত তাহলে প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু?'

'হ্যাঁ।'

'আমারও একটা সোর্স আছে ওখানে, স্যার। সে কিন্তু বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং খবর জানিয়েছে। গত তিনদিনে অনেক কিছু ঘটে গেছে কারাকাসে।'

ঝাড়া পনেরো সেকেন্ড ওকে দেখলেন অ্যাডমিরাল। 'কিসের কথা বলছ, রানা? কি ঘটে গেছে?'

'এখনও ঘটছে। আমার মনে হয় খুব বড় ধরনের স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছেন আপনারা শিগগিরি।'

শিরদাঁড়া টান্-টান্ হয়ে গেল তাঁর। গলা চড়ে গেল। 'কি ঘটছে ওখানে, বলো আমাকে, ম্যান!'

'কিউবান ইন্টেলিজেন্সের টপ ইন্টারোগেটর, জর্জ ভালদেজ গত চারদিন ধরে নিয়মিত আসা-যাওয়া করছে ওখানে,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও।

সশব্দে আঁৎকে উঠলেন বৃদ্ধ। 'গুড লর্ড! কি বলছ তুমি, কেন?'

'জানি না। খুব সম্ভব পঁচানব্বইয়ে ক্যাস্ট্রোকে উৎখাতের ব্যর্থ ষড়যন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন-ট্রশ্ন করছে রাষ্ট্রদূতকে। যদ্দূর জানি ভদ্রলোক ওই সময় হাভানায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন, হয়তো সে সব নিয়েই···'

'কি!' চাপা হুঙ্কার ছাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'তু-তুমি শিওর?'

জবাবে ড্রয়ার থেকে ছবিগুলো বের করল ও। 'নিজেই দেখুন।'

নীরবে দশ মিনিট কেটে গেল। পাগলের মত একটার পর একটা ছবি উল্টে চলেছেন বৃদ্ধ, চেহারা ঘেমেঘুমে একাকার। চোখ বিস্ফারিত।

'শুধু এই-ই নয়, স্যার। আরও আছে। রাষ্ট্রদূতকে খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলার আয়োজনও করছে সিআইএ। এমব্যাসির কুকের কাজে নতুন একজনকে লাগিয়েছে 'মিলিট্যান্ট স্টুডেন্টরা', বার্থেজ নাম ছেলেটার। তার সামনে বড় অঙ্কের টোপ ফেলেছে ওরা। ভাবছি সিআইয়ের এই প্ল্যান সফল হলে জিম্মি সঙ্কট এমনিতেই কেটে যাবে, সবাইকে ছেড়ে দেবে ওরা। ওদের আসল টার্গেট ডেনটন, তিনি মরে গেলে···' অ্যাডমিরালের চেহারা দেখে থেমে পড়ল ও।

মনে হচ্ছে এখনই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন।

'গার্ড! গার্ড!!' চেঁচিয়ে উঠলেন র‍্যালফ ডেনটন। অন্ধকারে কিছু একটা নড়ছে

টের পেয়ে তন্দ্রা কেটে গেছে তাঁর, আতঙ্কে উঠে বসেছেন খড়ের বিছানায়। বিস্ফারিত চোখে সামনে তাকিয়ে আছেন। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় একটু পর জিনিসটাকে দেখতে পেলেন তিনি। সাপ! না, সাপ নয়, ইঁদুর। প্রকাণ্ড এক ইঁদুর—লেজ ছাড়া শুধু দেহই দশ ইঞ্চি লম্বা। তাঁর রাতের খাবারের প্লেট উল্টে দিয়েছে। রাতে সামান্য একটু মুখে দিয়ে আর খেতে পারেননি বলে রেখে দিয়েছিলেন। সেগুলো সাবাড় করছে। 'গার্ড!' গলা ছেড়ে ফের ডেকে উঠলেন তিনি।

এক মুহূর্ত পরই বাইরে পায়ের আওয়াজ উঠল, দরজা খুলে উঁকি দিল ফমবোনা, হাত বাড়িয়ে আলো জ্বেলে দিল। 'কি হয়েছে?'

'ইঁদুর!' কোনমতে বললেন রাষ্ট্রদূত। ভয়ে কলজে কাঁপছে এখনও।

চেহারা বিগড়ে গেল লোকটার। 'কি?' পরক্ষণে জিনিসটা দেখে হেসে উঠল। আলো দেখে ইঁদুরটা ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে তখন, দেয়ালের ছোট্ট একটা গর্ত গলে পলকে বেরিয়ে গেল। 'ইঁদুর দেখে ভয় পেয়েছেন, এক্সেলেনসি?' হাতের অস্ত্র এগিয়ে ধরল। 'নিন, এটা দিয়ে যুদ্ধ করুন ওর সাথে। নাকি ফিল্ড গান চাই?'

'বাজে কথা বন্ধ করে আমাদের স্টোর থেকে কিছু র‍্যাট পয়জন নিয়ে আসুন।'

'সরি, পিগ!' মাথা দোলাল ফমবোনা। 'কিউবান লোকটা এলে তাকে বলবেন কাল, আমার কিছু করার নেই।'

'ঠিক আছে। কোথায় সে, ডাকুন।'

'সে নেই এখানে।'

চোখ কোঁচকালেন ডেনটন। 'কোথায় গেছে?'

'কে জানে?' কৌতূহলী চোখে কিছুক্ষণ তাঁকে দেখল ফমবোনা। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

ঘরের আলো নেভাতে সাহস হলো না রাষ্ট্রদূতের। এত ঘাবড়ে গেছেন, এখন যদি এমনকি ফমবোনার মত জানোয়ারও সঙ্গ দিত, খুশি হতেন তিনি। ভেবেচিন্তে বিছানার খানিকটা শুকনো খড় নিলেন, ওগুলো দিয়ে পেঁচিয়ে গর্তটা বন্ধ করে দিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকলেন। ঘুম আর আসবে না আজ রাতে।

একটু পর বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ উঠল। ভেতরে ঢুকে পড়ল ওটা। সাপ্লাই ট্রাক নিশ্চই, ভাবলেন রাষ্ট্রদূত। সত্যি তাই। ক্যাব থেকে ভালদেজকে নামতে দেখে বেশ অবাক হলো ফমবোনা। এগিয়ে গেল তার দিকে। 'রাতেই আবার এলেন যে?'

জবাব এড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল সে, 'অ্যাম্বাসাডরের কি অবস্থা?'

'ইঁদুরের ভয়ে অস্থির।'

'মানে?'

বলল ফমবোনা। 'আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন ওর পিছনে,' মন্তব্য করল কাহিনী শেষ করে। 'কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমার হাতে ছেড়ে দিন। দেখুন, কিভাবে ব্যাটার মুখ খোলাই আমি।'

শান্ত, তবে দৃঢ় কণ্ঠে ভালদেজ বলল, 'ভদ্রলোকের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, শুধু তাই করবেন আপনি।'

চেহারা থেকে হাসির আভাস দফায় দফায় গায়েব হয়ে গেল লোকটার। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা পুরো এক মিনিট, তারপর চোখ নামিয়ে নিল ফমবোনা। এ একটা বিষাক্ত সাপ, মনে মনে সিদ্ধান্তে পৌঁছল কিউবান, খুব সতর্ক থাকতে হবে এর ব্যাপারে। নইলে যে কোন মুহূর্তে ছোবল হেনে বসতে পারে।

চারদিকে নজর বোলাল সে। মিলিট্যান্টরা এর মধ্যেই কাজে ফাঁকি মারতে শুরু করে দিয়েছে, অসতর্ক হয়ে পড়েছে। ওদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে পিকনিক করতে এসেছে বুঝি। একদল রেসিডেন্সের সীমানা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে চুরুট টানছে অস্ত্র পাশে ফেলে রেখে। মেইন গেটের গার্ডরা গোল হয়ে বসে তাস খেলায় মগ্ন। ফমবোনা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছে, বিরক্ত হয়ে ভাবল ভালদেজ। ব্যাপারটা কালই জানাতে হবে বারমুদেজকে।

গার্ড হাউসের ভেতরে ঢুকল সে। ডেনটনকে বসা দেখে হাসির ভঙ্গি করল। 'ইঁদুর নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে শুনলাম? ভাববেন না, কাল সকালেই সব ঠিক করে দেব আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে।'

মনে মনে তার পিণ্ডি চটকালেন রাষ্ট্রদূত। 'কাল কেন? এখন করলে অসুবিধে কি? ওষুধ তো আমার স্টোরেই আছে। নাকি লুটেপুটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সব?'

'না,' মাথা দোলাল ভালদেজ। 'লুটপাট তো দূরের কথা, কম্পাউন্ডের একটা জিনিসে কেউ হাত পর্যন্ত লাগায়নি।' মাথা ঝাঁকিয়ে গর্ত ইঙ্গিত করল। 'ভালই তো সীল করেছেন। আজ রাতে আর আসবে না ওটা, নিশ্চিন্তে ঘুম দিন। কম্পাউন্ডে আছি আমি, ভোরে আসব।'

'আমার আর সব লোকজন? তাদের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা?'

ঘুরতে গিয়ে থেমে পড়ল ভালদেজ। 'বুঝলাম না।'

'ওদের কারও ওপর কোনরকম অত্যাচার করা হচ্ছে কি না, বিশেষ করে মেয়েদের ওপর···' থেমে গেলেন রাষ্ট্রদূত তাকে মাথা দোলাতে দেখে।

'আমার কথা বোঝেননি আপনি, এক্সেলেনসি। ''একটা জিনিস'' বলতে আমি ওদেরকেও বুঝিয়েছি। আপনি ছাড়া আর কারও ওপর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমাদের। চলি, সকালে দেখা হবে।'

বাইরে এসে হাত ইশারায় এক গার্ডকে ডাকল। 'আমাকে অ্যাম্বাসাডরের কোয়ার্টারে নিয়ে চলো।' বিনা বাক্য ব্যয়ে আগে আগে চলল সে। ভালদেজ জানে, বারমুদেজের পরিষ্কার নির্দেশ আছে জিম্মিদের কারও গায়ে যেন একটা টোকাও দেয়া না হয়। নির্দেশটা ঠিকমত পালন হচ্ছে কি না, একপলক দেখে যাওয়ার ইচ্ছে হলেও গেল না সে। ও সমস্যা তার নয়, বারমুদেজের, সে-ই বুঝুক। ভালদেজ নিজের সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট ব্যতিব্যস্ত আছে।

রাষ্ট্রদূতের বিলাসবহুল লিভিং স্যুইট ঘুরে ঘুরে দেখল সে। বিস্মিত হয়ে ভাবল কি মৌজেই না থাকে ব্যাটারা। গার্ড দাঁড়িয়ে আছে দেখে চলে যেতে

বলল। 'আমি থাকছি এখানে।'

'কিন্তু, কমরেড, লীডারের অর্ডার···'

'তার অর্ডার আমার জন্যে প্রযোজ্য নয়। খুব ভোরে ডেকে দেবে আমাকে।'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করল সে, মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

হোয়াইট হাউসের মেইন গেটে মৃদু দোল খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রকাণ্ড লিমাজিন। প্রচুর গার্ড, পোশাক দেখে সাধারণ পুলিস মনে হয়, আসলে সবাই সিক্রেট সার্ভিসের। তাদের একজন কাছে এসে উঁকি দিল। অ্যাডমিরালের ওপর চোখ পড়তে সসম্মানে নড করল সে, ইশারা করে এগিয়ে যেতে বলল চালককে।

ধীরগতিতে এগোল গাড়ি, কয়েকবার বাঁক নিয়ে হোটেল-রেস্তোরাঁর প্রবেশ পথের মত দেখতে ক্যানোপি ঢাকা এক এন্ট্রান্সের সামনে থামল। ভেতরে ঢুকতে আরেক সিক্রেট সার্ভিস গার্ড ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বৃদ্ধের উদ্দেশে সেমিমিলিটারি স্যালুট দিল। 'গুড ইভনিং, স্যার।' রানার দিকে একপলক তাকিয়ে বসে পড়ল সে।

জবাবে সামান্য মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ, রানার উদ্দেশে বললেন, 'এসো।' খুব ক্লান্ত মনে হলো তাঁকে। মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে নিউ ইয়র্কে দেখা দু'জনের, অথচ এরইমধ্যে বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে তাঁর এক ধাক্কায়।

প্রশস্ত, দীর্ঘ এক করিডর ধরে কিছুটা এগিয়ে ডানদিকের এক শানদার লাউঞ্জে নিয়ে এলেন তিনি রানাকে। ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হেসে বললেন, 'এখানে একটু বসতে হবে, রানা। পাঁচ মিনিট।'

'নিশ্চয়ই!' মাথা ঝাঁকাল ও, পা বাড়াল চোখ ধাঁধানো এক সেট সোফার দিকে। দু'পা যাওয়ার আগেই ডানদিকের এক দরজা খুলে এক পুতুল উদয় হলো। নড করল রানা ও অ্যাডমিরালকে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি।

'চেরি, ইনি মেজর মাসুদ রানা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'গেট হিম কফি, প্লীজ!'

'শিওর, স্যার,' ঠিক একটা বার্বি পুতুলের মত হাসল মেয়েটি। রানার দিকে ফিরে বলল, 'বসুন, মেজর।' পরক্ষণে গায়েব হয়ে গেল দরজার ওপাশে।

বসল ও। হাতের ফোল্ডারটা পাশে রেখে ধীরেসুস্থে একদম ফাঁকা লাউঞ্জের ওপর চোখ বোলাল। সময় আজ বেশ কমই লেগেছে ওদের ভেতরে পৌঁছতে, মেইন এন্ট্রান্স দিয়ে ঢুকলে এর চারগুণ লাগত। যে পথে ওরা ঢুকেছে, সেটা নর্থ এন্ট্রান্স—স্পেশালদের জন্যে। এ পথে এলে মনেই হয় না হোয়াইট হাউসে সিকিউরিটি চেক বলে কিছু আছে। এখানে অ্যাডমিরালের প্রভাব কতখানি আজ আরেকবার নতুন করে উপলব্ধি করল রানা।

প্রেসিডেনশিয়াল সীল মারা ট্রেতে কফি নিয়ে ফিরল চেরি। ঝুঁকে ওর সামনের টেবিলে রাখল। ঝোঁকার ফলে মেয়েটির সুগঠিত, উন্নত বুক ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়েই গায়েব হয়ে গেল। নেই কাজ তো খই ভাজ—মনে মনে

ওগুলোর একটা অন্যটার চেয়ে ছোট কিনা তাই নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিল রানা।

'ক্রীম, মেজর, সুগার?'

'ওনলি সুগার, হানি। নো ক্রীম, থ্যাঙ্কস।'

নার্ভাস হাসি দিল চেরি। চমৎকার পট থেকে কফি ঢেলে ভেতরে দুটো চিনির দলা ছেড়ে নাড়তে লাগল চামচ দিয়ে।

'আজকাল বেশ ওভারটাইম কাজ চলছে হোয়াইট হাউসে,' স্বাভাবিক ভাবে বলল রানা। মন্তব্য করল না প্রশ্ন, বোঝা গেল না।

মাথা ঝাঁকাল চেরি। 'হ্যাঁ। কারাকাস সঙ্কটের জন্যে এই অবস্থা চলছে। বেচারী অ্যাডমিরাল, সেই থেকে একটা রাতও ঘুমাবার সুযোগ পাননি।'

তার বাড়ানো হাত থেকে কাপ নিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। নিজের দরজার দিকে এগোল চেরি। 'কোন প্রয়োজন পড়লে ডাকবেন, মেজর।'

'শিওর।' চুমুক দিল ও। চমৎকার কফি। শেষ করে আরেক কাপ ঢেলে নিল। অ্যাডমিরাল আর প্রেসিডেন্টের আলোচনা কোন্ পর্যায়ে আছে অনুমান করার চেষ্টা করল। দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে বিরক্ত হলো মনে মনে।

পাঁচ নয়, ঝাড়া বিশ মিনিট পর হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন অ্যাডমিরাল। 'সরি, মাই বয়!' ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'প্রেসিডেন্ট মীটিঙে ছিলেন, তাই একটু দেরি হয়ে গেল। এসো।'

আলো ঝলমলে করিডরের গোলকধাঁধা পেরিয়ে প্রকাণ্ড এক কাঠের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। ওভাল অফিসের দরজা। দু'দিকে দুই সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, দু'জনকেই নড করল ওরা। একজন হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল। ডিম আকৃতির বিশাল রুমে ঢুকে সামনে-তাকাতেই প্রেসিডেন্টের ওপর চোখ পড়ল রানার। রুমের আরেক মাথায় নিজের প্রকাণ্ড ডেস্কের এপাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত চেহারা। দরজার শব্দে মুখ তুললেন তিনি।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, দিস ইজ মেজর মাসুদ রানা,' মুখোমুখি হয়ে ঘোষণা করলেন অ্যাডমিরাল।

দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মানুষটি— আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে কমবয়স্ক, সুদর্শন প্রেসিডেন্ট। ডান হাতের শক্ত মুঠোয় রানার হাত চেপে ধরে অন্য হাত রাখলেন ওর কাঁধে। ডেস্কের দিকে আকর্ষণ করলেন।

'মেজর রানা,' আন্তরিক গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি খুশি। অনেক শুনেছি আপনার কথা। বিশেষ করে রজার সাইমুর কেস, বিরাট এক সাফল্য ছিল ওটা আপনার…আই মীন, আমাদের সবার জন্যে খুব বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন আপনি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

'বসুন, প্লীজ।'

বসল সবাই, এবং মুহূর্তের মধ্যে চেহারা পাল্টে গেল প্রেসিডেন্টের

ভেতরের পরিবেশও গুমোট হয়ে উঠল। নীরবতা বেশ ভারী হয়ে চেপে বসতে শুরু করল।

ভাবনা-চিন্তা সেরে মুখ তুললেন প্রেসিডেন্ট। 'মেজর, কারাকাস কম্পাউন্ডের কিছু ছবি আছে আপনার কাছে। দেখতে পেলে খুশি হব।'

'শিওর!' ফোল্ডারটা এগিয়ে দিল ও।

আবার পাঁচ মিনিট চুপচাপ। 'এই সেই কিউবান স্পাই?' সঠিক ছবি তুলে ওর দিকে ঘুরিয়ে ধরলেন তিনি।

'হ্যাঁ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

'জর্জ... কি?'

'ভালদেজ।'

দশ সেকেন্ড ওটা দেখে রেখে দিলেন তিনি, ডেস্কে এক হাতের ভর রেখে সামান্য কাত হয়ে বসলেন। 'সিআইয়ের বিরুদ্ধে আপনার...কি বলব, অভিযোগ? ব্যাপারটা আমাকে একবার বলুন বিস্তারিত।'

'বিস্তারিত আমি নিজেও জানি না, মিস্টার...'

'প্লীজ, মেক ইট "স্যার",' বাধা দিলেন তিনি। 'ইজি হবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা আমি পুরো জানি না, তবে এমন অভিযোগ অনর্থক ওঠার কোন কারণও দেখি না। আর আমার যে সোর্স, সে শতকরা একশো ভাগ বিশ্বস্ত। এ ধরনের ভুয়া খবর সে পাঠাবে না, তা আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি। তবু, নিজের সন্তুষ্টির জন্যে আপনার উচিত হবে নিজের খুব বিশ্বস্ত কাউকে দিয়ে ব্যাপারটা চেক করিয়ে দেখা। তবে...'

'তবে কি?'

শ্রাগ করল রানা। 'আমার মত যদি জানতে চান, তো বলতে পারি তার কোন দরকার নেই, স্যার। দুইয়ে দুইয়ে চারই হয়। যদ্দূর জানি পঁচানব্বইতে ক্যাস্ট্রোকে উৎখাতের একটা চেষ্টা সিআইএ করেছিল। সফল হতে পারেনি। কিউবান কিছু হাই অফিশিয়াল জড়িত ছিল সেই ঘটনার সাথে। তাদের নাম এখনও জানে না ক্যাস্ট্রো।' প্রেসিডেন্টের বিস্ময় একটু একটু করে বাড়ছে দেখে মনে মনে হাসল ও। 'র‍্যালফ ডেনটন তখন আপনার দেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন কিউবায়, "অপারেশন কোবরা"...'

'মাই গুডনেস!' রুদ্ধশ্বাসে বললেন প্রেসিডেন্ট, চকিতে একবার অ্যাডমিরালের সন্তুষ্ট চেহারার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনলেন দৃষ্টি। 'এত খবর জানলেন কি করে আপনি!'

'এটাই আমার পেশা, স্যার। খবর রাখতে হয়।'

কিছু সময় ওর মুখের ওপর নেচে বেড়াল তাঁর নীল-নজর। 'তারপর, বলে যান দয়া করে।'

'আমার অনুমান নামগুলো জানার একটা সুযোগ কিউবাকে করে দিয়েছে ভেনিজুয়েলার নতুন প্রেসিডেন্ট, সেই জন্যেই ওখানে গেছে ভালদেজ। আর...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন!'

'এই আশঙ্কা থেকেই সিআইএ ডেনটনের মুখ চিরতরে বন্ধ করার জন্যে

ব্যাপারটা ঘটাতে চাইছে।'

দীর্ঘসময় চুপ করে থাকলেন তিনি, তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'ওরা অ্যাট লীস্ট আমাকে জানাতে পারত ব্যাপারটা।' অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন। 'তাহলে?'

'ঘটনা জানা যখন গেছেই, তখন এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই,' বললেন বৃদ্ধ। 'ওরা কাজটা আজ-কালকের মধ্যেই করতে যাচ্ছে না। সময়মত ব্যাপারটা ঠেকিয়ে দেয়া যাবে।'

'কি করে?'

রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'পরামর্শটা তোমার, রানা। তুমিই বলো।' প্রেসিডেন্টের নজর জায়গা বদলাল।

'সময় হলে বাবুর্চি ছেলেটাকে সরিয়ে ফেলা যায়। ওরা তখন নতুন বাবুর্চি নিয়োগ করবে, তাকে বাগে আনতে সিআইয়ের আরও কিছুদিন অপচয় হবে।'

'এরমধ্যে আমাদের কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে,' অ্যাডমিরাল যোগ করলেন। 'মেজর মাসুদ রানা কারাকাসে রেসকিউ অপারেশন চালাতে রাজি হয়েছেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, তবে নিজের প্ল্যান অনুযায়ী। জেএসওএ-র প্ল্যান ওর পছন্দ নয়। অনেক গড়বড় আছে ওটায়। বাজে প্ল্যান।'

ওর দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'কোথায় গড়বড়?'

'অন্তত এক ডজন জায়গায়, স্যার,' নড়েচড়ে বসল রানা। 'এই প্ল্যানমত মিশন চালালে ইরান জিম্মি সঙ্কটের চাইতেও বড় সঙ্কটে পড়তে হবে।'

পালা করে দু'জনকে দেখলেন প্রেসিডেন্ট। চিন্তিত। 'কিন্তু আমার এইডরা তো কেউ তেমন কিছু বলল না, সবাই বরং সাপোর্ট করল।'

'তাই তো করা উচিত,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'চেয়ারম্যান অভ দ্য জয়েন্ট চীফসের প্ল্যানের ভুল নির্দেশ করা তাদের পক্ষে একটু কঠিন, স্যার।'

চশমার কাঁচ পরিষ্কার করে আবার চোখে পরলেন তিনি। 'প্ল্যানটার জটিলতা সম্পর্কে বলুন শুনি।'

আসার সময় প্লেনে বসে রিহার্সেল দেয়া বক্তব্য শুরু করে দিল ও। 'ওটায় পাঁচটা কোঅর্ডিনেটেড অপারেশন একযোগে চালানোর পরিকল্পনা আছে, স্যার। এই "একযোগে" কথাটার মধ্যেই আছে যত রাজ্যের সমস্যা। অপারেশনগুলো হচ্ছে, ইনফিলট্রেটেড স্পেশাল ফোর্সের অ্যাসল্ট, একই সময়ে শহরের সবগুলো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর বিমান হামলা, তার সাথে আর্মি ব্যারাকে বিমান হামলা, তার সাথে আবার দূতাবাস কম্পাউন্ডে হেলিকপ্টার-বোর্ন অ্যাসল্ট। এবং সবশেষে ওদের রিইনফোর্সমেন্ট বাহিনীর দূতাবাসের দিকে এগোনোর চেষ্টা ঠেকাতে হেলিকপ্টার গানশিপের পাহারা বা "স্যানিটাইজিং"।

'একসঙ্গে এতকিছু, শুনতে মন্দ লাগে না, স্যার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কাজ কতখানি হবে এর ফলে? সময়ের হিসেবে সামান্য একটু এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়া, ছোট্ট একটা ভুল, বা দুর্ভাগ্য, অথবা খারাপ ওয়েদারসহ অন্য অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। আক্রমণ একযোগে না হয়ে আগে-পরে হয়ে যেতে পারে, তখন কি হবে? পাঁচটার মধ্যে যদি একটাও এদিক-ওদিক যায়?

'প্ল্যানে বলা হয়েছে, আক্রমণ শুরুর বড়জোর এক মিনিট আগে ব্যাপারটা টের পেলেও পেতে পারে ওরা। কিন্তু যদি একটা, মনে করুন কম্পাউন্ডে রুস্টার-বোর্ন অ্যাসল্ট পার্টি পৌছতে সামান্য দেরি করেই ফেলে, এবং বাইরে আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, যদি টের পেয়ে যায় মিলিট্যান্ট স্টুডেন্টরা, তখন কি ঘটবে?

'চুপ করে বসে থাকবে ওরা? নিশ্চই না, সঙ্গে সঙ্গে জেনোসাইড ঘটাতে শুরু করে দেবে। কাউকে বাঁচিয়ে রাখবে না। স্যার, কম্পিউটর, সেন্সর, এভিওনিক, ইলেক্ট্রনিকসহ যত ট্রিক্ আছে, কাজে লাগিয়ে আপনি কাগজে-কলমে হিসেব নির্ভুল প্রমাণ করতে পারবেন, কিন্তু লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সবকিছু হিসেব অনুযায়ী চলে না, প্রায় সময়ই হিসেবের বাইরে চলে যায় পরিস্থিতি। আর একবার তা গেলে আর শোধরানোর কোন উপায় থাকে না। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে। আমার মতে ওটার সাফল্যের সম্ভাবনা বড়জোর শতকরা ত্রিশভাগ।'

'কিন্তু জয়েন্ট চীফদের মতে এরকম মেজর মিলিটারি অপারেশন এভাবেই পরিচালিত হওয়া উচিত,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'মেজর অপারেশন!' বিস্মিত কণ্ঠে রানা বলল। 'একানব্বই সালে ইরাকের ওপর যে অভিযান চালানো হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একমাত্র ওটাকেই মেজর মিলিটারি অপারেশন বলা চলে, স্যার। এটা নিতান্তই ছোট অপারেশন, স্যার। খুবই ছোট।

'সাগরের একেবারে তীরের ছোট একটা কম্পাউন্ড একদল আধাপ্রশিক্ষিত অস্ত্রধারীর হাত থেকে মুক্ত করা,' থেমে শ্রাগ করল ও। 'নিতান্তই ছোট অপারেশন। ওটার মাত্র বারো মাইল পুবে আছে আপনাদের মেজর অপারেশন বেজ নিমিজ, ওখান থেকে শুরু করে জিম্মিদের উদ্ধার কাজ সেরে ওখানেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, তেমন জটিল কোন বিষয় নয়।'

কিছু সময় ইতস্তত করে মাথা দোলালেন তিনি। 'জটিল নয়, তার মানে আপনি ভাবছেন সহজ?'

'রাইট, স্যার।'

আরেক পলক অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু আমেরিকান সবাইকে যে এক্সপ্লোসিভ জ্যাকেট···' রানাকে ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে দেখে থেমে পড়লেন।

'আমার বিশ্বাস ওগুলো এক্সপ্লোসিভ গার্মেন্ট নয়, স্যার। ভাঁওতা।'

'হোয়াট!'

'স্মোক স্ক্রীন।'

'কি করে বুঝলেন?' চোখ কুঁচকে উঠল তাঁর।

'স্যার, সেন্ট্রাল আমেরিকানদের সাথে কাজ করার মোটামুটি অভিজ্ঞতা আমার আছে। বেলিজ, হন্ডুরাস, পানামায় থেকেছি বহুদিন। আর যাই হোক, অন্তত রিলিজিয়াস ফ্যানাটিসিজম যে ওদের মধ্যে নেই, জানি আমি। নিজেকে উড়িয়ে দেয়ার মত মানুষ ওখানে আপনি দশ হাজারেও একজন পাবেন কি না সন্দেহ। বাহান্নজন তো অসম্ভব ব্যাপার। কোন আদর্শের জন্যে আত্মহত্যা করলেই স্বর্গ পাওয়া যাবে, এরকম তত্ত্বে ওরা বিশ্বাস করে না, স্যার।

'তাছাড়া বারমুদেজ এত গর্দভও নয় যে বাহান্নজন আধা প্রশিক্ষিত স্টুডেন্টের হাতে বোমা তুলে দেবে। তাতে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা আছে ষোলো আনা। একটা বিস্ফোরণও যদি ঘটে, নিমিজ থেকে যে তক্ষুণি আক্রমণ চালানো হবে, ওরা নিশ্চই তা বোঝে। কাজেই বোমা নেই ওসব জ্যাকেটে।'

'তবু, আপনি শিওর হয়ে বলতে পারেন না।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'তবে জেএসওএ যে রেসকিউ প্ল্যান করেছে, তাতে সব যদি প্ল্যান অনুযায়ী ঘটেও, তবু জিম্মিদের কাউকে জ্যান্ত পাবেন না আপনি। জ্যাকেটে বোমা থাকা না থাকায় কিছু আসবে-যাবে না, সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকে মরবে ওরা। কারণ তাদের হিসেবেই স্টুডেন্টরা সতর্ক হওয়ার জন্যে এক মিনিট সময় পাবে। এক মিনিট, কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক সময়, স্যার। বোমা না থাকলে এরমধ্যে সবাইকে গুলি করে মারবে ওরা।'

আনমনে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। জবর দ্বিধায় পড়ে গেছেন। 'আমি শুনেছি আপনি একটা বিকল্প প্ল্যান করেছেন।'

'রাইট, স্যার।'

'তাতে সতর্ক হতে কত সময় পাচ্ছে টেররিস্টরা?'

'দশ সেকেন্ড, কি তারও কম,' তাঁর চোখে চোখ রেখে দৃঢ় স্বরে বলল রানা। 'মোটে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, স্যার।'

বেশ কিছু সময় অনড় বসে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর উঠলেন ধীরেসুস্থে। ডেস্কের পিছনে দেয়ালের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দীর্ঘ, নীলচে বুলেটপ্রুফ কাঁচের জানালার কাছের লিকার কেবিনেটের সামনে গিয়ে পাল্লা খুলে ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছনে তাকালেন।

'মেজর মাসুদ রানা, রাতের এই সময়ে সাধারণত মার্টিনি পান করি আমি। আপনার কোনটা পছন্দ?'

তাঁর আরেক বোতল খোলার কষ্ট বাঁচিয়ে দিল ও মিথ্যে বলে। 'আমারও মার্টিনি, স্যার, থ্যাঙ্কিউ।'

'অ্যাডমিরাল?'

'নো, থ্যাঙ্কিউ।'

উঠে গিয়ে নিজের গ্লাস নিল রানা প্রেসিডেন্টের হাত থেকে। ডেস্কে ফিরে ওর উদ্দেশে বললেন তিনি, 'চিয়ার্স!' এক মিনিটে দু'বার গ্লাসে চুমুক দিলেন। 'এবার বলুন, মেজর। আপনার প্ল্যান শুনতে চাই আমি। কোন্ সময় বেছে নিয়েছেন কাজ শুরু করার?'

'ভোর চারটা, স্যার।'

এক ভুরু তুললেন তিনি। 'ওহ্!'

'ওই সময় প্রত্যেকে ঘুমিয়ে থাকবে। ঘুম ভাঙলে দশ সেকেন্ড সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্বেই কেটে যাবে ওদের, ততক্ষণে পুরো কম্পাউন্ড নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারব আমি। ব্যাপার টের পেয়ে গেলেও তখন কিছু করার উপায় থাকবে না ওদের।'

অ্যাডমিরাল নড়েচড়ে বসলেন এবার। 'কম্পাউন্ডের ভেতরে কি ভাবে ঢুকবে

ঠিক করেছ তুমি?'

'আলট্রালাইটে চড়ে।'

দু'জনেরই কপালে ভাঁজ পড়তে দেখা গেল। প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করলেন, 'আলট্রালাইট? সেটা কি?'

'গ্লাইডারস, স্যার। হ্যাঙ গ্লাইডারস। মোটরাইজড।'

'আই সী!'

'নিমিজ থেকে উঠব আমরা,' থেমে আরেক চুমুক মার্টিনি পেটে চালান করল রানা। 'সোয়া তিনটের দিকে।'

'তারপর?'

'মোটামুটি আট হাজার ফুট উঁচুতে উঠে উপকূলের দিকে এগোব। তারপর সময় বুঝে এঞ্জিন অফ করে গ্লাইড করব বাকি পথ। নিঃশব্দে নেমে পড়ব কম্পাউন্ডের ভেতরে।'

প্রেসিডেন্টের কপাল স্বাভাবিক হয়নি তখনও। চাউনি দেখে মনে হয় হতভম্ব হয়ে পড়েছেন। 'কিন্তু...ওগুলো তো কাপড় আর মেটাল টিউবের তৈরি, মেজর!'

'হ্যাঁ।'

'স্রেফ পাখাওয়ালা বাইসাইকেল!' সেলাই মেশিনের এঞ্জিনে চলে। টিভিতে দেখেছি আমি। কিন্তু...কাপড়ের...'

'প্যারাস্যুটও কাপড়ের।'

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্ক চেহারায় মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'এর তো টিউবের ফ্রেম আছে, বাতাসের চাপে ভেঙে যাবে না?'

মাথা দোলাল ও। 'বাতাসের বেগ সীমিত থাকলে ভাঙবে না।'

'নিমিজ থেকে এতদূর...বারো মাইল পথ, কম নয়। উড়ে অতিক্রম করতে পারবেন মনে করেন?'

'মনে করার কিছু নেই, স্যার,' মৃদু হাসল রানা। 'এর চাইতে বেশি পথও অতিক্রম করা সম্ভব। এই জন্যেই উচ্চতার কথা বলেছি তখন। গ্লাইডার নিয়ে যত ওপরে ওঠা যায়, তত দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব।'

অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, বোঝা যাচ্ছে বেশ দ্বিধায় পড়েছেন। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

'জিনিসটা হালকা, তবে খুব কার্যকর। চালানোও খুব সহজ। আমি গ্লাইডার নিয়ে কাজ করেছি। ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে এতে।'

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলালেন তিনি। 'কতজন মানুষ দরকার হবে?'

'বিশজন, খুব বেশি হলে।'

'গুড লর্ড! অথচ ওরা বলেছে একশোরও বেশি...'

লম্বা বিরতি। গ্লাসের তলানি আনমনে নাড়াচাড়া করছেন প্রেসিডেন্ট। অ্যাডমিরাল পাশ ফিরে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'এদের কোত্থেকে সংগ্রহ করার কথা ভাবছেন?' প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট।

'বেশিরভাগ আপনাদের আর্মি থেকে। বাকি আমার নিজের।' একটু থামল রানা। 'তবে একটা কথা আপনার আগেই জানা প্রয়োজন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,

স্যার। এ ধরনের কাজ আমি কারও অধীনে করতে পছন্দ করি না।'

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন তিনি। 'আমি জানি, শুনেছি।'

'আর…রাষ্ট্রদূতের ব্যাপারে সিআইয়ের প্ল্যান নিয়ে এখনই মুখ না খুললে ভাল হয়। প্রমাণ নেই. কাজেই ব্যাপারটা অস্বীকার করতে পারে ওরা, কাজ হাসিলের জন্যে অন্য পথ ধরতে পারে।'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। প্রেসিডেন্টকে বললেন, 'ঠিকই বলেছে ও।'

'কথাটা মনে থাকবে আমার।'

পাঁচ

কথা রেখেছে জর্জ ভালদেজ। ভোরে উঠে কয়েকজন 'স্টুডেন্ট'কে দিয়ে গার্ড হাউসের সমস্ত ফাঁক-ফোকর সিমেন্ট-বালি দিয়ে বুজিয়ে দিয়েছে, ইনার রূম হোয়াইট ওয়াশ করিয়ে দিয়েছে, খড়ের তৈরি নতুন একটা রেডিমেড বিছানাও আনিয়ে দিয়েছে ফমবোনাকে বলে। এখন মোটামুটি বাসযোগ্য দেখাচ্ছে রূমটাকে।

এ মুহূর্তে আউটার অফিসে র‍্যালফ ডেনটনের মুখোমুখি বসে আছে সে। একটু আগে তাঁরই বিলাসবহুল বাথরূমে ইচ্ছেমত সাবান-শ্যাম্পু মেখে গোসল করে এসেছে। তাঁর শেভিঙ কিট দিয়ে শেভ করেছে,এবং সবশেষে তাঁরই আনকোরা নতুন এক সেট শার্ট-ট্রাউজার পরে ফিরে এসেছে কাজ শুরু করতে। লোকটা যতক্ষণ সঙ্গে থাকছে, ততক্ষণ অন্তত একটা সুবিধে পাচ্ছেন রাষ্ট্রদূত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বড় এক মগ করে কফি পাচ্ছেন। পোশাকের জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফাইল খুলল ভালদেজ—ন'টার মত বাজে তখন।

একটু পর মুখে হাসি ফুটল তার। 'ফমবোনা খুব করে ধরেছে আমাকে। বলছে কয়েক ঘণ্টার জন্যে আপনাকে তার হাতে তুলে দিতে। আপনার মুখ খোলাবার চেষ্টা করতে চায় লোকটা।'

কিছু বললেন না রাষ্ট্রদূত, পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে। যেন শুনতে পাননি কিছু।

'ঘাবড়ে গেলেন?'

'কেন?' চোখ কোঁচকালেন তিনি। 'টর্চারের ভয়ে? চেষ্টা করেই দেখো না তাতে কি ফল হয়।'

'আমি তো বলেছি ও কাজ আমি করি না। সমর্থনও করি না।'

'তাহলে কথাটা বলার কি অর্থ?' বাঁকা করে হাসলেন রাষ্ট্রদূত। 'ভালদেজ, নিজেকে খুব স্মার্ট ভাবো তুমি, না? আমি কিন্তু তোমার মনের সব কথা পড়তে পারছি। তোমার ভেতরের সব কাঁচের মত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আর যা-ই করো, দয়া করে জড়বুদ্ধির লো-লেভেল গর্দভ ভেবে বোসো না আমাকে, তাতে তোমারই উপকার হবে। এইসব নরম-গরম টেকনিক কোন কাজে আসবে না।'

কিউবান চুপ করে আছে দেখে আবার বললেন, 'প্রথমদিন নরমে কাজ না হতে গরম হয়ে আমার সাজা ঘোষণা করে গেলে। পরেরবার এসেই ইঁদুরের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলে, একেবারে দেবতা সেজে বসলে।' ইঙ্গিতে ইনার রুম দেখালেন। 'এতসব কেন করলে আমি বুঝি না ভেবেছ? সরি, মিস্টার নাইস গাই, এসবের বিনিময়ে কিছুই পাচ্ছ না তুমি। ইঁদুর নিয়ে তোমার মাথাব্যথা যে কত স্থূল চাতুরী, আমি বুঝি।'

কিছুক্ষণ একভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকল ভালদেজ। 'ভুল, ডেনটন। আপনি তো আমার দেশে দুই দফায় কয়েক বছর থেকে এসেছেন, নিশ্চয়ই জানেন ফসল তোলার সময় হলে ছাত্রদেরকে কৃষকদের সাথে মাঠে কাজ করতে হয় ওখানে। অনেক বছর আগে এরকম একবার আখ কাটতে গিয়েছিলাম আমি। বেশ গরীব এক চাষীর বাড়িতে থাকতাম। তার বাবা ছিল অথর্ব এক বুড়ো। প্রায় একশো বছর বয়স। দিন-রাত সামনের খোলা বারান্দায় পড়ে থাকত।

'একদিন, রাতে, পাশের গ্রামে পার্টিতে গেছে পরিবারের সবাই। সারাদিন মাঠে কাজ করে খুব ক্লান্ত ছিলাম আমি, ওরা বারবার অনুরোধ করার পরও যাইনি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কত রাতে মনে নেই, বাথরুমে যাওয়ার জন্যে বের হতেই দেখি...'

থেমে গেল ভালদেজ, চোখ বুজে কিছু সময় ধ্যান করল যেন। যখন চোখ মেলল, তার চাউনি দেখে মনে মনে বিস্মিত হলেন রাষ্ট্রদূত। মনে হলো বর্তমানে নেই, অতীতে চলে গেছে যুবকের মন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আকাশ দেখছে—চরম অন্যমনস্ক। 'দেখি, মরে আছে বুড়ো। বোঝা গেল বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই মরেছে। এক দল ইঁদুর মহাআনন্দে লাশের গা থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। লাঠি দিয়ে অনেক কষ্টে ওগুলোকে ভাগিয়েছি আমি সেদিন।

'ওর পর থেকে ইঁদুর সম্পর্কে মনে ভয় ঢুকে গেছে আমার। এখনও মাঝেমধ্যে স্বপ্নে সেই ঘটনা দেখি আমি,' চোখ ঘুরিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে ডেনটনের দিকে তাকাল সে। 'কাল রাতে আপনার চোখ দেখেই আমি বুঝেছি আপনি সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছেন। আপনার জায়গায় আমি থাকলেও পেতাম। এসব কাজ তাই মন থেকে করেছি আমি, আপনার নরম-গরমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।'

নীরবে কেটে গেল কিছু সময়। রাষ্ট্রদূতের চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া নেই, অভিব্যক্তি অবিচল। গল্পটা হয়তো বিশ্বাস করেনি, ভাবল ভালদেজ। ঘড়ি দেখল। 'আরেকবার কফি হোক, কি বলেন?'

জবাব নেই।

গার্ডের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল কিউবান। কফির জন্যে বলে ফাইল নাড়াচাড়া করতে শুরু করল। এক জায়গায় থামল সে, চোখ তুলে বলল, 'আমি একটা কোটেশন পড়ছি, শুনুন। ''আমার দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সবচে' তুখোড়, সবচে' ক্ষমতাশালী উইং, মেরিন কর্পসের সক্রিয় সার্ভিসে ছিলাম তেত্রিশ বছর। সে সময় আমি ছিলাম ওয়াল স্ট্রীট আর ব্যাঙ্কারদের জন্যে মুনাফা খুঁজে নিয়ে আসার হাই ক্লাস মাসলম্যান। ক্যাপিটালিজমের র‍্যাকেটিয়ার। ১৯১৪ সালে মেক্সিকো, বিশেষ করে টাম্পিকোর তেল সম্পদ আমেরিকান তেলের চাহিদা

পূরণের জন্যে নিশ্চিত করি আমি। হেইতি আর কিউবায় ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখা খুলে ওয়াল স্ট্রীটের রেভিনিউ প্রবাহ বাড়াতে সাহায্য করি।

"১৯১৬ সালে দেশের চিনির চাহিদা পূরণের ঘাঁটি হিসেবে ডোমিনিকান রিপাবলিককে বাছাই করে রাজি করাই। তারও আগে, ১৯০৩ সালে হন্ডুরাসকে শুধু আমার দেশের ফল-কোম্পানির কাছে সমস্ত ফল রফতানি করতে রাজি করাই"।'

চোখ তুলল ভালদেজ। 'এক্সেলেনসি···কথাগুলো কার জানেন?'

'হ্যাঁ। জেনারেল স্মিডলি ডি. বাটলারের।'

'এ ব্যাপারে আপনার কোন কমেন্ট? আপনাদের এতসব কীর্তি শেষ বয়সে কেন ফাঁস করে গেল মানুষটা?'

শ্রাগ করলেন রাষ্ট্রদূত। 'বোধহয় পেনশন মনমত হয়নি।'

রাগ দমন করল কিউবান। 'এরমধ্যে কিছু অপরাধের স্বীকারোক্তি আছে। ব্যাপারটা পরিষ্কার, না কি বলেন?'

'ক্যাপিটালিস্ট এক্সপ্লয়টেশনের কথা? তো কি? ওটা আমাদের সরকারের পলিসি। সরকার বিদেশে আমাদের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখাশোনা অতীতেও করেছে, এখনও করছে। হয়তো কোথাও কোথাও বাড়াবাড়ি কিছু হয়েছে। কিন্তু ওসব আজ ইতিহাস। দশকের পর দশক ধরে আমার সরকার প্রমাণ করেছে ক্যাপিটালিজম সেরা। আর তোমাদের কমিউনিজম?' শ্রাগ করলেন রাষ্ট্রদূত। 'এই দুই সিস্টেমের ফারাক বোঝার মত জ্ঞান নিশ্চয়ই তোমার আছে। আমাদের সরকার সাধারণ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখে, তোমাদের সিস্টেম দেখে পার্টি মেম্বারদের। জনসাধারণ না খেয়ে মরলে তাদের কিছু আসে যায় না।'

আবার কিছু পাতা ওল্টাল যুবক। ' "সেদিন বেশি দূরে নেই, যেদিন আমাদের স্টার অ্যান্ড স্ট্রাইপ বিশ্বের সমান দূরবর্তী তিন প্রান্তকে এক সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত করবে। এক দিকে উত্তর মেরু, মাঝে পানামা খাল, আরেকদিকে দক্ষিণ মেরু এক সুতোয় বাঁধা পড়বে, সেদিন পুরো গোলার্ধ হবে আমাদের। সত্যি কথা বলতে কি, জাতি হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার পুরস্কার হিসেবে তা হবে আমাদের ন্যায্য পাওনা"।'

মুখ তুলল ভালদেজ। 'কথাগুলো আর কারও নয়, আমেরিকার এক প্রেসিডেন্টের।'

'হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট ট্যাফটের। ১৯১২ সালে বলেছেন, কানাডিয়ানরা ছিল লক্ষ্য। তাতে কি? দিন পাল্টেছে।' যুবক আবার কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিলেন ডেনটন। 'শোনো, এসব নিয়ে হাজারবার ভেবেছি আমি, তোমার জন্মেরও আগে। পুরনো অন্যায় বা অপরাধ দিয়ে একটা জাতিকে বিচার করতে চাইছ তুমি? কত পিছনে যেতে চাও অতীত ইতিহাস খুঁড়তে? পঞ্চাশ বছর? একশো? না হাজার? নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করার জন্যে স্প্যানিয়ার্ডদের বিচার করতে চাও তুমি? দাসপ্রথা চালু করার জন্যে আমাকে অভিযুক্ত করতে চাও?'

শাসানোর ভঙ্গিতে তর্জনী তুললেন তিনি। 'আর তোমার পূর্বপুরুষ, তারা যা

করে গেছে তার বিচারও করতে চাও? শোনো তাহলে, কয়েক বছর আগে টিভি সিরিজ *রুটস* নিয়ে দুই নিগ্রোকে তর্ক করতে শুনেছি আমি। একজন আমাদের পূর্বপুরুষদের দায়ী করতে চেয়েছিল তাদের পূর্বপুরুষদের দাস করে আমেরিকায় নিয়ে আসার জন্যে। জবাবে অন্যজন কি বলেছে জানো? বলেছে, "হেল্, ম্যান! এরা যদি আমাদের দাদা-পরদাদাদের ধরে না আনত, তাহলে আমাকে-তোমাকে আজ নিশ্চয়ই নেংটি পরে খাবারের খোঁজে গভীর জঙ্গলে ছোটাছুটি করে বেড়াতে হত"।'

'আর ওটাকেই আপনি উচিত জবাব ভেবে তৃপ্তি পাচ্ছেন!' মাথা ঝাঁকাল ভালদেজ। 'ইতিহাস যে ধিক্কার দিচ্ছে আপনাদের, তার কি?'

'না, ধিক্কার নয়, ইতিহাস কেবল সত্যি বর্ণনা করছে!' ঝাঁঝের সাথে বললেন ডেনটন। 'একজন শিক্ষিত কমিউনিস্ট হিসেবে তোমার তা নিশ্চই অজানা নয়।'

'কমিউনিজম কখনোই দাসপ্রথা সমর্থন করে না।'

'তাই নাকি!' হেসে উঠলেন রাষ্ট্রদূত। 'তাহলে রাশিয়া যখন তোমাদের সর্দার ছিল, তখন গুলাগে ক্যাম্পগুলো কিসের ছিল? যাদের ওখানে ধরে নিয়ে আটক করা হত, তাদের দিয়ে কি করানো হত? উরাল, সাইবেরিয়ায় ওসব কি ছিল, ধর্মশালা? বন্দীদের দিয়ে উদয়াস্ত ঈশ্বরের বন্দনা করানো হত?'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কিউবান। বুঝতে পারল ভুল পথে এগোচ্ছে সে, এ পথে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না। এই মানুষটিকে যুক্তি দিয়ে কাহিল করা তার দ্বারা অন্তত সম্ভব হবে না। কারণ এ-লোক তার দ্বিগুণেরও বেশি বয়সী, এসব যুক্তি ভেজে খেয়ে বসে আছে বহু আগেই। ভালদেজের পকেটে এমন কোন যুক্তির ট্রিক্ নেই যা দিয়ে মানুষটিকে সে হারাতে পারে।

'ভালদেজ, দুরাশা ছাড়ো!' বলে উঠলেন তিনি। 'ভেবেছ তুমি আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে? পারবে না, ভুলে যাও।'

ধীরেসুস্থে ব্যাগ থেকে আরেকটা ফাইল বের করল যুবক। এখনই অস্ত্রটা ব্যবহার করার ইচ্ছে তার ছিল না। তবু করতে হচ্ছে। অন্তত মানুষটাকে একটা ঝাঁকি দিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি করতে হবে। একটা নাম উচ্চারণ করল সে।

'আম্পারো ফ্লোরেস!'

অবিচল দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠল ডেনটনের। ঠোঁটের বাঁকা হাসি মুছে গেল। উল্লাস বোধ করল কিউবান—পাহাড় কিছুটা হলেও নড়েছে তাহলে।

'কি?'

'আম্পারো ফ্লোরেস। এক মেয়ের নাম। কমিউনিজম, বিশেষ করে কিউবান কমিউনিজমের ওপর তার জন্যেই আপনার এত আক্রোশ, এত ঘৃণা।'

কথা নেই রাষ্ট্রদূতের মুখে। দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে আছেন, চেহারায় বিষাদের ছায়া, খুব অস্পষ্ট। এখন আর দু'জনের কেউ কারও কাছে আগন্তুক নয়। কিউবান ভাবছে, অনেক পুরানো হলেও একটা যোগসূত্র ঘটে গেছে পরস্পরের মধ্যে। মুহূর্তের জন্যে হলেও মানুষটার জন্যে আফসোস হলো তার। পড়তে শুরু করল, '১৯৫৮ সালের মে থেকে ১৯৫৯ সালের মার্চ, এই দশ মাস সুন্দরী ফ্লোরেস আম্পারোর সাথে সম্পর্ক ছিল হাভানার মার্কিন দূতাবাসের

তৎকালীন পলিটিক্যাল কাউন্সেলর, তরুণ র‍্যালফ থিওডর ডেনটনের। একে অন্যের প্রেমে পড়ে তারা, যৌন সম্পর্ক ছিল। বাতিস্তার বন্ধু হুয়ান ফ্লোরেস ও নিনা ফ্লোরেসের একমাত্র মেয়ে আম্পারো, হাভানা ভার্সিটির ছাত্রী ছিল।

'বিপ্লববিরোধী তৎপরতায় জড়িত থাকার অপরাধে '৫৯ সালে ২৮ মার্চ গ্রেফতার করা হয় আম্পারোকে। ক্যাস্ট্রো সরকারের প্রতিবাদের মুখে র‍্যালফ ডেনটনকে দেশে ডেকে পাঠায় ওয়াশিংটন। এরপর, মে মাসের ৪ তারিখে সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয় আম্পারো, একই মাসের ১১ তারিখে মারা যায়।'

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠলেন ডেনটন। 'মিথ্যে কথা! তোমরা ওকে খুন করেছ! নিরীহ, নিরপরাধ ছিল ও। এক আমেরিকানকে ভালবাসত আম্পারো, তোমাদের তা সহ্য হয়নি, তাই মিথ্যে নাটক করে মেরেছ ওকে। তোমরা! কিউবান বিষ্ঠার থলি!'

'এসব যখনকার ঘটনা,' শান্ত গলায় ভালদেজ বলল। 'তখন আমার জন্মও হয়নি, ডেনটন।'

'তুমি…ওরা, কোন তফাৎ নেই!' প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করলেন তিনি। 'তোমরা সবাই সমান!'

সময় হয়েছে? ভাবল কিউবান, এখনই শুরু করে দেবে নাকি? নাহ্, আরও পরে। এখনও মচকায়নি লোকটা। 'সময়টা স্বাভাবিক ছিল না, ডেনটন। বিপ্লবোত্তর যে কোন দেশেই অমনটা ঘটতে পারে। সন্দেহ, অবিশ্বাস…'

'ওসব বাজে যুক্তি। হুয়ান ফ্লোরেস বাতিস্তার ঘনিষ্ঠ ছিল, তাই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আম্পারোকে আমি ভালবাসতাম, তাই ওকে…'

'আম্পারো স্পাই ছিল, এক্সেলেনসি।'

বাতাসে হাতের বাড়ি মারলেন তিনি। 'একদম বাজে কথা!'

'খুব ভালবাসতেন আম্পারোকে?' জবাব না পেয়ে আবার বলল সে, 'আমাদের পরিবারের সাথে ওদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। শুনেছি মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী ছিল।'

কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

'এক্সেলেনসি, বাতিস্তার সিক্রেট পুলিস নেটওয়ার্ক গোপন তথ্য সংগ্রহে খুবই ওস্তাদ ছিল। ওদের প্রায় সমস্ত ফাইল আমাদের হাতে আছে। প্রচুর সোর্স ছিল ওদের। মেইড, শোফার, বার মালিক, কলগার্ল, গার্লফ্রেন্ড, আরও অনেক। আপনি জানেন, তখন আপনাদের যে অ্যাম্বাসাডর ছিল হাভানায়, স্মিথ, তার এক সঙ্গে চার রক্ষিতা ছিল? আপনার ফাইলেও অনেক তথ্য আছে।'

'নিশ্চয়ই!' ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলেন ডেনটন। 'আমার কতজন ছিল?'

'না, ছিল না। আপনার ছিল কেবল আম্পারো, কিউবান সুন্দরী প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন। বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন আপনারা, কিন্তু বিপ্লব সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। মেয়েটা গ্রেফতার হলো, ব্যস্, অমনি কমিউনিজম খারাপ হয়ে গেল আপনার কাছে। এবং তখন থেকেই ক্যাস্ট্রোর পিছনে লেগে গেলেন আপনি। পঁচানব্বইতে একটা সুযোগ এসেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য আপনার, ফাঁস হয়ে গেল ষড়যন্ত্র।' একটু থেমে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে।

'আরেকবার কফি হোক, কি বলেন? গার্ড!'

পরদিন। ঠিক ন'টায় গার্ড হাউসে ঢুকল জর্জ ভালদেজ। তার আগেই গার্ডের সাথে সুইপার এসে নোংরা বালতি নিয়ে গেছে। আরেক বালতি ভরে পানি দিয়ে গেছে। 'বাইরের খবর কি?' নির্দিষ্ট চেয়ারে বসতে বসতে তাকে প্রশ্ন করলেন রাষ্ট্রদূত।

'নতুন কিছু নেই,' দু'হাত প্রসারিত করে বলল কিউবান। 'একই। ওয়াশিংটন কেবল হুমকির পর হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে নাচছে এ অঞ্চলে আমেরিকার যত পুতুল সরকার।'

মিথ্যে বলছে ব্যাটা, ডেনটন জানেন। নিঃসন্দেহে বাইরে কিছু না কিছু ঘটছে, পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। আজ ভোরে বেশ কয়েকবার জেট প্লেন উড়ে যাওয়ার আওয়াজ তাঁর কানে এসেছে। ধীরগতিতে উড়ছিল—নিশ্চই নিমিজ থেকে এসেছে। উত্তেজনা বাড়ছে। কিন্তু এ তা জানাতে রাজি নয় তাঁকে, সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। তাঁকে বেসামাল করে তোলার কৌশল এটা। ভালদেজ তো বটেই, যে ছেলেগুলো খাবার নিয়ে আসে, কিছু জানতে চাইলে তারাও ঘুরিয়ে কথা বলে।

কৌশলটা যে একেবারেই কাজ করছে না, তা নয়, কিছু কিছু হলেও করছে। বুঝতে পারছেন ডেনটন, পারছেন বলেই ভয় ধরতে শুরু করেছে তাঁর। চাপে পড়লে মানুষ যে চরিত্রের দৃঢ়তা হারিয়ে বসে, এতদিন তা জানা ছিল না ডেনটনের। এখন বুঝতে পারছেন, ভয়টাও সে জন্যেই। সামনে বসা মানুষটাকে একটু একটু ভয় করতে শুরু করেছেন তিনি। বুঝতে পারছেন এ শুধু ধূর্তই নয়, আরও কিছু। ইন্টেলেকচুয়াল ব্রিলিয়ান্স ছাড়াও আরও কি যেন আছে এর মধ্যে। অদ্ভুত একটা শক্তি।

দু'দিন আগেও কেউ যদি দিব্যি করে বলত তাঁর পেট থেকে তথ্য বের করার মত ক্ষমতা আছে এই ছেলের, বিশ্বাস করতেন না ডেনটন। কিন্তু এখন করেন। বিপদটা টের পেয়ে গেছেন, তাই মন আর আবেগ, দুটোকেই আজ কঠোর শাসনে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি নতুন করে।

পাঁচদিন পর। ফোর্ট ব্র্যাগ।

একটা অব্যবহৃত এয়ারস্ট্রিপের প্রান্তে ইউ.এস. নেভির ছাপ মারা জীপের ফুটবোর্ডে পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ওর সামনে দাঁড়ানো, মাডগার্ডে হেলান দিয়ে আছেন। দু'হাত বুকে বাঁধা। গাঢ় সানগ্লাস দু'জনের চোখে। দুই জোড়া চোখ সেঁটে আছে আকাশে।

পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে অলসগতিতে উড়ছে এক ঝাঁক আলট্রালাইট। নিচ থেকে খুদে পোকার মত দেখাচ্ছে ওগুলোকে, চক্কর দিচ্ছে অনেকখানি জায়গা নিয়ে। মনে হচ্ছে একদল শকুন এসেছে মড়ার খোঁজ পেয়ে।

'বিশজনের বেশি মনে হচ্ছে!' বললেন অ্যাডমিরাল।

'হ্যাঁ, চব্বিশজন। ট্রেনিঙের সময় কেউ অসুস্থ বা ইনজুরির শিকার হতে

পারে ভেবে চারজন বেশি নিয়েছি। খেয়াল করুন, ওরা নামছে।'

ঝাঁক ভেঙে গেছে দেখলেন অ্যাডমিরাল, ছয়টা করে চার দলে ভাগ হয়ে গেল কমান্ডোরা। এঞ্জিন অফ করে ঘুরে ঘুরে নেমে আসছে। বেশ দ্রুত কমছে উচ্চতা। নিচে কংক্রীটের রানওয়েতে সাদা রঙের দৈত্যাকার এক ডজন ক্রস চিহ্ন আঁকা আছে ত্রিশ মিটার পরপর, ওগুলোই ওদের লক্ষ্য। রানওয়ের মাঝামাঝি জায়গায় দুই লোক দাঁড়িয়ে আছে হ্যান্ড রেডিও সেট নিয়ে। ওরা সাহায্যকারী। জিনস্, উইন্ডব্রেকার ও বেসবল ক্যাপ পরে আছে তিনজনেই।

'ওরা সিভিলিয়ান, রানা?'

'হ্যাঁ, স্যার। আগে আপনাদের এয়ারফোর্সে ছিল।'

'কারা ওরা?'

'এপাশের খাটোজন ল্যারি নিউম্যান। ওপাশের লম্বাজন ওর পার্টনার, ব্রায়ান অ্যালেন। এভিয়েশন অ্যাডভেঞ্চারে পৃথিবীর সেরা ওরা দুজন।'

চোখ কুঁচকে ওদের দেখলেন বৃদ্ধ। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' হাসি ফুটল রানার মুখে। 'নিউম্যান বারো বছর বয়সে প্রথম প্লেন নিয়ে আকাশে ওড়ে। একুশ বছর বয়সে ওস্তাদ পাইলট বনে যায়। লীয়ার জেট, এফ-সিক্সটিন, এফ-এইটিন, এল-ওয়ান ও ওয়ান ওয়ান, এমনকি কনকর্ডও চালিয়েছে। তাছাড়া ও একজন হেলিকপ্টার পাইলট, ওস্তাদ ফ্লাইট ইন্সট্রাক্টর, স্কাই ডাইভার এবং বেলুনিস্ট। বেলুনে চড়ে আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার অভিজ্ঞতাও আছে নিউম্যানের।'

'বাবা!' বিস্ময় প্রকাশ করলেন তিনি। 'দারুণ লোক দেখছি!'

'আর অ্যালেন ওয়ার্ল্ড ক্লাস পাইলট এবং সাইক্লিস্ট। হাতে চালানো গ্লাইডারে চড়ে অ্যালেনই প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছে।'

'কোত্থেকে জোটালে মানিকজোড়কে?'

আবার হাসল ও। 'চাকরি ছেড়ে ওরা আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে, স্যার। পৃথিবীর সেরা দুই আলট্রালাইট ইন্সট্রাক্টর,' মুখ তুলে আকাশ দেখাল। 'এত তাড়াতাড়ি শিখছে ওরা, দেখে আমারই অবাক লাগছে। দেখুন এবার।'

দশ নট বাতাস ঠেলে সাবলীল গতিতে নেমে আসছে প্রথম দুই গ্রুপ। দেখে বোঝা যায় বাঁক নিতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না কারও। বাঁ দিকের কানার্ড উইঙ সামান্য কাত হয়ে ওপরদিকে উঠে আছে সবগুলোর। এমন এক অ্যাঙ্গেলে নামছে, দেখে বিশেষ বোঝা যায় না ওদের অগ্রগতি। দানবীয় আকৃতির বাদুড়ের মত একেবারে নিঃশব্দে একজন একজন করে কংক্রীটে পা রাখল প্রথম বারো পাইলট। বেশিরভাগই ঠিক ক্রসের ওপর নেমেছে। দুয়েকজন এক কি দুই মিটার পরে, একজন সামান্য আগে।

মাটিতে পা রেখেই খুব দ্রুত নিজেদের সামাল দিল লোকগুলো, গ্লাইডার ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে গেল এক সারিতে। এক মিনিট পর নামল দ্বিতীয় গ্রুপ, সমান দক্ষতার সাথে।

'দারুণ!' বিড়বিড় করে বললেন বৃদ্ধ। 'চমৎকার হয়েছে ল্যান্ডিং।'

পাইলটরা ঘিরে দাঁড়াল দুই ইন্সট্রাক্টরকে। সবার মুখে হাসি, দুই প্রশিক্ষকের

প্রশংসা শুনে সন্তুষ্ট।

'আরেকবার হবে নাকি, রানা?'

'এখনই না। এখন পাইলটদের ডিব্রীফ করা হবে। একটু বসা যাক।' বৃদ্ধকে সিগারেট অফার করে নিজে ধরাল ও। কয়েক মিনিট নীরবে কেটে গেল। তারপর অ্যাডমিরাল বলে উঠলেন, 'দিনের বেলায় ওড়া বেশ সোজাই মনে হচ্ছে। রাতে কেমন হয় কে জানে, তাছাড়া কমব্যাট কন্ডিশনে...'

'রাতে কাজটা একটু কঠিন অবশ্য,' রানা বলল। 'তবে খুব একটা অসুবিধে হয়নি এ পর্যন্ত। আজ রাতে দেখাব আপনাকে মক-আপ।'

পাইলটদের জটলা ভেঙে গেল একটু পর। তাদের দু'জন আবার তৈরি হলো ওড়ার জন্যে। এঞ্জিন স্টার্ট করে খানিকটা দৌড়ে ভেসে পড়ল শূন্যে—উঠে যাচ্ছে একটু একটু করে। ল্যারি নিউম্যান ও ব্রায়ান অ্যালেন ওদের দিকে এগিয়ে এল। অ্যাডমিরালকে দু'জনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল মাসুদ রানা।

'আপনাদের দু'জনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ,' বললেন তিনি। 'দারুণ দেখিয়েছেন। সত্যি চমৎকার!'

এতবড় একজনের মুখে প্রশংসা শুনে নিউম্যানের দুই কান লাল হয়ে উঠল লজ্জায়, অ্যালেন মুচকে হাসল কেবল। দু'জনেই বিড়বিড় করে পাল্টা জবাব দিল।

'ওদের ল্যান্ডিং সত্যি খুব ভাল হয়েছে এবার,' রানা বলল।

'হতেই হবে,' নিউম্যান হাসল। 'কারণ সেরাগুলোকেই বাছাই করে এনেছেন আপনি, মিস্টার রানা। তিন থেকে চারদিনের মধ্যে ওরা সবাই গুরু মারা শিষ্যে পরিণত হবে দেখবেন।'

আকাশে চক্কর খেতে থাকা দুই আল্ট্রা দেখাল সে। 'ডেগান আর ক্যারি। ওদের একটু বেশি এক্সারসাইজ প্রয়োজন, তাই আধঘণ্টার জন্যে আবার পাঠালাম। এরপর আবার রাতে।'

'ওকে, ডিনারে দেখা হবে তাহলে। ল্যারি, স্কোয়াড লীডারদের এখানে আসতে বলো, প্লীজ।'

'শিওর!' ঘুরে দাঁড়াল লোকটা।

ওরা চলে যাওয়ার একটু পর পাইলটদের দল থেকে চারজন আলাদা হয়ে এদিকে আসতে শুরু করল। রানা ও হ্যামিলটনের পাঁচ মিটার তফাতে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল পাশাপাশি। মানুষগুলোর চেহারা-সুরত দেখে মনে মনে ভিরমি খেলেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে নির্বিকার রাখতে পারলেন অ্যাডমিরাল। এরা হয়তো এই গ্রহের নয়, ভাবলেন তিনি। আর কোন গ্রহ থেকে এসেছে।

তাঁর মনের অবস্থা টের পেতে দেরি হলো না রানার, তাই সমঝে নেয়ার জন্যে কিছুটা সময় দিয়ে মুখ খুলল। 'অ্যাডমিরাল, এরা হচ্ছে আমার স্কোয়াড লীডার। বাঁ থেকে লেফটেন্যান্ট সোকাসা, ক্যাপ্টেন মোকানডা, সার্জেন্ট কাস্টানেডা আর ক্যাপ্টেন গোমেজ।'

ঘোর পুরো কাটেনি তখনও বৃদ্ধের, চোখ একজন থেকে অন্যজনের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে বারবার। মানুষগুলোর চেহারা এমন, বোধহয় একটা প্যানযার

ডিভিশনও ঘাবড়ে যাবে সব ক'টাকে একসাথে দেখলে।

সাকাসা খাটো, হালকা-পাতলা দেহের। দেখে মনে হয় জোর বাতাস হলে দাঁড়িয়ে থাকা খুব কঠিন হয়ে উঠবে লোকটার পক্ষে। কিন্তু চেহারা দেখলে স্বয়ং আজরাইলও বুঝি জমে যাবে। মনে হয় বছরের পর বছর রিঙের মধ্যে কেটেছে, প্রতিপক্ষ ছিল জো ফ্রেজিয়ার বা ল্যারি হোমস, ক্রমাগত ঘুসি মেরে চেহারা তুবড়ে দিয়েছে তার, নয়তো ওটা নাপাম বোমার কীর্তি। হরর ছবিতে অভিনয় করলে নাম-টাকা, দুটোই নিঃসন্দেহে কামাতে পারত সাকাসা।

মোকানডাও খাটো, তবে কাঁধ দুটো দেখার মত। যেন দু'জন গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে, এত চওড়া। উরুর চাইতে বাহু মোটা। জন্মগত। বাঁ চোখের পাশ থেকে চিবুক পর্যন্ত টানা, চওড়া একটা কাটা দাগ। কপাল যেন ছুটন্ত ট্রেনের সাথে বাড়ি খেয়ে দেবে গেছে, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আছে বাইরের দিকে কোটর ছেড়ে লাফিয়ে পড়বে যে কোন মুহূর্তে।'

কাস্টানেডা দীর্ঘদেহী, একহারা। নাকের নিচে পেন্সিলের মত সরু গোঁপ। সব সময় নিষ্ঠুর হাসি লেগেই আছে ঠোঁটের কোণে। আসলে হাসি নয়, শ্র্যাপনেলের আঘাতে ওরকম হয়েছে চেহারা।

গোমেজের চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য নেই, প্রায় হ্যান্ডসামই বলা যেতে পারে। কিন্তু তার মধ্যেও চেহারায় কি যেন একটা আছে। ওটা এমন, সঠিকভাবে নির্দেশ করা মুশকিল। তবে ওরকম চেহারার কাউকে নির্জন রাস্তায় সামনে থেকে এগোতে দেখলে নিঃসঙ্গ পথচারী দ্রুত রাস্তা ক্রস করে আরেক পাশে চলে যাবে, তা হলপ করে বলা যায়।

কারও বয়স ত্রিশের কোঠা পেরোয়নি। প্রত্যেকে একেকটা জান্তব আতঙ্ক গম্ভীর। দেখে মনে হয় হাসতে জানে না কেউ।

মাথা ঝাঁকাল রানা 'তোমরা জানো ইনি কে। আজ রাতে তোমাদের এক্সারসাইজ দেখবেন ইনি। আমি চাই ঘড়ি ধরে সবকিছু করবে আজ তোমরা।'

'ইয়েস, স্যার!' একযোগে বলল চারজন।

'কাজ চালিয়ে যান,' অ্যাডমিরাল বললেন। 'আপনাদের ওপর পড়েছে অনেক বড় একটা কাজের দায়িত্ব।

ওদের বিদেয় করে জীপে উঠে পড়ল রানা-অ্যাডমিরাল। নিজের বর্তমান ঠিকানা, ফোর্ট ব্র্যাগ ক্যান্টনমেন্টের গেস্ট হাউসের দিকে গাড়ি ছোটাল রানা। মার্কিন সরকারের প্রস্তাব এলে এখানে ঘাঁটি তৈরির চিন্তা আগেই করে রেখেছিল ও। ওয়াশিংটন থেকে একটু দূরে জায়গাটা।

'ক্রাইস্ট, রানা!' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বৃদ্ধ বললেন। 'এদের কোত্থেকে জোগাড় করেছ তুমি?'

'অল্পদিন আগে আর্মি থেকে রিটায়ার করেছে এরা, স্যার কে কোথায় আছে জানা ছিল, কল করতে দু'দিনের মধ্যে এসে হাজির।'

'কোন আর্মি?'

'সাকাসা আর গোমেজ পানামানিয়ান, মোকানডা হন্ডুরান, কাস্টানেডা নিকারাগুয়ান। সবাই স্প্যানিশ জানে।'

'তোমার সাথে এদের পরিচয় কি করে?' পাশে তাকালেন বৃদ্ধ।

'যার যার দেশে।' বাকি কথা চেপে গেল ও, বলল না এর সবাই গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছে ওর কাছ থেকে। বিভিন্ন উপলক্ষে ওসব দেশে গিয়ে অনেক যৌথ অভিযানে অংশ নিতে হয়েছে রানাকে, বিশেষ করে মাদক বিরোধী অভিযান। তখন থেকে পরিচয় ওদের। 'এরা প্রত্যেকে টাফ, নেতৃত্ব দিতে জানে।'

'স্কোয়াডের অন্যরাও এদের মত বাইরের?'

'অর্ধেকের মত আমেরিকান,' রানা বলল তার প্রশ্নের আসল কারণ বুঝে।

'কালো না সাদা?' হাসলেন বৃদ্ধ।

রানাও হাসল। 'দুটোই, স্যার।'

'যাক্, নইলে জেনারেলরা হয়তো বাগড়া দেয়ার চেষ্টা করত এথনিক মাইনরিটি অ্যাসল্ট ফোর্স বলে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তোমার চার স্কোয়াড লীডার দেখতে বড় ভয়ঙ্কর, রানা। বাপ্‌রে, ভয় ধরে গিয়েছিল ওদের চেহারা দেখে।'

ঠোঁট টিপে হাসল ও। 'গোমেজ কিন্তু ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ভক্ত, স্যার। আর প্রথমজন, সাকাসা, একজন কবি।'

'অ্যাঁ! বলো কি? ওই লোক কবি?'

'শুধু কবি নয়। প্রেমের কবি। ওর যত কবিতা, সব প্রেম নিয়ে।'

রাত সাড়ে দশটা। উঁচু এক স্ক্যাফোল্ডিঙ টাওয়ারের ওপরের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে রানা ও অ্যাডমিরাল। পিছনে অ্যালেন আর নিউম্যান বাতাসের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছে। টাওয়ার থেকে দেখা যাচ্ছে নিচের মক-আপ জোন। কারাকাস মার্কিন দূতাবাসের ডামি। অন্ধকারে ওটার আউটলাইন দেখা যাচ্ছে কোনমতে।

'কদিন লেগেছে এটা তৈরি করাতে?' কম্পাউন্ডের এ-মাথা ও-মাথা চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'চব্বিশ ঘণ্টা,' রানা বলল।

'এত তাড়াতাড়ি?'

'হ্যাঁ। প্লাইউড আর ক্যানভাসের তৈরি পুরোটা, তবে মাপজোক সব এক। ওখানে যেটা যেখানে আছে, এটাতেও তাই আছে। আসুন, দেখাচ্ছি।' প্ল্যাটফর্মের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল রানা।

ডানদিকের বড় এক কাঠামো দেখাল। 'ওটা হচ্ছে চ্যান্সেরি হাউস। মোকানডার স্কোয়াড নামবে ওটার পিছনে। ওই যে ওটা রেসিডেন্স এরিয়া, কাস্টানেডার স্কোয়াড ল্যান্ড করবে ওর পিছনে। সাকাসারটা ওদিকে, অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের ওপাশে। গোমেজের স্কোয়াড এক হাজার ফুট উঁচু থেকে ঘুরে ঘুরে নেমে আসতে থাকবে। প্রথম গুলির শব্দ শোনামাত্র এঞ্জিন অফ করে নামার গতি বাড়িয়ে দেবে, কম্পাউন্ডের ওপর ঘুরে ঘুরে এইসব বিল্ডিঙের ছাদের গান এমপ্লেসমেন্টের ওপর গ্রেনেড ফেলতে শুরু করবে।

'ওগুলোর ব্যবস্থা সেরে নেমে পড়বে ওরা, কপ্টারের জন্যে ল্যান্ডিঙ জোন

রেডি করবে বড় এক স্পেস নিয়ে।'

'কপ্টার পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বেশিক্ষণ না। আমাদের পাঁচ মিনিট পর আকাশে উড়বে সব রেসকিউ কপ্টার। তার আগেই জায়গামত পৌঁছে যাবে হেলিকপ্টার গানশিপ। কম্পাউন্ডের চারদিক ঘিরে রাখবে ওগুলো, রিইনফোর্সমেন্ট বাহিনী এগোবার চেষ্টা করলে বাধা দেবে।'

'মিশন শেষ করতে কত সময় লাগবে মনে করো?' জানতে চাইলেন বৃদ্ধ। নিচের কম্পাউন্ডে নেচে বেড়াচ্ছে চোখ।

'আট থেকে দশ মিনিট।'

ভারি সন্তুষ্ট হলেন বৃদ্ধ। 'কিন্তু নিচে খুব অন্ধকার, রানা। ওরা ঠিক জায়গা চিনে নামতে পারবে তো?'

'লাইট ইনটেন্সিফাইঙ গ্লাস থাকবে সবার চোখে,' বলল রানা। 'অন্ধকার রাতেও মোটামুটি দেখা যায় ওগুলো দিয়ে। আঁধার অন্তত কোন সমস্যা হবে না।'

কিছু সময় চুপ করে থাকলেন অ্যাডমিরাল। 'কি কি অস্ত্র সঙ্গে নেবে তোমরা, ঠিক করেছ নিশ্চই?'

মাথা দোলাল ও। 'ছুরি। সাপ্রেসরসহ ইনগ্রাম সাব মেশিনগান, বিভিন্ন ধরনের গ্রেনেড। কিছু পুরানো, কিছু নতুন। আর প্রত্যেক স্কোয়াডে একটা করে পাম্প-অ্যাকশন শটগান। এই ধরনের মিশনে ওর কোন বিকল্প এখনও কেউ তৈরি করতে পারেনি।'

হাতঘড়ির ডায়ালে চোখ বুলিয়ে নিলেন বৃদ্ধ। 'আর কতক্ষণ লাগবে ওদের?'

'দেরি নেই,' নিজের ঘড়িতে চোখ রেখে জবাব দিল ও। 'যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। চেষ্টা করে দেখুন ওদের স্পট করতে পারেন কি না, স্যার।'

চোখ কুঁচকে ঝাড়া দুই মিনিট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধ। সরু গলা বাড়িয়ে একবার ডানে, একবার বাঁয়ে খুঁজে বেড়াতে থাকলেন ওদের। তারপর মৃদু গলায় বলে উঠলেন, 'ওরা বোধহয় লেট করে ফেলেছে, রানা।'

নিঃশব্দে হাসল ও। 'না, স্যার। ওরা পৌঁছে গেছে জায়গামত।' হাত তুলে চ্যান্সেরি বিল্ডিঙ দেখাল। 'ওই দেখুন।'

দুটো কালো বাদুড় ঠিক তখনই পা রাখল মাটিতে, ভবনের ঠিক পিছনে। অন্য দিক নির্দেশ করল ও—বেশ কিছু কাঠামো বেড়ালের মত নিঃশব্দে দৌড়ে এগোচ্ছে রেসিডেন্সের দিকে, আরেকদল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের দিকে।

বেকুব বনে গেলেন বৃদ্ধ। 'হাউ দ্য হেল...' বড়জোর বিশ গজ দূর দিয়ে আরও একজোড়া গ্লাইডার উড়ে যেতে দেখে ব্রেক কষলেন।

'হাউ...' প্রথম গুলির শব্দ কানে যেতে এবারও শেষ করতে পারলেন না প্রশ্ন।

প্রথমটার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলো গুলি হলো। প্রায় তখনই মাথার ওপর উদয় হলো গোমেজের স্কোয়াড, পেন্সিলের মত সরু টর্চলাইটের বীম ফেলে টার্গেট খুঁজছে। পরমুহূর্তে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল টাওয়ার, ঝল্সে উঠল নীলচে তীব্র আলো।

অ্যাডমিরাল ঝপ্ করে বসে পড়তে যাচ্ছেন দেখে বাহু চেপে ধরে ঠেকাল ও। 'ভয় নেই, স্যার। শুধুই আওয়াজ আর থান্ডার ফ্ল্যাশ। সিমুলেটিং গ্রেনেড।'

একটু পর সব আলো নিভে গেল। আবার হাত তুলল রানা, রাষ্ট্রদূতের ডিম আকৃতির সুইমিঙ পুল দেখাল—গোমেজের স্কোয়াড ওখানে ল্যান্ড করেছে এইমাত্র। আবার কম্পাউন্ডের সবখানে শুরু হলো গোলাগুলি, একের পর এক বিস্ফোরণ। দুই মিনিট পর মৃদু 'ফট্!' শব্দে একটা ফ্লেয়ার ফুটল, সাঁ করে উঠে গেল একশো মিটার উঁচুতে।

ওটার আলো মিলিয়ে যেতে না যেতেই মাথার ওপরে কপ্টারের আওয়াজ শোনা গেল। আকাশ ফুঁড়ে নেমে এল যেন ওটা, এত দ্রুত নামছে, মনে হলো নির্ঘাত আছড়ে পড়বে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে থেমে গেল, মৃদু ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রোটর ব্লেড ধীর হতে হতে স্থির হয়ে গেল। ক্যাম্পাসের চতুর্দিক থেকে বিশটা কালো ছায়া দৌড়ে এসে ঘিরে ধরল ওটাকে।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে অখণ্ড নীরবতা নেমে এল মক-আপ জোনে। তারপর একসঙ্গে সাব-মেশিনগান ধরা বিশটা হাত শূন্যে উঠে পড়ল। কমান্ডোদের সম্মিলিত হাঁকে কেঁপে উঠল এয়ারস্ট্রিপ।

'জিযাস!' নিচের দিকে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন অ্যাডমিরাল, পুরোদস্তুর আহাম্মক বনে গেছেন। 'জী-ই-যাস!'

নিজের কোয়ার্টারের লিভিংরূমে বসে আছে রানা ও অ্যাডমিরাল। দ্বিতীয় রাউন্ড স্কচ পান করছে। 'একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারিনি আমি, রানা,' বৃদ্ধ বললেন ভাবনার খোলস ছেড়ে।

'কোন্টা?'

'মানে, বাইরে অন্ধকার ঠিকই, কিন্তু একেবারে কিছুই দেখতে না পাওয়ার মত ছিল না। তাছাড়া আমি জানতাম ওরা আসছে, তবুও কেন দেখতে পেলাম না কাউকে?'

'এ নিয়ে প্রচুর ফিল্ড টেস্ট হয়েছে; স্যার। দেখা গেছে এয়ারক্র্যাফটের খোঁজে কেউ যখন আকাশের দিকে তাকায়, বড়জোর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে তাকায়। একেবারে খাড়া ওপরে তাকায় না। তাই একদম সোজা টার্গেটের মাথার ওপর পৌঁছে ওখানেই সবার পাক্ খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি আমি। আল্ট্রার জন্যে এ ব্যবস্থা একশো ভাগ নিরাপদ। কারণ এঞ্জিন শক্তিশালী হলেও আওয়াজ খুবই সামান্য, কেউ শুনে ফেলার ভয় নেই।'

এক চুমুক স্কচ গিললেন বৃদ্ধ। 'ও বয়! যা দেখালে তুমি আজ। প্রেসিডেন্ট শুনলে কি যে খুশি হবেন। সেদিন তোমার কথাবার্তায় খুব প্রভাবিত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট, পরদিন কয়েকজন জেনারেলকে কিছু কিছু বেকায়দা প্রশ্ন করেছেন তাদের সো-কলড মেজর অপারেশন সম্পর্কে। এখান থেকে ফিরে যখন তোমার আজকের স্টেজ রিহার্সেলের কথা জানাব···ও বয়!'

কিছু ভাবলেন বৃদ্ধ। 'রানা, তোমার সোর্স ওখানকার আর কোন খবর দিয়েছে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল ও। 'রাষ্ট্রদূতের ওপর মনস্তাত্ত্বিক অত্যাচার চালাচ্ছে কিউবান এজেন্ট, তার মুখ থেকে ''অপারেশন কোবরার'' কিউবান কোলাবরেটরদের নাম বের করার জন্যে চাপ দিচ্ছে।'

চুক চুক আওয়াজ করলেন তিনি। 'মানুষটা এমনিতেই বড় দুঃখী, নিঃসঙ্গ, তার ওপর...'

চুমুক দিতে গিয়েও দিল না রানা। 'মানে?'

'ক্যাস্ট্রোর ক্ষমতা দখলের আগে ওখানকার পলিটিক্যাল কাউন্সেলর ছিলেন ভদ্রলোক। ভালবেসেছিলেন এক কিউবান সুন্দরীকে, বিয়ের কথাও পাকাপাকি ছিল দুজনের। হঠাৎ ক্ষমতা দখল করল ক্যাস্ট্রো, মেয়েটির বাবা বাতিস্তার ঘনিষ্ঠ ছিল বলে গ্রেফতার করা হলো তাকে। মেয়েটিও স্পাইঙের অভিযোগে গ্রেফতার হলো। গ্রেফতারের কদিন পর মারা গেল বেচারী!'

শ্রাগ করলেন বৃদ্ধ। 'ব্যস্, মন ভেঙে গেল ডেনটনের। সেই দুঃখে আর বিয়েই করলেন না। কিউবান স্পাইটার টর্চার যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়...তবে একদল সাইকোলজিস্ট আর সাইকিয়াট্রিস্ট ডেনটনের ইন-ডেপথ প্রোফাইল পর্যালোচনা করে প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট দিয়েছে। তাদের মতে সহজে মচকাবার নন ভদ্রলোক।'

দীর্ঘ নীরবতা। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল রানা, অন্যমনস্ক।

'এদিকে সিআইএ আরও জটিল করে তুলেছে পরিস্থিতি।'

ঘুরে তাঁকে দেখল ও। 'কিরকম?'

'কাল ওরা প্রেসিডেন্টকে ওদের প্ল্যান জানিয়েছে।'

'মানে!' চোখ কুঁচকে উঠল রানার।

'রাষ্ট্রদূতকে মেরে ফেলার ব্যাপারে আর কি! তুমি সেদিন যা বলেছিলে, ওদেরও সেই মত। ভদ্রলোক মুখ খুললে বড়রকম কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়বে দেশ।'

'তারপর?'

'প্রেসিডেন্ট এক কথায় ''না'' করে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস তোমার প্ল্যানের ওপর ভরসা রেখেই নাকচ করেছেন। নইলে ডেনটন যদি সত্যিই মুখ খুলতে বাধ্য হন, পরিণতি কি হবে তা ভালই বোঝেন প্রেসিডেন্ট। তোমার প্রস্তুতি শেষ হতে আর কতদিন লাগতে পারে, রানা?'

'চারদিন।'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'আমি তাহলে প্রেসিডেন্টকে গিয়ে বলি তুমি সাতদিনের মধ্যে রওনা হতে পারবে। বলব?'

'বলুন। হয়তো আরও আগেই পারব।'

'তবু, দুই-একদিন সময় হাতে রাখা ভাল।' সিগারেট ধরালেন বৃদ্ধ। 'ভাল কথা, কারাকাসে সিআইয়ের হয়ে কে যোগাযোগ করছে কম্পাউন্ডের কুকের সাথে, জানা গেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'স্যান্ডলার। সিআইয়ের এজেন্ট।' জিম্মিদের জ্যাকেটের ব্যাপারে ও যা অনুমান করেছে, তা যেন মিথ্যে না হয়, মনে মনে সৃষ্টি কর্তার

উদ্দেশে মিনতি জানাল ও।

যেন সত্যি হয়।

ছয়

হোটেল রুমের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে জর্জ ভালদেজ। উত্তর-পশ্চিম থেকে বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে নিচের বীচে, তাই দেখছে আনমনে। আবহাওয়া বোধহয় খারাপ হতে যাচ্ছে। বিশাল একেকটা ঢেউ, কিউবা থেকে আসছে। মাত্র পাঁচশো মাইল দূর থেকে। জোর বাতাস ঠেলে নিয়ে আসছে ওদের।

এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখেছে ভালদেজ। এখানেও ওর দেশের মত একেবারে হঠাৎ করে অস্ত যায় সূর্য—নাটকীয়ভাবে। দেখতে অসম্ভব ভাল লাগে।

ভেতরে কষ্ট বাড়ছে তার লুনাকে নিয়ে। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে ফিদেল কতবড় একটা সত্যি কথা সেদিন বলেছিলেন ওর ব্যাপারে। সত্যিই মেয়েটা একেবারেই নীতিহীন, ভ্রষ্টা। বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর, স্বার্থপর, আরও অনেক কিছু। ফিদেলের ওর সম্পর্কিত একটা বিশেষণও মিথ্যে নয়, বরং ঠিক উল্টো—একদম খাঁটি।

সেদিনের সামান্য মনোমালিন্যের ব্যাপারটা ভুলে যেতে চেয়েছে ভালদেজ। দু'দিন কম্পাউন্ডে থেকে আসার পর মেয়েটির মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেছে। বেশ খুশি হয়েছে ও ভালদেজকে দেখে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত মান অভিমানের পালা শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই ফের ঝামেলা বেধে গেছে। কাল রাতে প্রেসিডেন্টের ওখানে ডিনারের দাওয়াত ছিল ভালদেজ-লুনার। ওখানেই বেধেছে ঝামেলা। লুনার ওপর নজর পড়েছে বারমুদেজের। ওরও চোখ ধাঁধিয়ে গেছে প্রাসাদের জৌলুস দেখে। লোভে পড়েছে লুনা, এবং ব্যাপারটা চেপে রাখার বিন্দুমাত্র চেষ্টা ছিল না ওর মধ্যে।

ভালদেজ বোঝে, মেয়েটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখানেই কষ্ট। পার্টিতে কাল তাকে বাদ দিয়ে প্রায় পুরোটা সময় বারমুদেজের সাথে গুজগুজ করেছে লুনা, অকারণ হাসিতে কতবার যে তার গায়ের ওপর ঢলে পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আপনমনে মাথা দোলাল ভালদেজ—ফিদেলের সতর্কবাণী গুরুত্ব দিয়ে শোনা উচিত ছিল তার।

হোটেলে ফেরার পথে গাড়িতে ওর থেকে বেশ একটু সরে বসেছিল লুনা। বেশ হাসিখুশি ছিল চেহারা, মনে হয়েছে কি যেন এক স্বপ্নে বিভোর। আজও দাওয়াত আছে ওদের। কিন্তু ভালদেজ জানে, ওদের নয়; আসলে লুনার। ওকে কাছে পাওয়ার জন্যেই ওই নাটক শুরু করেছে বারমুদেজ। ভেতরের কষ্ট ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল যুবক। জাহান্নামে যাক লুনা। ওর কথা আর ভাববে না সে। তারচেয়ে বরং যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, তাই নিয়ে ভাববে। ভেতরে এসে দ্রুত

কাপড় পরতে লেগে পড়ল সে।

'কোথায় যাচ্ছ?' চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল লুনা।

'কম্পাউন্ডে।'

বিস্মিত হলো মেয়েটি। 'সে কি, আর আধঘণ্টার মধ্যে প্যালেসে পৌঁছতে হবে যে আমাদের! নইলে বারমুদেজ··'

'জাহান্নামে যাক প্যালেস! গোল্লায় যাক তোমার বারমুদেজ! আমি কাজে এসেছি এদেশে, দাওয়াত খেতে নয়।'

গম্ভীর হয়ে উঠল সে। 'আমি কিন্তু একা থাকতে পারব না, জর্জ। আমি যাব।'

'যা খুশি করো তুমি,' নির্বিকার গলায় বলতে পেরে খুশি হলো যুবক। কালো ব্যাগটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল।

'জর্জ, এ জন্যে তোমাকে পরে পস্তাতে হবে।'

হাসল সে। মাথা দোলাল। 'না, লুনা। পস্তাব না। আমি আমাকে খুঁজে পেয়েছি এতদিনে। তোমাকে কেন, আর কিছুই হারানোর ভয় আমার নেই। তবে একটা কথা বলি, লুনা, তোমাকে যাতে পস্তাতে হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব।'

ক্যাবে বসে গতরাতের কথা ভাবল ভালদেজ। পার্টিতে স্বাভাবিক যা হওয়ার কথা ছিল, তার কিছুই হয়নি কাল। হওয়ার মধ্যে হয়েছে বারবার কথা বলার ছলে বারমুদেজের দিকে ঝুঁকে তাকে ওর বুকের মাপ বুঝতে সাহায্য করেছে লুনা, আর সে চোখ দিয়ে চেটেছে। রাষ্ট্রদূত বা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ভালদেজের সাথে প্রেসিডেন্টের স্বাভাবিক যে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, তার প্রায় কিছুই হয়নি। ওসব ছেড়ে লুনার সাথে খেজুরে আলাপে সময় নষ্ট করেছে লোকটা।

নিজের *ফিনকা* (অবসরযাপন কেন্দ্র) কোন স্টাইলে তৈরি করছে, ফার্নিচার হবে কোন্ দেশের, টাইলস আসবে কোত্থেকে, এই গল্প শুনিয়ে ওকে বড়শিতে গেঁথেছে। অসহ্য রকম বাড়াবাড়ি করেছে ওরা কাল রাতে, সহ্য করতে অনেক কষ্ট হয়েছে, তবু করতে হয়েছে। ওরমধ্যেই সুযোগ করে প্রেসিডেন্টকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আরও কড়া নজর রাখতে পরামর্শ দিতে গিয়েছিল ভালদেজ, পাত্তাই দেয়নি লোকটা। সে বোঝাতে চেয়েছিল নিমিজের হঠাৎ করে দিগন্তের ওপাশে চলে যাওয়ার মধ্যে নিশ্চই কোন মতলব আছে। তা না হলে হঠাৎ এ কাজ কেন করবে ওটা?

জবাবে তাকেই উল্টে অভয় দিয়েছে গর্দভটা। বলেছে, ভয় নেই, আমেরিকানরা সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে রেডক্রস আর সুইডিশ রাষ্ট্রদূতকে মধ্যস্থতা করার জন্যে তার সাথে আলোচনা করার অনুরোধ জানিয়েছে। কালই রেডক্রসের সাথে প্রথম বৈঠকে বসছে সে। আহাম্মকটাকে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ভালদেজ, এসবের অর্থই হচ্ছে ওয়াশিংটন ভেতরে ভেতরে অন্য মতলব আঁটছে, এবং এসব তার ফ্রন্ট। হারামজাদা কানেই তুলল না, এই ক'দিনে ক্ষমতার নেশায় এতটাই অন্ধ হয়ে গেছে।

আমল তো দেয়ইনি প্রেসিডেন্ট, বরং আজ থেকে যে তার পিপল'স কোর্ট

কাজ শুরু করবে, লুনার সামনে সদম্ভে তা ঘোষণাও করেছে। তবু ধৈর্য ধরে, শান্তভাবে ভালদেজ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। বলেছে, ক্ষমতায় বসে ফিদেলও এ কাজ করেছেন, অনেক নিরীহ মানুষ মরেছে তখন। এবং সে সব ভুল ফিদেল নিজেই স্বীকার করেছেন সবার আগে। কাজেই তারও উচিত একটু ধীরে চলা, ক্ষমতা দখলের উত্তেজনা আরেকটু প্রশমিত হওয়ার অপেক্ষা করা। নইলে ভুল-ভাল হয়ে যেতে পারে। ছোট্ট একটা ভুলও তার ইমেজের ক্ষতি করতে পারে।

কে শোনে তা?

আর কিছু না পেয়ে শেষে তাকে অন্তত দূতাবাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যে ঢিলেমি চলছে, সেদিকে নজর দেয়ার অনুরোধ করেছে ভালদেজ, তাও বোধহয় ঠিকমত কানে যায়নি। বলেছে বটে ফমবোনাকে সতর্ক হতে বলে দেবে, কিন্তু সে আর ভরসা রাখতে পারছে না লোকটার ওপর। কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার তাগিদ অনুভব করছে। যত দ্রুত এ দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়, ততই ভাল। তার মন বলছে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, মারাত্মক কিছু।

করিডরে তার জন্যে নিযুক্ত দুই সশস্ত্র গার্ডকে দেখল ভালদেজ। আজ থেকেই শুরু হয়েছে এদের কাজ। তার ওপর মার্কিন স্পাইরা হামলা চালাতে পারে আশঙ্কা করে ক্যাস্ট্রো কাল বারমুদেজকে অনুরোধ করেছেন কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে। তাই এদের জুটিয়ে দেয়া হয়েছে।

রোজকার মত আজও সেই মেসতিজো যুবককে দেখতে পেল ভালদেজ। তাকে উঠতে দেখে দূরে সরে আড়ষ্ট হয়ে বসল। ছেলেটাকে অভয় দেয়ার জন্যে হাসির ভঙ্গি করল সে। 'রোজ আসা-যাওয়া না করে কম্পাউন্ডেই তো থেকে যেতে পারো।'

'আমার মা, সেনিয়র,' ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে বলল সে। 'খুব··· অসুস্থ। মরে যাবে যে কোন সময়। তাই···'

'নাম কি তোমার?'

'বার্থেজ, সেনিয়র।' খানিক দ্বিধা করল। 'কাজটা···শেষ হতে আর কতদিন লাগবে, সেনিয়র?'

'জানি না।'

ফোর্ট ব্র্যাগ।

শেষ ঝিলিক দিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল গ্রুমম্যান ট্রেডার। দুই ইন্সট্রাক্টরসহ রানার সহকর্মীরা চলে গেল ওটায়। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে নিয়ে ও যাবে একটু পরে।

রানা সেদিন বৃদ্ধকে বলেছিল পুরো প্রস্তুতি শেষ করতে চারদিন লাগবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনদিনেই সেরে ফেলেছে। জিম্মি সঙ্কটের চোদ্দতম দিন আজ। প্রস্তুতিসহ আর সব ঠিকই আছে, কিন্তু সমস্যা বেধে গেছে অন্যখানে। অসময়ে ক্যারিবিয়ানের আবহাওয়া হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছে। আজই এসেছে খবরটা—ভেনিজুয়েলা আর হেইতির মাঝখানে মাথাচাড়া দিয়েছে হারিকেন

ওলগা। ভয়াবহ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়।

ক্যারিবিয়ানের হারিকেন কী ভয়ঙ্কর, মাসুদ রানা হাড়ে হাড়ে জানে তা। সেটাই একমাত্র চিন্তা। এই ঝড়ের আচরণও উল্টোপাল্টা। প্রথমে পুব জ্যামাইকা হয়ে কিউবার দিকে যাওয়ার কথা ছিল ওটার, কিন্তু মত বদলেছে হঠাৎ, উত্তর পশ্চিমে না গিয়ে দক্ষিণ-পুবে এগোতে শুরু করেছে—নিমিজের দিকে। গতিপথ যদি না বদলায় ওলগা, বড় রকম সমস্যায় পড়তে পারে রানা। ঝোড়ো বাতাসে আলট্রা নিয়ে আকাশে উড়তেই পারবে না ওরা।

কপ্টারের শব্দে মুখ তুলল রানা। একশো গজ দূরে ওদের আঁকা এক ক্রসের ওপর নামল ওটা। রোটরের গতি ঠিকমত কমার আগেই বৃদ্ধ অ্যাডমিরাল নেমে পড়লেন। একহাতে হ্যাট, আরেক হাতে কোট সামলে ঝুঁকে এগিয়ে এলেন ওর জীপের দিকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে রানার সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বৃদ্ধ। কারণ জানতে চায়নি ও, চাইলেও যে সত্যি কথা বলতেন না বুড়ো, জানা আছে।

ভদ্রলোক ওকে নিয়ে উদ্বেগে আছেন, তাই হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বোঝে রানা। ওর মত তিনিও বোঝেন, কারাকাসে একজন কমান্ডোও যদি মারা যায়, খুব সম্ভব সে হবে মাসুদ রানা। ওর পাশে উঠে বসলেন বৃদ্ধ, মুখে অপ্রস্তুত হাসি।

'হঠাৎ খেয়াল হলো বসেই যখন আছি,' বললেন তিনি, 'তোমার সাথেই যাই না কেন! তাই…আর কি…'

'বুঝেছি,' বলল রানা। জীপ ছেড়ে দিল।

'হারিকেনের খবর কি, রানা?'

'সুবিধের না, স্যার। নিমিজের ওপর দিয়ে ত্রিশ মাইল বেগে বইছে এখন। ওয়েদার বয়রা বলছে উত্তর-পশ্চিমে সরে যাওয়ার চান্স আছে। গেলে ভাল, নইলে সমস্যায় পড়তে হবে। হয়তো তিন-চারদিন বসে থাকতে হবে।'

'ড্যাম!' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন বৃদ্ধ। 'হারামজাদা আর সময় পেল না ঝামেলা বাধাবার!' খানিক চুপ করে থাকলেন। 'তোমার জন্যে দুটো মেসেজ আছে, রানা। রাহাত তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে, তোমার সাফল্য কামনা করেছে।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল ও।

'অন্যটা জানিয়েছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট, কমান্ডার ইন চীফ। তোমাকে তোমার আর তোমার সহকর্মীদের ওপর তাঁর পুরো আস্থার কথা জানাতে অনুরোধ করেছেন তিনি আমাকে। সমস্ত জিম্মিসহ তোমাকে হোয়াইট হাউসে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে অধীর অপেক্ষায় আছেন প্রেসিডেন্ট।'

এক ঘণ্টা পর দুজনকে নিয়ে আকাশে উঠল আরেক ট্রেডার

রাষ্ট্রদূতের চেহারা আজ বেশ শুকনো মনে হলো। কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি আর চোখের নিচের কালির প্রলেপ আরও করুণ করে তুলেছে চেহারা।

'গুড মর্নিং, এক্সেলেন্সি!'

চোখ কুঁচকে উঠল ডেনটনের। রোজকার মত হাসলেও দেখেই বুঝেছেন, কিছু একটার অভাব আছে ওর চেহারায়। হ্যাঁ, আগের সেই দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী ভাবটা নেই ওখানে। শুকনো শুকনো লাগছে—চোখ লাল। রাতে বোধহয় ঘুমায়নি।

'আজ এত ভোরে যে?' বললেন তিনি। 'সূর্য না উঠতেই হাজির?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসল কিউবান। 'আপনার বিছানা খুব বেশি নরম, ঘুম এল না আজ কিছুতেই।'

'তার মানে রাতে এসেছ?'

'হুম!' বলেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কিছু ভাবছে নিশ্চই, আঙুল দিয়ে তাল ঠুকছে টেবিলে। ব্যাপার কি? ভাবলেন রাষ্ট্রদূত, আগে তো কখনও এমন করেনি। মুহূর্তের জন্যে উল্লাস বোধ করলেন, নিশ্চয়ই আমেরিকা তাঁদের ব্যাপারে কিছু একটা করতে যাচ্ছে। সে খবর জেনেই হয়তো চিন্তায় পড়েছে।

কিছুক্ষণ পর চোখ তুলল সে। 'ডেনটন!'

'বলো।'

'হিংসে কি?'

'হিংসে?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন তিনি। 'মেয়েঘটিত ব্যাপারে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল সে। 'আপনার কখনও হিংসে হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। সে অনেক আগে, ছেলেবেলায়।'

'কেন?'

আর কেউ প্রশ্নটা করলে হয়তো হেসে উঠতেন তিনি, কিন্তু ভালদেজের প্রশ্নের মধ্যে কিছু একটা আছে টের পেয়ে তা করলেন না। 'ওটা মানুষের সহজাত আর সব অনুভূতির মত একটা। কেউ বেশি ভোগে, কেউ কম। কেউ আবার একেবারেই না। কেন, তোমারও হিংসে হচ্ছে নাকি?'

শ্রাগ করল যুবক। 'বুঝতে পারছি না।'

'মেয়েটি কে? স্থানীয়?'

আরেকদিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল। 'না। আমার দেশী। ওকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম।'

'ক্যাস্ট্রো বাধা দেয়নি?'

'নাহ্!' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'তবে ওর প্রকৃতি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।'

বিস্মিত না হয়ে পারলেন না রাষ্ট্রদূত। 'সে চিনত তাকে?'

'হ্যাঁ। অন্তত আমার থেকে যে ভাল চিনতেন, এখন বুঝতে পারছি।'

'কি করেছে মেয়েটি?'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ভালদেজ। 'এখন হয়তো বারমুদেজের বিছানা থেকে নামছে ও। রাতে আবার উঠবে।'

এইবার বুঝলেন ডেনটন। পিঠে বিশ্বাসঘাতিনী প্রেমিকার ছুরি খেয়েই যে এই হাল, আত্মবিশ্বাসের স্তম্ভ থেকে একেবারে মাটিতে আছড়ে পড়া, বোঝা

গেল। 'সুযোগ দিলে কেন? রাতটা থেকে এলেই তো পারতে।'

জবাব নেই।

'ভালদেজ, আজ এখান থেকে বেরিয়ে বান্ধবীকে নিয়ে সোজা এয়ারপোর্টে চলে যাও। ফিরে যাও দেশে। তুমি বাঁচো, আমিও বাঁচি।'

'সম্ভব নয়। কোন প্লেন নেই।'

আচ্ছা! খুশি হয়ে উঠলেন রাষ্ট্রদূত, তার মানে আমেরিকা অবরোধ ঘোষণা করেছে। এরকম কিছুই আশা করছিলেন তিনি। যাক, আমেরিকা তাহলে··

'ডেনটন, শুধু একটা নাম দিন আমাকে। আধঘণ্টার মধ্যে শাওয়ার-শেভ করে, সবচে' দামী ড্রেস পরে ডাইনিং রূমে বসে সারলয়েন স্টেক, ডীপ ফ্রাইড অনিয়ন রিঙ আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাওয়ার সুযোগ করে দেব আমি। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ম্যান! শুধু একটা নাম বলুন।'

'তুমি কি সত্যিই মনে করো এই সামান্য লোভে পড়ে আমি আমার দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব?'

'ঠিক আছে, বলতে হবে না,' মরিয়া হয়ে উঠল যুবক। 'আমি কিছু নাম বলছি। তার মধ্যে কোনটা মিলে গেলে শুধু টেবিলে একটা টোকা দিন, আমি বুঝে নেব।'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলালেন রাষ্ট্রদূত।

বাঁ হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের মাঝখানে থুতনি রেখে আঙুল দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে বসে থাকল ভালদেজ, কি যেন ভাবছে। ভাবছে আর সময় নষ্ট করার উপায় নেই, শেষ ধাক্কাটা এখনই দেয়া যাক। যদিও আরেকটু পরে, যথাসম্ভব দেরি করে হলে ভাল হত, কিন্তু···সময় নেই।

'আমার মনে হয় এটাই জীবনে তোমার প্রথম হার,' কথা ঘোরাতে চেষ্টা করলেন রাষ্ট্রদূত। 'তাই এত ভেঙে পড়েছ। তুমি বোধহয় কখনও ভাবোনি এমনটা তোমার বেলায়ও ঘটতে পারে। খুব বেশি আত্মবিশ্বাসীদের বেলায় এমন হয় কখনও কখনও। এখন বরং তুমি যাও, পরে এসো।'

মাথা দোলাল সে। 'আমি তা নিয়ে ভাবছি না, ডেনটন। এখন আর সে সবে কিছু আসে-যায় না। আমি শুধু একটা নাম চাই, যে কোন মূল্যে।'

'সরি, বয়,' খুব শান্ত, তবে দৃঢ় গলায় বললেন তিনি। 'ওই কাজ হবে না আমাকে দিয়ে।'

মানুষটার চোখের দিকে তাকাতে সাহস হলো না ভালদেজের, তাই আরেকদিকে নজর রেখে একটা ফাইল রাখল টেবিলে। 'ডেনটন, আপনি নামগুলো জানেন। কারণ সিআইএ-কে আপনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন "কোবরা" কার্যকর করার। আমার দেশ, আমার নেতার বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে বুকে ঘৃণা পুষে রেখেছিলেন আপনি এক দুঃখজনক দুর্ঘটনার জন্যে। অথচ সে দুর্ঘটনা কোনদিন ঘটেইনি।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডেনটন। 'কি বললে?'

'ঠিকই বলেছি।'

'দুর্ঘটনা···ঘটেইনি!'

'না। ঊনষাট সালে মারা যায়নি আম্পারো। মারা গেছে মাত্র দু'বছর আগে, কিউবার সেরা হাসপাতালে। অবশ্য মারা যাওয়ার কারণ একটাই···সেরিব্রাল থ্রম্বসিস।' কথার ফাঁকে মানুষটার চেহারার পরিবর্তন দেখে ভালদেজ বুঝল, ওর জন্যে যে সামান্য সহানুভূতি জমেছিল তাঁর মনে, এক ধাক্কায় সব গায়েব হয়ে গেছে।

'মিথ্যে!' চেঁচিয়ে উঠলেন ডেনটন। 'মিথ্যে কথা!'

'না, মিথ্যে নয়। সত্যি। আম্পারো ফ্লোরেস আমারই মত কিউবান এজেন্ট ছিল। বিপ্লবের আগে থেকেই ফিদেলের এজেন্ট সে। আম্পারোর প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল বাতিস্তার এক ন্যাশনাল গার্ড কর্নেলের পেট থেকে শহর রক্ষা গার্ডদের সঠিক সংখ্যা বের করা। ব্যর্থ হয়নি সে। দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্ট ছিল মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সেলর র‍্যালফ থিওডর ডেনটনকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তার দেশের ফরেন পলিসি সম্পর্কে যতদূর পারা যায় খবর বের করা।'

'মিথ্যে কথা!' এবার ফিস্‌ফিস্ করে বললেন ডেনটন, ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ছেন ঘন ঘন। 'মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা!'

'শেষ পর্যন্ত ফিদেল এমনকি ডেনটনকে বিয়ে করতেও বলেছিলেন আম্পারোকে। কিন্তু সে রাজি হয়নি, কারণ সে আপনাকে ভালবাসত না। ওসব ছিল অভিনয়। ফিদেলের সহযোদ্ধা রাউল গোমেজকে ভালবেসে পরে বিয়ে করে সে। রাউল কয়েক বছর আগে আমাদের কৃষিমন্ত্রী ছিল। এক ছেলে, এক মেয়ে তাদের—লুইস আর পিলার। আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চেয়েছিল আম্পারো, তাই ওই নাটকের আয়োজন ফিদেলকে করতে হয়েছে। নাম বদলাতে হয়েছে তার।'

খোঁচা দাড়িওয়ালা পাথরের ভাস্করের মত চেয়ারে অনড় বসে থাকলেন রাষ্ট্রদূত, চোখ ভালদেজের মুখের ওপর স্থির। তাঁর প্রতিক্রিয়া যাই হোক, দেখার অপেক্ষায় আছে সে। ভাবছে, নিশ্চই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখাবে মানুষটা। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। হুঁশ ফিরতে আবারও কেবল মাথা দোলালেন। 'তুমি এসব···এসব মিথ্যে বলতে পারো না, ভালদেজ। তুমি পারো না। কেন শুধু শুধু কষ্ট বাড়াচ্ছ আমার? কেন আম্পারোর মধুর স্মৃতি তছনছ করে দিতে চাইছ?'

ফাইল থেকে আট বাই দশ একটা ছবি বের করল কিউবান, এগিয়ে দিল ডেনটনের দিকে। 'দেখুন, সাতাশ বছরের আম্পারো। কোলের ওটা তার মেয়ে, পিলার। এখন হাভানার স্কুল টীচার। পাশে দাঁড়ানো তিন বছরের ওটা ছেলে লুইস। ডাক্তার।'

আরেকটা বের করল, প্রথমটার পাশে রাখল। 'ঊনচল্লিশ বছরের আম্পারো। আর এটা, বাহান্ন বছরের সময়কার।'

বোকার মত ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডেনটন। চেহারায় কোন বিকার নেই। চোখ দুটো কেবল নেচে বেড়াচ্ছে। শেষেরটায় আম্পারোর সাথে একপাশে স্বামী রাউল, আরেক পাশে ফিদেল ক্যাস্ট্রো রয়েছে। বাহান্ন বছর বয়সেও রূপে একটুও ভাটা পড়েনি তার। সেই মোহিনী চেহারা···সেই পাগল

করা হাসি।

স্থির, অনড় রাষ্ট্রদূত। তবে ভালদেজ টের পাচ্ছে, তাঁর ভেতরে বড় ধরনের ঝড় চলছে এখন—বেদনার, দুঃখের ঝড়। শোকের ঝড়। মানুষটা কথা বলছে না কেন? ভেতরে ভেতরে ব্যস্ত হয়ে উঠল কিউবান। কথা না বললে বিপদ, প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে হয় উন্মাদ হয়ে যাবে, নয়তো বোবা হয়ে যাবে চিরতরে। এই নীরবতা তাকে ভাঙতেই হবে।

'আপনি জানেন এই ছবিগুলো জেনুইন। কোন বিজ্ঞানের ক্ষমতা নেই আম্পারোর এই হাসি, অভিব্যক্তি নকল করে। এ সবই আপনার খুব চেনা, ডেনটন। ও মরেনি, ফিদেল ওকে মৃত্যুদণ্ড দেননি। আপনি মিথ্যে এক ধারণার ওপর...'

তবু কোন প্রতিক্রিয়া নেই ডেনটনের, চোখ একদম সেঁটে আছে ছবিগুলোর ওপর।

'ডেনটন, অগ্রগতির জন্যে সমাজকে কিছু না কিছু মূল্য দিতে হয়,' আবার নরম, মোলায়েম কণ্ঠে শুরু করল ভালদেজ। 'মেনিনজাইটিসের প্রতিষেধক পেতে যেমন কম করেও হাফ মিলিয়ন বাঁদরের প্রাণ নিতে হয়, একটা বিপ্লব সফল করতেও তেমনি কিছু বলি, কিছু আপোসের দরকার হয়। কিন্তু আমার দেশেই এসব সবচে' কম ঘটেছে। বিপ্লবের পর হাজার হাজার মানুষ গ্রেফতার হয়েছে ঠিকই, অথচ মরেছে দুশোরও কম।

'আমার নেতার সাথে দুনিয়ার আর সব নেতার পার্থক্য অনেক, ডেনটন। পাইকারী গণহত্যায়...' তাঁকে নড়ে উঠতে দেখে উৎসাহ বোধ করল সে। 'কামন, ম্যান! কামন! একটা নাম। এখন আপনি সত্যি জেনেছেন, নিশ্চয়ই আমাদের ওপর আর কোন আক্রোশ নেই আপনার। ফিদেল যা করেছেন, দেশের স্বার্থেই করেছেন। এ সবাই করবে, প্রয়োজনে আপনিও...'

'ভালদেজ!' এবারও প্রায় ফিসফিসিয়েই বললেন রাষ্ট্রদূত। 'অতীতে আমি কি ভুল করেছি, কে আমার ওপর অন্যায়-অবিচার করেছে, কে আমার সাথে প্রেমের অভিনয় করেছে, তার কিছুই আর মনে রাখতে চাই না আমি। সত্যটা জানার পর সবকিছুসহ আমার চল্লিশ বছরের অতীতকে কবর দিয়ে ফেলেছি আমি। একই সাথে তুমি যা জানতে চাইছ, সেই নামগুলোও।

'প্রত্যেকটা নাম আমি জানি, কিন্তু বলব না। তোমার যা খুশি করতে পারো তুমি আমাকে নিয়ে।'

লোকটার মানসিক দৃঢ়তা আরেকবার নতুন করে টের পেয়ে থমকে গেল যুবক। অন্তত এই প্রতিক্রিয়া আশা করেনি সে। যা আশা করেছিল, ঘটেছে ঠিক তার উল্টো।

হতাশ মনে বেরিয়ে এসে সাপ্লাই ট্রাক এসেছে কি না ফমবোনাকে জিজ্ঞেস করল ভালদেজ। জবাবে মাথা দোলাল সে। 'না, সেনিয়র, আসেনি। আসবেও না আজ।'

'কেন?'

'জানি না। আমাকে বলা হয়নি।'

'তাহলে শহরে ফিরব কি করে আমি?' প্রশ্ন করল ভালদেজ।

শ্রাগ করল ফমবোনা। 'বলতে পারি না।'

কিছু একটা সন্দেহ জাগল তার। 'কাল কখন আসবে ট্রাক?'

'কাল? কালও আসবে না, পরশু আসবে।'

লোকটার বাঁকা হাসি দেখেও না দেখার ভান করল সে। বুঝে ফেলেছে তাকে এখানে আটকে রাখার ষড়যন্ত্র করেছে বারমুদেজ, তার মানে আজ সে লুনাকে···। রাগ আর হতাশা চেপে ধরতে চাইলেও নিজেকে সামলে রাখল যুবক। হাসি দিয়ে ফমবোনাও বুঝিয়ে দিল ভেতরে কি ঘটছে, সে তা জানে।

প্রেসিডেন্টের সাথে রেডিওতে কথা বলা যায়, জানা আছে ভালদেজের। কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে একেবারে বিশেষ জরুরী না হলে ওটা ব্যবহার করা নিষেধ। কেয়ার করে না ভালদেজ। 'ফমবোনা, রেডিওতে কথা বলব আমি।'

বদ হাসিটা আরও চওড়া হলো তার। 'দুঃখিত, নিষেধ আছে আমাদের নেতার।'

'আমার বান্ধবী হোটেলে একা থাকে,' অসহ্য রাগ দমন করে শান্ত গলায় বলল সে। 'আমি না গেলে ওর অসুবিধে হতে পারে।'

'কে বলেছে, না তো! সেনিয়রিটা তো দু'দিনের জন্যে প্যালেসে উঠে গেছেন কাল সন্ধ্যায়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ভালদেজ, তারপর আগের চাইতে আরও শান্ত গলায় বলল, 'যদি তোমার নেতা যোগাযোগ করে, তাকে বোলো এজন্যে পস্তাতে হবে তাকে।'

রাত এগারোটা। কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে আছে ধরণী। ক্রুদ্ধ বাতাস ছোটাছুটি করছে উন্মত্তের মত। ছয় হাজার অফিসার-পাইলট-ক্রু আর অগুনতি প্লেন-কপ্টার-মিজাইল বুকে নিয়ে ক্যারিবিয়ানের পাহাড় সমান ঢেউয়ের মাথায় দোল খাচ্ছে বিশাল ভাসমান দ্বীপ—নিমিজ।

ফ্লাইট ডেকের তৎপরতা কমে আসছে ধীরে ধীরে। ঝিমিয়ে পড়ছে রণপোত। ফ্লাইট ডেকের এক ডেক নিচে একটা টমক্যাটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে, হতাশা চেপে রাখার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

ওর মাত্র বারো মাইল সোজা সামনে কারাকাস, কিন্তু এখনই যাওয়ার উপায় নেই। হারিকেন ওলগার দিক্ বদলাবার কোন লক্ষণ নেই, নিমিজকে ঘিরেই তার যত মাতামাতি চলেছে। আরেকবার মেট অফিস থেকে ঘুরে আসার ইচ্ছে অনেক কষ্টে সামাল দিল ও। লাভ নেই। সন্ধের একটু আগে নিমিজে ল্যান্ড করেছে ওদের ট্রেডার, তখন থেকে কম করেও এক কুড়িবার খোঁজ নেয়া হয়ে গেছে। ওর চেহারা দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মেট অফিস।

পোর্ট সাইড এলিভেটরের গুঞ্জন শুনে ঘুরে তাকাল রানা। প্লেন লোডিঙ চলছে ওখানে। আরেকদিকে একদল মেকানিক কয়েকটা এ-সিক্স আর সিকরস্কি

সী কিঙ সার্ভিসিঙের কাজে ব্যস্ত। তার ওপাশে তিন ভাগে রাখা আছে ওদের আল্ট্রাগুলো। এক ঝাঁক ঈগল আর বাজ পাখির মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত একদল কালো কাকের মত দেখাচ্ছে ওগুলোকে। দুই ইন্স্ট্রাক্টর আর চার স্কোয়াড-লীডার রয়েছে ওখানে। এক্সট্রা সাইলেন্সার ফিট করছে ওরা লাইটের সাথে।

লোহার ডেকে বুটের ভারী আওয়াজ তুলে এগোল রানা। কালিঝুলি মাখা অ্যালেন ও নিউম্যান চোখ তুলে এক পলক দেখল ওকে, পরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নিমিজের চীফ এঞ্জিনিয়ার কাছে বসে পরামর্শ দিচ্ছিল ওদের, রানার সাড়া পেয়ে ঘুরে তাকিয়ে হাসল। ইশারায় নিজেদের প্লেন-কপ্টার দেখিয়ে বলল, 'আমাদেরগুলোর তুলনায় একটু আলাদা ধরনের। তবে দারুণ জিনিস! আপনার আইডিয়ার প্রশংসা করতেই হয়। এই মালের আশা নিশ্চয়ই করবে না কেউ।'

ওয়ার্কিং বেঞ্চ থেকে গোল একটা কিছু তুলে ধরল নিউম্যান। 'গ্রেগের আবিষ্কার, বস্,' এঞ্জিনিয়ারকে দেখাল। 'দুই কিলো ওজনের এক্সপ্যানশন চেম্বার। পাঁচ হাত দূর থেকেও আওয়াজ শোনা যাবে না লাইটের। গ্রেগ, চাকরি শেষ হলে সোজা শিভি স্ট্রীট চলে আসবে। আমাদের সাথে কাজ করবে, ইউ হিয়ার?'

'শিওর,' শ্রাগ করল লোকটা। 'এখন এসো, বাকি ফিটিঙের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যাক্।'

হঠাৎ লাউড স্পীকার খড়মড় করে উঠল, পরক্ষণে মোটা একটা গলা বলল, 'হিয়ার দিস, হিয়ার দিস! মেজর মাসুদ রানা টু রিপোর্ট টু দা অ্যাডমিরাল'স সী কেবিন ইমিডিয়েটেলি।'

তিনবার ঘোষণা করে থেমে গেল স্পীকার।

কাজ থামিয়ে সহকর্মীরা ঘুরে তাকাল ওর দিকে। কারণ যাই হোক, অ্যাডমিরাল চার্লস জে. রবসন্ন যে কমান্ডো গ্রুপটাকে খোলা মনে নেয়নি, সেটা প্রথম সাক্ষাতেই ওরা যেমন বুঝতে পেরেছে, তেমনি রানাও। বিশেষ করে ওকে সে বোঝাতে চেয়েছে, এটা তার সাম্রাজ্য। এখানে তার মতামতই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বিশেষ পাত্তা দেয়নি রানা।

আবার কি দরকার পড়ল ব্যাটার? ভাবতে ভাবতে এলিভেটরের দিকে এগোল রানা। করিডরের গোলকধাঁধা পেরিয়ে সী কেবিনের ফ্রন্ট অফিসে ঢুকল। সিনিয়র মেট অফিসারকে চার্ট কেস নিয়ে বসা দেখা গেল সেখানে। অ্যাডমিরালের ডাক পড়ার অপেক্ষায় আছে হয়তো। চোখাচোখি হতে নার্ভাস হাসি হাসল লোকটা।

নক্ করে ভেতরে পা রাখল রানা। অ্যাডমিরাল রবসন, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, নিমিজের ক্যাপ্টেন, একজিকিউটিভ অফিসার বসা ভেতরে। বোঝা গেল ওর অপেক্ষায় আছে সবাই।

'সিট ডাউন, মেজর,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রবসন। 'আপনার একটা ই মেইল মেসেজ এসেছে কারাকাস থেকে। কনফিডেনশিয়াল।' ড্রয়ার থেকে একটা ভাঁজ করা শীট বের করে এগিয়ে দিল।

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওটা নিল রানা, ভাঁজ খুলে দ্রুত চোখ বোলাল। পিয়েরে বট্রিসেলির মেসেজ। লিখেছে: দূতাবাস দখল করে রাখা মিলিট্যান্ট

স্টুডেন্টদের নেতার নাম অবশেষে জানতে পেরেছে সে। কার্লোস ফমবোনা তার নাম, রবার্টো বারমুদেজের চীফ লেফটেন্যান্ট। ড্রাগ অ্যাডিক্ট। স্যাডিস্ট। ফিজিক্যাল টর্চারে খুবই এক্সপার্ট। দ্বিতীয় খবর হচ্ছে: আজ সাপ্লাই ট্রাক কম্পাউন্ডে আসা-যাওয়া করেনি। বার্থেজ আর কিউবান স্পাই ভেতরেই আছে। রেসিডেন্স থেকে গার্ড হাউসে যাওয়া-আসার পথে তাকে আজ বেশ চিন্তিত, উদ্বিগ্ন দেখা গেছে।

তৃতীয় খবর: আজ সকালে অ্যাভেনিডা ডি সান্তানদার পুলিস ব্যারাক থেকে বড় একটা যন্ত্র খোলা ট্রাকে তোলা হয়েছে। ত্রিপল দিয়ে ঢেকে ফেলার আগেই বট্টিসেলি ছবি তুলতে পেরেছে ওটার। জানা গেছে জিনিসটা দৈহিক নির্যাতন চালানোর যন্ত্র। নাম—এল আবরাজো, দ্যা এমব্রেসার। ভার্গাসের সময় ভিকটিমদের ওর সাথে বেঁধে নির্যাতন করা হত। অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক ইন্সট্রুমেন্ট। ওটা লোড করার সময় ফমবোনা ছিল ওখানে।

ত্রিপল ঢাকা অবস্থায় ব্যারাক কম্পাউন্ডেই আছে জিনিসটা।

মুখ তুলল রানা। কপাল কুঁচকে আছে।

'মে আই?' হাত বাড়াল অ্যাডমিরাল রবসন।

নিঃশব্দে কাগজটা তুলে দিল ও। হাতে হাতে ঘুরতে লাগল মেসেজ। রবসনের চেহারায় বিরক্ত-বিরক্ত ভাব, মনে হলো ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারেনি বার্তা। 'পাঠিয়েছে কে খবরটা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মেজরের বন্ধু,' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন রানাকে দেখিয়ে।

'আই সী!' একটু ভাবল লোকটা। 'সাপ্লাই ট্রাক যাচ্ছে না…ওদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে নাকি?'

রানা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'ওয়েদারের লেটেস্ট খবর কি?'

রবসন তাকাল একজিকিউটিভ অফিসারের দিকে। 'মেট অফিসার সামনে আছে, ডাকুন তাকে।' লোকটাকে আসন ছাড়তে দেখে দুই আলট্রা ইন্সট্রাক্টরকেও ডেকে পাঠাবার অনুরোধ করল রানা।

'ওদের কেন?' চোখ কুঁচকে উঠল অ্যাডমিরালের।

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকে দেখল ও। 'অ্যালেন আর নিউম্যান দুনিয়ার সেরা আলট্রা এক্সপার্ট, অ্যাডমিরাল রবসন। বাতাসের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ওদের জানা দরকার। আজ ভোরেই কাজ সারা সম্ভব কি না, রিপোর্ট শুনে তা শিওর করে বলতে পারবে ওরা।'

'গুড গড!' বলে উঠল ক্যাপ্টেন। 'একটু আগে শুনেছি বাতাস চল্লিশ থেকে ষাট নট্ বেগে বইছে। এর মধ্যে ওগুলো নিয়ে আকাশে ওঠা মানে তো সুইসাইড করা, মেজর রানা। উড়তেই তো পারবেন না!'

শ্রাগ করল ও। 'যেতে আমাদের হবেই, সে আজই হোক, বা কাল।' চোখের কোণ দিয়ে রবসনকে লোকটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাতে দেখল। বেরিয়ে গেল সে। তিন মিনিট পর এল অ্যালেন ও নিউম্যান। আশ্বস্ত হলো রানা ওরা কাপড় বদলে এসেছে দেখে। রবসনকে 'হাই!' করল নিউম্যান। বেদনা ফুটল তার চেহারায়। ক্যাপ্টেন প্রাণপণ চেষ্টা করল না হাসার, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন

বট্টিসেলির রিপোর্ট আরেকবার পড়ায় মন দিলেন।

মেট অফিসার আবহাওয়ার লেটেস্ট খবর জানিয়ে চার্ট বিছাল টেবিলে। ঝুঁকে এল সবাই। এখনও নিমিজের একশো আশি মাইল দক্ষিণে আছে ওলগা, ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ওদের ঘিরে চল্লিশ মাইল বেগে পাক্ খাচ্ছে বাতাস, দমকার সময় ষাট থেকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত উঠছে।

'ওয়েল, হ্যাঁ,' অ্যালেনের এক প্রশ্নের উত্তরে বলল সে। 'ব্রাজিলিয়ান হাই'র জন্যে ওলগার গতিপথ দক্ষিণে ঘুরে যেতেও পারে···আবার নাও পারে।'

দুই ইন্সট্রাক্টর ঝুঁকে দাঁড়াল চার্টের ওপর, নিউম্যানের এক আঙুল নিমিজের অবস্থান থেকে কারাকাসের দিকে এগোল। অ্যালেনকে নিচু গলায় কিছু বলল, জবাবে বিড়বিড় করে বলল সে, 'হ্যাঁ। কিন্তু সমস্যা হতে পারে।'

'তো?' ওদের বসতে দেখে বলল রবসন। 'কি বুঝলেন?'

তাকে নয়, জবাবটা রানাকে দিল নিউম্যান। 'বাতাস চল্লিশ নটের ওপর থাকলে আল্ট্রা অপারেট করা ঝুঁকিপূর্ণ। দমকার সময় আরও প্রায় বিশ মাইল বাড়ছে, কাজেই এখন কিছু করার উপায় নেই। আমার ধারণা দক্ষিণ পশ্চিমে সরে যাবে ঝড়, তবে সময় লাগবে। কম করেও দুই-তিনদিন।

'তবে···' থেমে গাল চুলকাল। 'এরমধ্যেও একটা সুবিধে আছে আমাদের। বাতাস সরাসরি উপকূলের দিকে যাচ্ছে, আমরা যেদিকে যেতে চাই।'

কিছু ভাবল মাসুদ রানা। ক্যাপ্টেনকে দেখল। 'আমার বিশ্বাস আপনার জাহাজ সর্বোচ্চ ছত্রিশ নট গতিতে চলে?'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল সে, কিন্তু নিউম্যান রানার প্রশ্নের অর্থ বুঝে নেতিবাচক ভঙ্গি করল। 'উঁহুঁ! শিপ তীরের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন তো? কিন্তু তবু টেক অফ বিপজ্জনক হবে। খুব বিপজ্জনক হবে।'

'প্রয়োজন দেখলে আপনাদের উপকূলের পাঁচ মাইলের মধ্যে নিয়ে যেতে পারব আমরা,' বলল ক্যাপ্টেন।

আবার মাথা দোলাল এক্সপার্ট। 'সাগরের ঢেউ ভীষণ লো-লেভেল টার্বুলেন্স সৃষ্টি করবে বাতাসে। পথ পাঁচ মাইল হোক, কি আড়াই মাইল, প্রচণ্ড সমস্যা হবে পাড়ি দিতে। মুহূর্তের জন্যে কনসেনট্রেশন হারালেই সাগরে সাঁতার কাটতে হবে আপনাদের···যদি ইমপ্যাক্ট সামাল দিয়ে উড়তে পারেন। তারপরও হয়তো কষ্টেসৃষ্টে উড়তে পারবেন, পিছন থেকে বাতাসের সাহায্য পেলে হয়তো পঁচাত্তর মাইল বেগে তীরের দিকে ছুটতেও পারবেন। গ্লাইড রেশিও বাড়বে সন্দেহ নেই।

'তবে মনে রাখবেন, বাঁচতে হলে পয়লা চোটেই অন্তত চার হাজার ফুট উঠে যেতে হবে আপনাকে। তারপরও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই, অত উঁচুতেও হয়তো মুহূর্তে মুহূর্তে ডিগবাজি খেতে হবে,' চেহারা বিকৃত করল নিউম্যান। 'তারপর আছে ল্যান্ডিঙ সমস্যা—তাও আবার নির্দিষ্ট একটা জায়গার মধ্যে। বলতে গেলে বাতাসে ল্যান্ড করতে হবে, সে সময় যদি মুহূর্তের জন্যেও বেমক্কা বাতাসের ধাক্কা লাগে আল্ট্রায়, শূন্যে ছুঁড়ে দেয়া কয়েনের মত ঘুরপাক খেতে হবে। টেক অফ থেকে ল্যান্ডিঙের মধ্যে অনেককে হারাতে হতে পারে··'

অ্যাডমিরাল রবসন বাধা দিলেন। 'আপনি এই অবস্থায় উড়তে পারবেন?'

সে কিছু বলার আগেই অ্যালেন হেসে উঠল। 'এই গোঁয়ার গোবিন্দকে আপনি চেনেন না, অ্যাডমিরাল। চ্যালেঞ্জ করা হলে ব্যাটা ওলগার কলজে ছ্যাঁদা করে ভেতরেও ঢুকে পড়তে পারে।'

'টেক অফে কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে?' প্রশ্ন করল রানা। 'দশজনে কতজনকে হারাতে হতে পারে?'

থমকে গেল নিউম্যান। 'দ্যাট'স আনফেয়ার, বস্!'

'আমি ফ্লাই করার ডিসিশন এখনও নেইনি, নিউম্যান। কি করা যায় তাই ভাবছি। বলো, কি পরিমাণ?'

নিউম্যান-অ্যালেন পরস্পরের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিউম্যান বলল, 'ধরে নিন, অর্ধেকই শেষ হয়ে যাবে পথে।'

'ওরা প্রত্যেকে খুবই ওয়েল ট্রেইনড্,' অন্যজন বলল। 'তবু কম করেও অর্ধেক মরবে, বস্।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল নিউম্যান। 'নো ডাউট।'

চুপ মেরে গেল মাসুদ রানা। চিন্তায় পড়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বলে উঠলেন, 'আজ বরং অপেক্ষা করো, রানা। এতবড় ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। হয়তো কাল পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।' একটু থেমে মাথা ঝাঁকালেন। 'সেটাই বোধহয় ভাল হবে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল নিমিজের ক্যাপ্টেন। 'ঝড়টা একেবারেই অসময়ে এসেছে। হয়তো রাতের মধ্যে সরে যেতেও পারে।'

চুপ করে থাকল ও। মাথার মধ্যে নানান চিন্তা ঘুরছে। সাপ্লাই ট্রাক আসা যদি বন্ধ থাকে, তাহলে বার্থেজ বের হতে পারবে না কম্পাউন্ড থেকে, সে ক্ষেত্রে স্যান্ডলারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য। যদি সে এরইমধ্যে বিষ তুলে না দিয়ে থাকে কুকের হাতে। দিয়ে থাকলে দুর্ভাগ্য, কিছু করার নেই। সে ক্ষেত্রে হয়তো রাষ্ট্রদূতের লাশ গার্ড হাউস থেকে বের না করা পর্যন্ত বট্রিসেলিও কিছুই টের পাবে না।

এল-আবরাজোর কথা ভাবল। জিনিসটা কার্লোস ফমবোনার কি দরকার পড়ল? কিউবান স্পাই ব্যর্থ হয়েছে? রাষ্ট্রদূতের মুখ খোলাতে পারেনি নিজের পদ্ধতিতে? তাই ওটার দরকার পড়েছে? তাহলে জিনিসটা একবারে দূতাবাসের কম্পাউন্ডেই কেন নিয়ে যাওয়া হলো না?

ঠিক আছে, ভাবল ও, দেখাই যাক্ আজ রাতটা অপেক্ষা করে কি হয়। বার্থেজের ব্যাপারে মেসেজে যখন কিছু নেই, তখন সন্দেহ নেই তাকে মুঠোয় পুরতে পারেনি পিয়েরে। অথবা সুযোগ পায়নি। যদি উল্টোটা ঘটে থাকে, তাহলে রাষ্ট্রদূতের মৃত্যু এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার, এতগুলো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওখানে পৌঁছে হয়তো দেখা যাবে মেরে ফেলা হয়েছে তাঁকে। তারচেয়ে বরং অপেক্ষা করাই ভাল।

তাছাড়া সহকর্মীরা ওকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এসেছে, পয়সার লোভে নয়। এই অবস্থায় ওদের উড়তে বলার কোন অধিকার ওর নেই। যদিও রানার

মত ওরাও বিপদকে পরোয়া করে না, মৃত্যুর ভয় থাকলে কেউ সাড়াই দিত না ওর ডাকে।

কিন্তু তাই বলে লোকগুলোকে যা খুশি তাই করতে বলতে পারে না রানা।

'ঠিক আছে, স্যার,' বলল ও।

'ওকে,' বললেন বৃদ্ধ। 'আমি তাহলে হোয়াইট হাউসে যোগাযোগ করতে যাচ্ছি। খবরটা জানিয়ে দিই।'

সাত

মাথার নিচে দু'হাত রেখে নিজের হোটেল রুমে শুয়ে আছে জর্জ ভালদেজ। লুনা নেই, আসেনি। পুরো দুই রাতেও বোধহয় শখ মেটেনি বারমুদেজের। শূন্য রুম উপহাস করছে যেন যুবককে। চোখ ঘুরিয়ে মাঝেমধ্যে মেয়েটার জিনিসপত্র প্রসাধনী দেখছে সে, আবার ডুবে যাচ্ছে নিজের চিন্তায়। দুদিন পর আজ আবার সাপ্লাই ট্রাক গিয়েছিল সকালে, এবং প্রথম সুযোগেই চলে এসেছে সে। বাইরে আবহাওয়া বেশ খারাপ। আরও খারাপ হতে পারে।

আসার পথে মনে দুরাশা জেগেছিল—হয়তো এসে লুনাকে দেখতে পাবে। হয়তো ওর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছে। মিথ্যে! ফেরেনি লুনা। আর ফিরবেও না, ভালদেজ বুঝে ফেলেছে। ও অন্য জাতের মেয়ে।

ওদিকে ডেনটনের মুখ খোলাতে ব্যর্থ হয়েছে, এদিকে বান্ধবীকে ধরে রাখতে। দুই ব্যর্থতা মিলে বেসামাল করে তুলেছে ভালদেজকে। কিছুই ভাল লাগছে না। রাষ্ট্রদূতের পিছনে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই, জানে, এতবড় ধাক্কায়ও যখন কাবু হয়নি মানুষটা, আর সে চান্স নেই। কাজেই ওখানে আর যাচ্ছে না ও। ভাবছে কাল সড়ক পথে মানাগুয়া যাবে, তারপর ওখান থেকে প্লেন ধরে হাভানা ফিরে যাবে। কিন্তু কি নিয়ে যাবে সে? এই চেহারা নিয়ে কি করে দাঁড়াবে সে ফিদেলের সামনে? কি কৈফিয়ত দেবে ব্যর্থতার? তাঁকে গিয়ে বলবে, মানুষটার ওপর অনেক বড় অবিচার করা হয়েছে অতীতে, তার জীবন ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, তাই আর নতুন কষ্টের বোঝা চাপাতে পারেনি সে তার ওপর? আমার ব্যর্থতা বা দুর্বলতা যাই হোক, আপনি ক্ষমা করে দিন? যা খুশি শাস্তি দিন আমাকে, তবু তাঁকে ছেড়ে দিন? দয়া করে রেহাই দিন?

দরজা খোলার শব্দে ঘুরে তাকাল ভালদেজ। লুনা! ওকে দেখে হাসল মেয়েটি, তাড়াতাড়ি কাছে এসে চুমু খেল ঠোঁটের কোণে। ঘৃণায় সারা গা রি-রি করে উঠল যুবকের। হারামজাদী গোসলটাও বোধহয় করেনি সকালে, মুখে বারমুদেজের কোলনের গন্ধ।

'কেমন আছ, জর্জ?'

'ভাল।' শুয়ে শুয়ে ওর কাপড় ছাড়া দেখতে লাগল সে। ভেতরের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারছে না লুনা, মুখটা যেন হাজার ওয়াটের বালবের মত জ্বলছে।

'কোথায় ছিলে দু'দিন?' প্রশ্ন করল শান্ত গলায়।

'আর বোলো না! গিয়েছিলাম বারমুদেজের *ফিনকা* দেখতে। ওর যে আব্বার দুই বোনও আছে তা কে জানত? মেয়ে দুটো কিছুতেই ছাড়ল না, জোর করে ধরে রাখল।'

তা বটে! মনে মনে বলল যুবক। 'ওর' শব্দটা কান এড়ায়নি। তোমার গালে মেয়েদের পারফিউমের গন্ধই পেয়েছি মনে হলো। 'আচ্ছা, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ! সত্যি, *ফিনকা* বটে বারমুদেজের, দেখার মত! সমস্ত ফার্নিচার স্পেন থেকে আনানো। টাইলস্ ইটালি থেকে। আর প্রত্যেকটা দরজার হাতল পর্যন্ত অ্যান্টিক। ওগুলো এসেছে সব…'

কি বলছে, ঠিকমত বুঝে আগেই বলে উঠল সে, 'আর বারমুদেজের খাট? ওটা নিশ্চই ক্যাস্টিলিয়ান ফোর-পোস্টার?'

'না, ওটা নাকি রানী ইসাবেলার,' খেয়াল করল না মেয়েটা। ব্রা আর জাঙিয়া পরে আয়নায় নিজেকে দেখছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। চেহারা হাসছে কি এক আনন্দে।

'বাহ্, দারুণ! দুই সপ্তা যেতে না যেতেই কমিউনিজমের চমৎকার নমুনা দেখাতে শুরু করে দিয়েছে তাহলে বারমুদেজ?'

চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল লুনা। 'মানে?'

'না, বলছিলাম কমিউনিজমের সমতার বাণী তাহলে ভালভাবেই মেনে চলছে লোকটা, কি বলো?'

'নিজের জন্যে এই সামান্য আয়েশের আয়োজন করেছে বারমুদেজ, তাকে তুমি ব্যঙ্গ করছ মনে হয়, জর্জ? বছরের পর বছর ধরে মানুষের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছে ও, দিনের পর দিন না খেয়ে, না ঘুমিয়ে সংগ্রাম করেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন এই সামান্য সুখ সুবিধে নিশ্চই পেতে পারে বারমুদেজ। এসব ওর ন্যায্য পাওনা।'

উঠে বসল ভালদেজ। ঠোঁটের কোণে বাঁকা, বেপরোয়া হাসি। 'স্বাধীনতার আসল অর্থ তুমি বোঝো না। তোমার বারমুদেজ বোঝে কি না, তাতেও সন্দেহ আছে আমার। জানলে তিন সপ্তা যেতে না যেতে দুনিয়ার কোথায় কোন অ্যান্টিক আছে, শকুনের চোখ নিয়ে সে সব দেখতে যেত না লোকটা।'

চোখ মুখ কুঁচকে চেহারা বিচ্ছিরি করে তুলল মেয়েটি। 'আসলে তুমি ওকে হিংসে করো, ঘৃণা করো, তাই এসব বলছ। বারমুদেজের সাফল্য দেখে গায়ে জ্বালা ধরে গেছে তোমার, জর্জ। ও দুই সপ্তায় নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নিয়েছে, অথচ তুমি? দুই সপ্তার মধ্যে একজন মানুষের মুখ খোলাতে পারলে না, এটাই তোমার গা জ্বালার কারণ, বুঝি আমি।'

হঠাৎ হাসল সে। 'তুমি তো পারলে না, ফেল মেরেছ। এবার দেখো, কাল কি করে আমেরিকানটার মুখ খোলায় বারমুদেজ। তখন…'

'কিসের কথা বলছ?'

বাঁকা হাসি হাসল মেয়েটি। 'তুমি আমাকে বলেছিলে পনেরো দিনের মধ্যে লোকটার মুখ খোলাবে, মনে আছে? আজ তার শেষ দিন। আজ যদি তুমি কাজ

শেষ করতে না পারো, বারমুদেজ ফমবোনাকে দিয়ে যে করে হোক কাল তার মুখ খোলাবে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল যুবক মুহূর্তের জন্যে, পরক্ষণে দেহের সমস্ত রক্ত গরম হয়ে ভোঁ-ভোঁ করে মাথার দিকে ছুটল। 'বারমুদেজ টাইম লিমিটের কথা জানল কি করে?'

'আমি বলেছি! ফিদেলের কাছে ও কৃতজ্ঞ, কাজটা করতে পারলে···'

'তুমি বলেছ!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!'

'আমি ফেল হলে ফমবোনাকে দিয়ে বুড়ো মানুষটাকে টর্চার করবে সে?'

'কি ব্যাপার, তুমি মনে হচ্ছে কষ্ট পেলে কথাটা শুনে?' হাসি আরও বেঁকে গেল লুনার। ' "বুড়ো মানুষটার" জন্যে মায়া হচ্ছে নাকি?'

'আমাদের ভেতরের কথা তোমার ওকে বলা ঠিক হয়নি, লুনা,' শান্ত গলায় বলল ভালদেজ। 'খুব অন্যায় করেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, তা তো বলবেই! নিজের ব্যর্থতা চোখে পড়ে না, পড়ে কেবল অন্যের দোষ, অন্যের সাফল্য!'

গায়ে মাখল না ও। কথা বের করার জন্যে খোঁচা মেরে উস্কে দিল। 'ফমবোনা কিভাবে কাজটা করবে শুনি?'

'টর্চার করে, আবার কিভাবে? যত খুশি টর্চার করবে, অথচ কোন চিহ্ন থাকবে না তার। তারপর কাজ হয়ে গেলে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হবে লোকটাকে।' যুবককে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল লুনা। 'হ্যাঁ, বিশেষ ইঞ্জেকশন। মনে হবে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে, পৃথিবীর সেরা ডাক্তাররাও টের পাবে না কিছু, বুঝলে?'

'এত কথা বারমুদেজ বলেছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'ও তোমার মত বোকা নয়, অনেক চতুর। বহুদূরের ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। বুদ্ধিমান। কাজের বেলায়ও, বিছানাতেও।'

মনে মনে তৈরি হলো ভালদেজ, এইবার লুনা অধ্যায়ের ইতি টানতে হয়। মাঝখানের ব্যবধান অনুমানে মেপে সন্তুষ্ট হলো। 'ভাবছি এত বুদ্ধিমান মানুষটাকে ফেলে আসার কি দরকার ছিল তোমার, ওর সাথে থেকে গেলেই পারতে।'

'আমি থাকব বলে আসিনি, বুঝলে? এসেছি আমার জিনিসপত্র নিয়ে যেতে। সকালে চলে যাব আমি, আর আসব না কোনদিন।'

'কিন্তু এখনই যাচ্ছ কি করে?' আগের চেয়েও শান্ত গলায় বলল সে। 'তোমার সাথে যে আমার দেনা-পাওনার কিছু হিসেব এখনও বাকি আছে!'

'কিসের কথা···' চোখ কুঁচকে উঠল মেয়েটির।

'ওই যে!' হাসল যুবক। 'সেদিন বলেছিলাম না, তোমাকে যাতে পস্তাতে হয় সে ব্যবস্থা আমি করব? সেই কথা।'

দ্রুত পিছিয়ে যেতে চাইল লুনা, কিন্তু পারল না। হিসেব আগেই করা ছিল, চট্ করে এক পা বাড়িয়ে ওর পায়ের পাতা মাড়িয়ে ধরল ভালদেজ, পরক্ষণে

বিদ্যুৎ খেলে গেল তার দেহে। ডান হাতে লুনার সোলার প্লেক্সাসে ভয়ঙ্কর এক ঘুসি মেরে ওর চ্যাঁচানোর উপায় রুদ্ধ করে দিল। তারপর আরেক ঘুসিতে বরবাদ করে দিল সুন্দর নাকটা।

গলা চেপে ধরে ল্যাঙ মেরে ফেলে দিয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসল যুবক, হিপ পকেট থেকে চার ইঞ্চি তীক্ষ্ণধার ব্লেডের ছুরি বের করে জায়গা বেছে ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে পোচ মেরে চলল সুন্দর মুখটার সর্বত্র। সর্বশক্তিতে ওর মুঠো থেকে ছাড়া পাওয়ার মরিয়া সংগ্রাম করেও ব্যর্থ হলো লুনা, ভালদেজ গলা বজ্রমুঠিতে চেপে ধরে রাখায় ঠিকমত গোঙাতেও পারল না।

শেষ কাজটা কনুই দিয়ে সারল যুবক। ধাঁই করে মেরে দুই পাটির সামনের চার-পাঁচটা দাঁত ভেঙে দিল। 'এবার হয়েছে,' প্রায় অজ্ঞান, রক্তাক্ত লুনাকে ছেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, "রূপের খুব অহঙ্কার ছিল তোমার, সব শেষ করে দিয়েছি আজ। যাও এবার নাগরের কাছে।'

সুস্থির হয়ে গায়ে শার্ট চড়াল সে। ফাইল তুলে নিয়ে শেষবারের মত তাকাল লুনার দিকে। অল্প অল্প নড়ছে, জ্ঞান ফিরছে বোধহয়। ওর চেহারা দেখে নিজেরই খুব আফসোস হলো—চেনার কোন উপায়ই নেই।

ক্ষত একদিন শুকোবে ঠিকই, কিন্তু দাগ থেকে যাবে আজীবন। নকল দাঁত আর বাঁকা নাক আয়নায় দেখতে লুনারও নিশ্চই মন চাইবে না।

ডাইরেক্টরি ঘেঁটে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করল ভালদেজ, তারপর বেরিয়ে পড়ল। কম্পাউন্ডে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু অন্তত আরেকবার যেতেই হবে।

কিউবানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডেনটন। দুদিন পর সকালে গিয়েই আবার রাতে ফিরবে, ভাবেননি। চেহারাও যেন কেমন লাগছে ওর—অসুস্থ নাকি? 'কি হয়েছে, জর্জ?'

চমকে মুখ তুলল সে। জর্জ! বাহ্, কি সুন্দর করে ডাকল ওকে মানুষটা! ঠিক বাবার মত। কি আশ্চর্য! এত নরম, মিষ্টি করে বহু বছর কেউ ডাকেনি তাকে। মুহূর্তের জন্যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল ভালদেজ, অবশ্য সামলে নিল সঙ্গে সঙ্গে। 'ওকে শেষ করে দিয়ে এসেছি।'

চোখ কুঁচকে উঠল রাষ্ট্রদূতের। 'বান্ধবীকে?'

'হ্যাঁ।' ঘটনা সংক্ষেপে খুলে বলল সে।

অনেকক্ষণ পর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। মাথা দোলালেন। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও, জর্জ। তিনি তোমাকে রক্ষা করেছেন শেষ পর্যন্ত। মেয়েটা তোমার ভেতরের সমস্ত ক্ষমতা, দৃঢ়তা শুষে নিয়ে তোমাকে প্রায় ফসিল বানিয়ে ফেলেছিল। আমি নিজেই তা টের পেয়েছি।'

'মানে?'

'প্রথমদিন তোমার মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব আমি দেখেছি, যে দৃঢ়তার সাথে ফমবোনার অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি আমার জ্যাকেট খুলে নিয়েছ, তা হারিয়ে ফেলেছ তুমি ক'দিনের মধ্যে। এই মেয়ের জন্যেই সে সব গেছে। আজ একটা সত্যি কথা বলি, আমি তোমাকে মনে মনে ভয় পেতে শুরু করেছিলাম। তোমার

শুরুর দিকের দৃঢ়তা যদি থাকত, এতদিনে কি ঘটে যেত জানি না। তবে থ্যাঙ্ক গড, আমি মুখ বন্ধ রাখতে পেরেছি। তোমাকে বেহাল করার জন্যে লুনাকেও আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

একটু ভাবলেন ডেনটন। 'আজকের পর থেকে তুমি তোমার ভেতরের হারানো শক্তি ফিরে পাবে, হয়তো। প্রার্থনা করি, কোন মেয়ের কারণে আমার মত তোমার সম্ভাবনাময় জীবন যেন ধ্বংস না হয়। তুমি যেন নিজেকে সামলে রাখতে পারো।'

বোকার মত হাঁ করে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল জর্জ ভালদেজ। আজব কাণ্ড! লোকটা *তাকে* সান্ত্বনা দিচ্ছে! *তাকে* আশীর্বাদ করছে! তা কি করে হয়? ডেনটনের চোখে ওটা কোন দৃষ্টি, আমার জন্যে সহানুভূতি? কমিউনিজমের এই চিরশত্রু, ভালদেজের দেশের নেতার আজন্ম শত্রু···। তাড়াতাড়ি চিন্তার লাইন ঘোরাল সে—এসব আর ভাবতে চায় না। সময় নষ্ট করতে চায় না।

কেশে গলা পরিষ্কার করল সে। 'ডেনটন, আমি আপনাকে একটা জরুরী খবর জানাতে এসেছি।'

'কি?'

'আপনার সাথে প্রথম সাক্ষাতের দিন হোটেলে ফিরে আমি লুনাকে বলেছিলাম, পনেরোদিনের মধ্যে আপনার মুখ খোলাব। কিন্তু পারিনি।'

'তো?' ভালদেজকে আনমনা হয়ে উঠতে দেখে বললেন রাষ্ট্রদূত।

'আজ তার শেষদিন। আজকের পর···'

'থামলে কেন?'

'কথাটা লুনা বারমুদেজকে জানিয়ে দিয়েছে। সে ঠিক করেছে আজকের পর ফমবোনাকে দিয়ে নির্যাতন চালিয়ে নামগুলো বের করবে আপনার মুখ থেকে। ভাববেন না আমি এসব বানিয়ে বলছি, কথাটা সত্যি।'

কিছুক্ষণ পর ডেনটন বললেন, 'বারমুদেজ এতবড় কাণ্ড ঘটাবে!'

'ঘটাবে, কারণ ও উন্মাদ। ক্ষমতার নেশায় অন্ধ। সে কথা আসার আগে ফিদেলকে বলে এসেছি আমি, এখানে এসে বারমুদেজকেও বলেছি। উন্মাদ যদি না-ই হবে, তাহলে আপনার দূতাবাসে কেন চড়াও হবে সে? এ থেকে আপনাকে বাঁচানোর একটাই পথ দেখছি আমি, ষড়যন্ত্রকারীদের যে কোন একজনের নাম আমাকে জানতে হবে। আজ রাতেই। এবং সেটা ফিদেলকে জানিয়ে দিতে হবে। এই কাজটা করা গেলে বারমুদেজ তার প্ল্যান বাতিল করতে বাধ্য হবে।'

চুপ করে থাকলেন রাষ্ট্রদূত।

'ফমবোনা আপনাকে টর্চার করবে, কিন্তু দেহে তার কোন চিহ্ন পড়তে দেবে না। কাজ শেষ হলে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলবে আপনাকে। বিশেষ ড্রাগ, দেখে মনে হবে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।'

চোখে চোখে তাকাল যুবক। 'ডেনটন, আমি মিথ্যে বলছি না। ভাববেন না চালাকি করে নাম বের করতে চাইছি, বিশ্বাস করুন, সত্যি কথা বলছি আমি। অন্তত একটা নাম না পেলে এই বিপদ থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারব না আমি।'

ছেলেটার চোখ বলছে ও সত্যি কথাই বলছে। মিথ্যে নেই ওর মধ্যে। ভয়

পেলেন ডেনটন, মুহূর্তের জন্যে জিভের ডগায় এসেও পড়ল দুটো নাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়ে মাথা দোলালেন। 'দুঃখিত, জর্জ। আমি বলব না।'

আশ্চর্য! রাগল না ভালদেজ, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কেবল। তারপর ডুবে গেল আরও গভীর কি এক চিন্তায়। ডেনটনও তাঁর ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন, দৈহিক নির্যাতনে কি পরিমাণ কষ্ট হবে, কল্পনা করতে লাগলেন।

'ঠিক আছে,' হঠাৎ নড়ে উঠল যুবক। 'ওরা যাতে আপনাকে টর্চারের সুযোগ না পায়, আমি তার ব্যবস্থা করছি।'

'কি করে?'

'আমাদের সন্দেহের তালিকায় দুই বিশ্বাসঘাতকের নাম আছে—সামারিবা আর পিনেদা। আপনি ওদের নাম বলেছেন জানিয়ে ফিদেলকে রাতেই কোডেড মেসেজ পাঠিয়ে দেব।'

চেহারা নির্বিকার রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন রাষ্ট্রদূত। একটা নাম ঠিকই বলেছে ভালদেজ। 'তারপর?'

'বলব ওদের অ্যারেস্ট করতে, আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। ফিদেল তা করবেন। আমি ফিরে গিয়ে কদিন ওদের ইন্টারোগেশনের ভান করব। তারপর...'

'তারপর?'

'তারপর আপনার মুক্তির খবর পেলে তাঁকে সত্যি কথা বলব। তারপর যা হয় হবে, কেয়ার করি না।'

তাকিয়ে থাকলেন ডেনটন। কৃতজ্ঞতায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। 'এর পরিণতি কি হতে পারে?'

'বলতে পারি না। হয়তো মৃত্যুদণ্ড দেবেন ফিদেল, নয়তো চাকরি যাবে। কিছু না কিছু তো হবেই।' দারুণ এক হাসি হাসল সে। 'আর যদি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাই,' শ্রাগ করল। 'আমি একজন ব্রিলিয়ান্ট লইয়ার, ইউ নো!'

অসহায় হয়ে পড়লেন রাষ্ট্রদূত। ছেলেটা তাঁকে বাঁচাতে নিজের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে! ওর জন্যে কিছু একটা না করলে চরম অন্যায় হবে। 'জর্জ, তুমি চাইলে আমার দেশে চলে এসো। ওখানে নতুন জীবন...'

'ধন্যবাদ,' আবার হাসল সে। 'পরিণতি যাই হোক, আমি আমার দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না। আমার দেশ গরীব, কিন্তু ওখানকার আকাশ-বাতাস-মাটি আমার খুব প্রিয়।' দরজায় নক শুনে ঘুরে তাকাল। 'এসো!'

ওটা বার্থেজ, জানে সে। আধঘণ্টা আগে তাকে ডেনটনের জন্যে সারলয়েন স্টেক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইড পটেটো, ডীপ-ফ্রাইড অনিয়ন রিঙ এবং এক বোতল ভিনটেজ ওয়াইন নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিল সে।

বড় এক ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল ছেলেটা, ডেনটনের সামনে সাজিয়ে রাখল সব। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। খাবার দেখে অবিশ্বাসে চোখ কপালে উঠল রাষ্ট্রদূতের, ঠোঁট চাটলেন।

'খেয়ে নিন। তারপর চলে যান নিজের কোয়ার্টার্সে।'

বেশ দ্বিধার সাথে হাত বাড়ালেন ডেনটন, ওয়াইনের বোতলের ফয়েল

খুলতে লাগলেন। 'তুমিও বোসো, জর্জ। আরেকটা প্লেট দিয়ে যেতে বলো ওকে।'

হঠাৎ ভেতরে কি যে ঘটে গেল, বুঝতেই পারল না জর্জ, কেবল নিজের চিৎকার শুনল কানে। 'জাহান্নামে যাও, ডেনটন! নিজেকে খুব কেউকেটা মনে হচ্ছে তোমার, না? ওয়াশিংটনের কোন দামী নাইটক্লাবে খেতে এসেছ? ভুলে যাও!' একটানে প্লেট কেড়ে নিল সে। 'যতক্ষণ নাম না বলছ, ততক্ষণ স্টেকও পাচ্ছ না তুমি!'

ডেনটনের হতভম্ব চেহারার সামনে বড় এক টুকরো রসাল মাংসের টুকরো মুখে পুরে চিবাতে শুরু করল। দুই-তিন কামড় দিয়েই নিজেকে ফিরে পেল সে, লাজুক হাসি দিয়ে প্লেট এগিয়ে দিল তাঁর দিকে। ঢোক গিলে বলল, 'সরি! ধৈর্য শক্তি পুরো হারিয়ে ফেলেছি মনে হয়। ভুলে যান। খেয়ে নিন।'

এক মুহূর্ত অনিশ্চিত দৃষ্টিতে যুবককে দেখলেন রাষ্ট্রদূত, তারপর ছুরি-কাঁটা চামচ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্টেকের ওপর। ওদিকে হঠাৎ করে আড়ষ্ট হয়ে গেল ভালদেজ। গলার মধ্যে তেতো লাগছে না? মাড়ি অবশ হয়ে আসছে কেন? পরমুহূর্তে কুঁকড়ে গেল পেটের মধ্যে তীক্ষ্ণধার, গরম ছুরির খোঁচা খেয়ে।

এরইমধ্যে বুঝে ফেলল সে কি ঘটে গেছে। বিষ! খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে হারামজাদা মেসতিজো ছেলেটা। কিচেনে গিয়ে খাবারের কথা বলতে ছেলেটা দু'বার জিজ্ঞেস করেছিল কার জন্যে? অ্যাম্বাসাডরের কি না? তার মানে ডেনটনকে মেরে ফেলার জন্যেই···! আরেক খোঁচা খেয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল সে, রাষ্ট্রদূতকে মাংস চিবাতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়ান! খাবেন না!'

বলতে বলতে ঝাঁপ দিল ভালদেজ, ট্রে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে তাঁকে নিয়ে মেঝেতে পড়ল হুড়মুড় করে। মেঝেতে জোরে মাথা ঠুকে গেল হতভম্ব রাষ্ট্রদূতের, বিষয়টা তখনও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেননি। জোর করে তাঁর মুখের মধ্যে আঙুল ভরে দিল সে, টুকরোটা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল ওয়াইনের বোতল, থাবা মেরে ওটা তুলে নিয়েই সরু গলা তাঁর মুখে ভরে দিয়ে কোনমতে বলল, 'কুলি করুন! কুলি করুন! মাংসে বিষ মেশানো ছিল!'

এক গড়ান দিয়ে সরে গেল যুবক, তীব্র যন্ত্রণায় দুই হাঁটু থুতনির কাছে উঠে এসেছে। গলায় আঙুল ভরে বমি করার প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিছু লাভ হলো না। দেরি হয়ে গেছে। স্পষ্ট বুঝতে পারল মরে যাচ্ছে সে। কুলি করে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলেন রাষ্ট্রদূত, বিষে নীল হয়ে আসা ভালদেজের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন।

'আমি···আমি ওদের ডাকছি!'

'না, ডেনটন,' বহু কষ্টে মাথা দোলাল সে। 'কোন লাভ নেই। আমি শেষ হয়ে গেছি। আপনার জন্যে বিষ মেশানো হয়েছিল, ডেনটন! কুক··ও জেনেই এ কাজ করেছে।'

নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে ভালদেজের, টের পেল ওর মাথা কোলে তুলে নিয়েছেন রাষ্ট্রদূত। ঝাপসা দৃষ্টিতে তাঁর চোখে পানি দেখতে পেল সে।

'ডেনটন···আমি···আমি মিথ্যে বলেছি আপনাকে,' ঘন ঘন দম নেয়ার ফাঁকে বলে চলল। 'আম্পারো···আপনাকে ভালবাসত···সত্যি! আপনার সাথে··· বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে···লজ্জায় সামনে আসতে পারেনি।···কিন্তু সে সত্যি ভালবাসত···আপনাকে। ফি-ফিদেল আমাকে বলেছেন। গোমেজকে বিয়ে করলেও···সে আপনাকেই ভালবাসত। মারা যাওয়ার আগে···পর্যন্ত। বিশ্বাস করুন, বি-বিশ্বাস করুন···!'

তার মাথা বুকের সাথে চেপে ধরে বসে থাকলেন ডেনটন। গলার স্বর এখন আর শোনা যায় না যুবকের। চোখ বুজে এসেছে। মুখ নামিয়ে তার কানের কাছে জোরে জোরে বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি, জর্জ! বিশ্বাস করেছি, মাই সান!'

হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে শক্ত হয়ে গেল সে, পরক্ষণে আচমকা শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ল। স্থির হয়ে গেছে।

চোখের পানির বেগ বাড়লেও মোছার চেষ্টা করলেন না ডেনটন, পরম যত্নে ভালদেজের মাথা চেপে ধরে বসে থাকলেন। সময় গড়িয়ে চলেছে। হুঁশ নেই। ভাবছেন—এ কেমন বিচার? এই বিচারের জুরি কেউ ছিল? কোন বিচারক ভালদেজের মৃত্যুদণ্ড দিল? কার অঙ্গুলি নির্দেশে মানুষের জীবন এভাবে তছনছ হয়? সত্তর বছরের জীবনে দুবার দুজনের ভালবাসার বাঁধনে বাঁধা পড়েছিলেন ডেনটন, খুব অল্প সময়ে তাদের দুজনকেই ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, কেন? এ কেমন অবিচার?

দরজায় কারও সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন তিনি, খোলা দরজায় একটা মুখ দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল, চিৎকার শোনা গেল বাইরে। এক মিনিটের মধ্যে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল ফমবোনা, পিছনে আরও অনেকে।

'কি হয়েছে?'

জবাব দিলেন না তিনি। ফমবোনাও সময় নষ্ট করল না, কয়েকজনকে ভালদেজের মৃতদেহ বের করে নিতে বলল। কিন্তু সহজ হলো না কাজটা, ডেনটন তাকে চেপে ধরে আছেন। ওরা যত টানে, তিনিও তত শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন। অনেক কষ্টে ছিনিয়ে নিল ওরা কিউবানকে, ফমবোনা তাঁর চুল মুঠো করে ধরে টেনে নিয়ে চলল সেলের দিকে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠলেন রাষ্ট্রদূত।

'কাল চেঁচিয়ো, পিগ!' ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল লোকটা। 'যত খুশি চেঁচিয়ো।'

আট

নিমিজ। সতেরোতম দিন শেষ হয়ে রাত নেমেছে।

ওলগা এখনও প্রায় একই গতিতে বইছে—বাতাসের বেগ সামান্য কমেছে আজ। পূর্বাভাস বলছে আরও অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা চলবে এই অবস্থা।

অ্যাডমিরালের সী কেবিনে বৈঠকে বসেছে সেদিনের সবাই। মাসুদ রানার

সামনে একটা মেসেজ পড়ে আছে, আজ দুপুরে পাঠিয়েছে ওটা বট্টিসেলি। ওতে যা আছে, তার সারমর্ম এরকম: গতকাল সকালে কম্পাউন্ড থেকে একটা লাশ বের হয়েছে সাপ্লাই ট্রাকে করে। মর্গে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ওটা সেই কিউবান যুবকের লাশ। মৃত্যুর কারণ বিষক্রিয়া। খাবারের সাথে খাঁটি নিকোটিন মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। বার্থেজ তিন দিন ধরে ভেতরেই আছে, বের হতে দেয়া হচ্ছে না। কাজটা ওরই, কোন সন্দেহ নেই। তবে স্যান্ডলারের দুর্ভাগ্য যে মরেছে অন্য কেউ। রাষ্ট্রদূত এখনও গার্ডহাউসে।

লাশটা মর্গে পৌঁছে দিয়েছে ফমবোনা। ওখান থেকে বেরিয়ে পুলিস ব্যারাক থেকে এল-আবরাজো নিয়ে কম্পাউন্ডে ফিরে গেছে। গার্ডহাউসে ঢোকানো হয়েছে ওটাকে।...ফমবোনাকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

হাতে হাতে ঘুরে কাগজটা নেতিয়ে পড়েছে। সিগারেটের ভাসমান হাল্কা ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ওটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। ভুরু কোঁচকানো।

'তারপর কি?' আলোচনার সূত্র ধরে বলে উঠলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'যদি ওখানে পৌঁছার আগেই অর্ধেক শক্তি কমে যায়, কি করবে তখন?'

জবাব দেয়ার আগে অ্যালেন ও নিউম্যানের দিকে একপলক তাকাল রানা। 'যদি দশজনও পৌঁছতে পারি কম্পাউন্ডে, তাহলে কাজ সেরে ফিরব আমরা। যদি তা না পারি, ফিরে আসার চেষ্টা করব।'

'উল্টো বাতাস ঠেলে?' বলল নিমিজের বিস্মিত ক্যাপ্টেন।

শ্রাগ করল ও। 'যদি সম্ভব হয়। বাতাসের বেগ আজ একটু কম আছে, মনে হয় পারা যাবে।'

'কিন্তু যদি সম্ভব না হয়?' প্রশ্ন করলেন উদ্বিগ্ন হ্যামিলটন।

না হলে কি ঘটবে, একেকজন একেকরকম অনুমান করছে দেখে নিউম্যান নড়ে উঠল। 'নাহলে সাগরে ল্যান্ড করবেন, রাইট বস্?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'দশজনের কম হলে কম্পাউন্ডে পৌঁছার এক মিনিট আগে রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করব আমরা, তারপর ব্যাক করব। অথবা··'

ঝুঁকে এলেন হ্যামিলটন। 'কি?'

'অথবা সংখ্যায় কম থাকলে ভেতরে ঢুকব না আজ রাতে। বাইরে জড়ো হব সবাই, তারপর কাল ওদের সাপ্লাই ট্রাক হাইজ্যাক করে ওটায় করে ভেতরে ঢুকব। সারপ্রাইজ অ্যাটাক···'

'এইটা কোনটা, বস্?' চোখ কুঁচকে বলল অ্যালেন। 'এমন তো কোন প্ল্যান ছিল না!'

হাসল ও। 'ঠিকই বলেছ। আইডিয়াটা এইমাত্র মাথায় এল।'

দীর্ঘ নীরবতা। মাথা ঝাঁকাল নিউম্যান। 'এই প্ল্যানটা মন্দ নয়। বেশ ভালই মনে হচ্ছে।'

'আমি ভাবছি, এই ওয়েদারে আপনার আর সব সঙ্গী উড়বে কি না,' বলল একজিকিউটিভ অফিসার। 'এ ধরনের অনিশ্চিত মিশনে স্বেচ্ছায় কাজ করার মত মানসিকতা সবার আছে কি না।'

'আমার মনে হয় আছে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা।

'ওদের আবহাওয়ার পরিস্থিতি জানিয়ে আহবান করে দেখা যেতে পারে কে কে যেতে রাজি হয়,' প্রস্তাব দিল রবসন।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ও। 'এখনই করা যেতে পারে সে ব্যবস্থা।'

আজ ওরা যাবে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ প্রস্তাব প্রথম দিন দেয়া হলেও কেউ পিছাত না, তবু রানা তা করেনি বিবেকের সাড়া পায়নি বলে। বোঝার ওপর শাকের আঁটি চাপাতে চায়নি মানুষগুলোর মাথায়। ওরা প্রত্যেকে রানার খুব ভাল চেনা, প্রত্যেকে দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া—মৃত্যু হতে পারে জেনেই মিশনে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে জেনেশুনে একেবারে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে লাফিয়ে পড়তে বলা হলে চরম স্বেচ্ছাচারিতা হত। ও যদি নিজেও সেদিন মরত, তবু নির্বুদ্ধিতার, স্বেচ্ছাচারিতার কলঙ্ক এড়াতে পারত না।

ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করল ও, 'এখন রওনা হলে বীচের পাঁচ মাইলের মধ্যে পৌঁছতে কত সময় লাগবে?'

'জিমি?' একজিকিউটিভ অফিসারের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। রিসিভার তুলে এঞ্জিনরুমকে প্রশ্নটা করল জিমি, মুখ তুলে প্রায় তখনই জবাব দিল, 'অ্যাট জিরো টেন আওয়ারস্।'

ঘড়ি দেখল রানা—সোয়া এগারোটা। তার মানে পঞ্চান্ন মিনিট। 'তাহলে সময় নষ্ট না করে রওনা হওয়া যাক।'

'কিন্তু আর সবার মত?' বলল রবসন।

'সে যেতে যেতেও নেয়া যাবে,' দ্রুত জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'ওরা কেউ কেউ হ্যাঙ্গারে,' দুই এক্সপার্টকে লক্ষ করে বলল রানা। 'অন্যদেরও ওখানে যেতে বলো, প্লীজ।'

একযোগে উঠে পড়ল ওরা। বেরিয়ে গেল।

রানার সাথে অন্যরাও উঠল, রবসন বাদে। ক্যাপ্টেন আর জিমিকে অনুসরণ করে হ্যাঙ্গারের দিকে চলল রানা। হ্যামিলটন ওর পাশে।

হ্যাঙ্গারের এন্ট্রান্সে পৌঁছে থেমে পড়ল সামনের দুজন, চেঁচিয়ে কিছু অর্ডার করল একজিকিউটিভ অফিসার, মুহূর্তে ভেতরের কাজকর্ম থেমে গেল। অগ্রসরমাণ চার জোড়া জুতোর আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। দুই ইন্সট্রাক্টরকে দেখল রানা স্কোয়াড লীডার মোকানড়ার সাথে আলোচনা করছে, ওদের সাড়া পেয়ে ঘুরে তাকাল। অ্যালেন মুখ টিপে হাসল বোধহয়।

চার স্কোয়াড লীডারের পিছনে দ্রুত লাইন দিয়ে দাঁড়াল কমান্ডোরা, ক্যাপ্টেন মোকানডা হাঁক ছাড়ল, 'টেন-শান্!'

চব্বিশ জোড়া বুটের আঘাতে কেঁপে উঠল পুরু ডেক প্লেটিঙ। চোখমুখ কোঁচকাল রানা আওয়াজের ধাক্কায়। দলটার মুখোমুখি দাঁড়াল ওরা চারজন। রানা অন্যদের চাইতে এক হাত আগে।

'অ্যাট ইজ,' বলল ও।

আরেকবার কেঁপে উঠল প্লেটিঙ, তবে আস্তে। একে একে সবার ওপর নজর বুলিয়ে নিল রানা। নানান আকারের ওরা, বিভিন্ন রঙের—সাদা, কালো, তামাটে।

তবে অভিব্যক্তি সবার এক। কঠোর, প্রশ্নবোধক। শান্ত গলায় লোকগুলোকে আবহাওয়ার সর্বশেষ খবর জানাল ও। বলার সময় গলা সম্পূর্ণ আবেগমুক্ত রাখল। রাষ্ট্রদূতের ওপর দৈহিক নির্যাতন শুরু হওয়ার কথা বলল, অন্য জিম্মিদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি, তাও।

এরপর বাকিটা নিমিজের একজিকিউটিভ অফিসারের ওপর ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল। এক পা এগিয়ে এই আবহাওয়ায় রওনা হওয়ার বিপদ, মৃত্যুর আশঙ্কার কথা জানাল সে। এই পরিস্থিতিতে কেউ যদি যেতে না চায়, বলল লোকটা, তা নিয়ে কাউকে কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না। তাকে ভীরুও ভাববে না কেউ। যাওয়া না যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নেয়ার ক্ষমতা প্রত্যেকের আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

যত নিশ্চিতই থাকুক, তবু কিছুটা শঙ্কিত না হয়ে পারল না রানা। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতে দেখে ভান করল খেয়াল না করার।

'স্যার,' স্বভাবসুলভ চড়া গলায় বলল মোকানডা। 'মেজর মাসুদ রানার কি মত, জানতে পারি?'

হাসল অফিসার। 'শিওর! মেজর স্বেচ্ছায় যেতে আগ্রহী।' মুখ ঘুরিয়ে রানাকে দেখল সে, পরক্ষণে বাজখাঁই গলায় কমান্ড করল, 'টেন-শান্!'

পালিত হলো নির্দেশ। একটু বিরতি দিয়ে আবার বলল সে, 'যারা স্বেচ্ছায় মিশনে যেতে আগ্রহী, তারা এক পা সামনে বাড়ো···হাট্!'

মুহূর্তের জন্যে দম আটকে থাকল রানার, পরক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল চব্বিশটা বাঁ পা এক কদম সামনে এগোল দেখে। চব্বিশটা ডান পা পরমুহূর্তে ওপরে উঠেই সজোরে আছড়ে পড়ল বিকট শব্দে। থর থর করে কেঁপে উঠল ডেক। এমন নিখুঁত টাইমিঙ আর শৃঙ্খলার সাথে ঘটল ব্যাপারটা যে প্রত্যেকে তাজ্জব হয়ে গেল। কোন ড্রিল সার্জেন্ট রোজ দশ ঘণ্টা করে পুরো এক মাস ড্রিল করালেও এত চমৎকার মুভ্‌মেন্ট পুরো রেগুলার কোন ইউনিটের কাছ থেকে আদায় করতে পারত বলে মনে হয় না।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে চব্বিশ অকুতোভয় কমান্ডো, তাদের চব্বিশ জোড়া চোখ সোজা সামনে স্থির। গর্বে বুক ফুলে উঠল ওর। আবেগে আক্রান্ত হলেন অ্যাডমিরাল, অদ্ভুত চোখে রানার নির্বিকার মুখের দিকে তাকালেন। স্বস্তি, গর্ব, স্নেহ, এবং আরও কি সব যেন আছে তাঁর দৃষ্টিতে। ঢোক গিলল ও।

ক্যাপ্টেন আর একজিকিউটিভ অফিসারের দিকে তাকাল। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে তারা, দুজনেরই হতভম্ব চেহারা। প্রথমজন আপনমনে মাথা দোলাল। আড়চোখে রানাকে দেখে নিল অন্যজন, গলায় জমে থাকা আবেগ কেশে পরিষ্কার করল।

'কোন সন্দেহ নেই তোমাদের কমান্ডিং অফিসার তোমাদের নিয়ে গর্বিত। আমি···আমরাও গর্বিত। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে আমাদের শুভেচ্ছা থাকল। গুড লাক! গো অ্যাহেড, মেজর,' হেসে রানার পিঠে মৃদু চাপড় মারল লোকটা। 'গ্রেট জব. আনবিলিভেবল্!'

নিউম্যান নিচু গলায় কিছু বলল রানাকে, মাথা ঝাঁকিয়ে সারির দিকে তাকাল ও। এক পা এগিয়ে ঘড়িতে চোখ বোলাল। 'ওকে। পরিস্থিতির কারণে সময় এগিয়ে আনতে হয়েছে, আর পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ফ্লাই করতে হবে আমাদের। এরমধ্যে অনেক কাজ করতে হবে। আবহাওয়ার অবস্থা ভেবে প্ল্যানে কিছু পরিবর্তন এনেছি আমি। ব্যাক আপ ম্যান ডুগান ও কেরি যাচ্ছে না আমাদের…'

'কেন!' গমগমে কণ্ঠে প্রশ্ন করল ডুগান। চেহারা অসন্তুষ্ট, হতাশ, এবং তা চেপে রাখার কোন চেষ্টাও তার মধ্যে নেই। মার্কিন ল্যান্ড ফোর্সের রেগুলার ইন সার্ভিস কমান্ডো সে, সাদা। অ্যালেনের কাজিন।

ব্যাপারটা সহজ করার চেষ্টা করল ও। 'ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টরদের জানা আছে দলের কার কেমন ওড়ার ক্ষমতা। তোমাদের দু'জনের স্বাভাবিক অবস্থায় ওড়ার ক্ষমতা আর সবার চাইতে কোন অংশে কম নয়, কিন্তু এই ওয়েদারে ব্যাপারটা কঠিন হবে তোমাদের জন্যে।'

'কেন!' একই কণ্ঠে, একই ভঙ্গিতে আবার বলল সে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। 'ডুগান, তুমি আর কেরি ন্যাচারাল পাইলট নও। তোমরা কঠোর পরিশ্রম করেছ আমরা জানি। কিন্তু এই আবহাওয়ায় ওড়ার জন্যে তোমাদের ট্রেনিং যথেষ্ট নয়। দুর্ঘটনায় পড়তে পারো তোমরা, তাই নিচ্ছি না আমি তোমাদের।'

ঝুঁকে লাইনের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ানো কেরিকে চোখ কুঁচকে দেখল ডুগান। একেবারে অল্পবয়সী সে, কালো। ইন সার্ভিস কমান্ডো। মাথা ঝাঁকাল কেরি। সোজা হয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল প্রথমজন। 'আমরা যাচ্ছি, মেজর।'

রেগে উঠল ও। 'না, যাচ্ছ না!'

'যাচ্ছি, স্যার,' কেরি বলল এবার শান্ত গলায়। 'ইন্সট্রাক্টর আমাদের ক্ষমতাকে আন্ডার এস্টিমেট করেছেন, তা প্রমাণ করতে যাচ্ছি আমরা।'

গ্রুপের স্কোয়াড লীডার, আজরাইলকে চমকে দেয়ার চেহারাওয়ালা লেফটেন্যান্ট সাকাসা ঘুরে তাকাল যুবকের দিকে। 'মেজরের অর্ডার শুনেছ তোমরা!' থমথমে গলায় বলল সে। 'কাজেই আর কথা নয়। এরপর পিটিয়ে অজ্ঞান করে রেখে যাওয়া হবে তোমাদের।'

জবাবে লাইন ছেড়ে এক পা এগিয়ে দাঁড়াল কেরি। আরেকদিকে তাকিয়ে নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'গো অ্যাহেড, স্যার। ওই চেষ্টা আগেও অনেকে করেছে, পারেনি।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সাকাসা, কিন্তু চোখের কোণ দিয়ে ডুগানও লাইন ছেড়ে এগিয়ে এসেছে দেখে থেমে গেল। অসহায় চোখে রানার দিকে তাকাল। ক্যাপ্টেন, একজিকিউটিভ অফিসার মুখ টিপে হাসি ঠেকানোর কসরৎ শুরু করল। অ্যাডমিরাল আগ্রহ নিয়ে দেখছেন দুই বেয়াড়া কমান্ডোকে।

'ওকে, ইডিয়টস্!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা। 'এতই যখন মরার শখ তোমাদের, চলো তাহলে।'

আবার ঘড়ি দেখল ও। 'সময় নেই। দশ মিনিটের মধ্যে ব্রীফিঙ রুমে চলে এসো প্রত্যেকে।'

সংক্ষিপ্ত হলো ব্রীফিং। প্ল্যানে কিছু পরিবর্তন করল রানা। রেসিডেন্সের পিছনদিকে ল্যান্ড করবে ও, পশ্চিমদিকে। সাথে থাকবে সেরা পাইলট, পানামানিয়ান রডরিগুয়েজ। দুই বিদ্রোহী, ডুগান ও কেরিকে নিজের দলে নিয়েছে রানা, যদি ওরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। ল্যান্ড করেই চ্যান্সেরি ভবনের পিছন দিয়ে সামনের গার্ডহাউসে যাবে রানা, রডরিগুয়েজ থাকবে সাথে।

রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তার হাতে ভদ্রলোককে পাহারার দায়িত্ব ছেড়ে মূল অ্যাসল্ট টীমে যোগ দেবে এসে রানা।

কাস্টানেডার স্কোয়াড অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে অভিযান চালাবে। মিলিট্যান্ট স্টুডেন্টদের বেশিরভাগই ওখানে থাকে। সাকাসার স্কোয়াড রেসিডেন্স সামাল দেবে, একই সাথে জেনারেল ট্রাবলশূটারের কাজ করবে। প্ল্যান সেরে রেডিও প্রসিডিওর শেষবারের মত ঝালিয়ে নিল ওরা।

মিশনের নাম ব্ল্যাক ব্যাট। মাসুদ রানা ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান, রডরিগুয়েজ টু, এবং ডুগান ও কেরি যথাক্রমে থ্রী ও ফোর। মোকানডা গ্রীন ওয়ান, তার সহকারী গ্রীন টু, তারপর থ্রী, ফোর। কাস্টানেডা, সাকাসা আর গোমেজের পরিচিতি ব্লু ইয়েলো ও রেড। তিন স্কোয়াড লীডারের নম্বর ওয়ান, তাদের সঙ্গীদের আর সব স্কোয়াডের সহকারীদের মত ওয়ান, টু করে।

রুমের এক মাথায় বসে নীরবে ওদের প্রস্তুতি পর্ব দেখছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, রবসন, ক্যাপ্টেন, একজিকিউটিভ অফিসার এবং নিউম্যান ও অ্যালেন। কারও মুখে কথা নেই। গম্ভীর। আর কিছুক্ষণের মধ্যে কোথায় কি করতে যাচ্ছে এরা, হাড়ে হাড়ে বোঝে সবাই। কার ভাগ্যে কি আছে শেষ পর্যন্ত, তাই নিয়ে একেকরকম কল্পনা একেকজনের মাথায়।

এক ব্রীফিং সেরে আরেকটা নিয়ে পড়ল রানা। নিমিজের তিন ব্যাক-আপ টীমের তিন লীডারের সাথে বসল। এ সিক্স-ই ইনট্রুডার ও হেলিকপ্টার গানশিপের কমান্ডারের সাথে প্রথমে কথা সারল, সময়মত এই গ্রুপ স্যানিটাইজ করবে কম্পাউন্ডের চারদিক। এরপর ইভ্যাকুয়েশন কপ্টার, সিগন্যাল অফিসার, পাইলটদের মধ্যে যারা সাগরে পড়ে যাবে, তাদের উদ্ধারকারী দলের লীডার, সবার সাথে আলাদাভাবে বসে আগে থেকে ঠিক করা প্রসিডিওর নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সারল ও। সবার শেষে কয়েক মিনিট একান্তে কাটাল পুরো অপারেশনের কো-অর্ডিনেটর, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সাথে।

কাজ সেরে অ্যাডমিরাল রবসনের সাথে তাঁর ডে কেবিনের দিকে এগোলেন বৃদ্ধ। মিশনের যাত্রার খবর জানাতে হবে তাঁকে হোয়াইট হাউসকে, ও ঢাকায় রাহাত খানকে।

একটুপর দলটা নিমিজের লী সাইড আইল্যান্ডে জড়ো হলো। সামনের খোলা ডেকে রানার আলট্রাসহ পঁচিশটা আলট্রা তৈরি, দুজন করে সেইলর দুই উইংটিপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দমকা বাতাসে প্রজাপতির পাখার মত কাঁপছে ওগুলো। কমান্ডোরা জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়িয়ে একজন অন্যজনের ইকুইপমেন্টস চেক করতে লেগে গেল, চতুর্দিকে একঘেয়ে আওয়াজ উঠছে:

'নাইফ।'
'চেক্।'
'স্টান গ্রেনেড, চারটা।'
'চেক্।'
'ফ্লেয়ার গ্রেনেড, চারটা।'
'চেক্।'
'ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড, চারটা।'
'চেক্।'
'এসএমজি, সেফটাইড।'
'চেক্, চেক্।'
'সাপ্রেসর।'
'চেক্।'
'ম্যাগাজিন, ছয়টা।'
'চেক্।'
'হেলমেট, ট্রান্সমিশন অফ।'
'চেক্, চেক্।'
'হ্যান্ড কাফ, লেগ কাফ—ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ।'
'চেক্, চেক্।'
'ডিঙ্গি।'
'চেক্।'

সবার আগে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজেরগুলো চেক্ করল মাসুদ রানা। কাজ সেরে পিছনে তাকাল। হঠাৎ করে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হলো ওর। হিমালয় সমান নিমিজের বো সামনের সব আড়াল করে রাখলেও ক্যারিবিয়ানের ক্রুদ্ধ গর্জন চেপে রাখতে পারেনি। জাহাজের সুপারস্ট্রাকচারে বাড়ি খেয়ে উন্মত্তের মত ঘুরপাক্ খাচ্ছে ওলগা, বিকট গোঁ-গোঁ আওয়াজ করছে। শিউরে উঠল রানা।

সামনের গাঢ় কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বড় একটা ঢোক গিলল। কোথায় চলেছে ও এতগুলো মানুষ নিয়ে? কি আছে আজ ভাগ্যে? পরক্ষণে সাত বাংলাদেশীসহ অন্য ছাত্রদের কথা খেয়াল হতে চোয়াল দৃঢ় হয়ে উঠল। রাষ্ট্রদূত, অসহায় অন্যসব জিম্মি, নারী-শিশুদের কথা, এল-আবরাজোর কথা ভেবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো মনে মনে। নিজেকে নিজে অভয় দিল—বাতাসের কথা ভুলে যাও, খ্যাপা সাগরের কথাও ভুলে যাও। ও কিছু নয়।

এসবের চাইতে অনেক বড় বাধাও তোমার অগ্রগতি ঠেকাতে পারেনি কোনদিন। শিশুদের কথা, মেয়েদের কথা চিন্তা করো, মনে মনে অসহায়, দুঃখী এক বৃদ্ধের ছবি কল্পনা করো, দেখবে ভয় উড়ে গেছে। পানির মত সহজ হয়ে গেছে পরের কাজ।

একদল রক্তলোভী পিশাচের মুখোমুখি হতে যাচ্ছ তুমি। হিংস্র হায়েনা ওরা। ওদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার চরম এক সুযোগ এটা—কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিয়ে এসো। এগিয়ে যাও।

ঘড়ি দেখল রানা—বারোটা পাঁচ। সবাই তৈরি। কালো ইউনিফর্ম পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুখে ক্রীম মেখে আস্ত ভূত একেকটা। চার স্কোয়াড লীডারকে নির্দেশের অপেক্ষায় পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। চেহারা নির্বিকার, দাঁড়ানোর মধ্যে ঢিলেঢালা ভাব। যতই নির্বিকার মনে হোক, ওদের চাউনির মধ্যেকার চাপা আগুনের অস্তিত্ব ঠিকই দেখতে পেল রানা।

জেনারেল ওয়েলিংটনের কথা মনে পড়ল। একবার নিজের সৈনিকদের সমাবেশে বক্তৃতা করতে এসে মন্তব্য করেছিলেন তিনি, 'এরা শত্রুর কি হাল করবে আমি জানি না, কিন্তু ঈশ্বরের কসম করে বলছি, এদের দেখে আমারই বুক কাঁপছে।'

আরেকবার ওদের দেখল রানা। প্রত্যেকের চোখে ঠাণ্ডা, খুনীর চাউনি। ওয়েবিঙ জ্যাকেটের এখানে-ওখানে ঝুলছে গ্রেনেড ও বাড়তি ম্যাগাজিন। কাঁধে ঝুলছে শটগান। ছুরি বুটের বাইরের দিকে খাপে পোরা। এক হাতে এসএমজি, আরেক হাতে কালো গগলস্ রেডিও হেলমেট। লীডারের নির্দেশ শোনার অপেক্ষায় আছে লোকগুলো, কিন্তু বলার মত কিছু খুঁজে পেল না রানা।

'রেডি?' গলা দিয়ে একটাই আওয়াজ বের হলো।

একযোগে মাথা দোলাল চার স্কোয়াড লীডার।

'সবাইকে তৈরি হতে বলো।'

কালোর মধ্যে ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা দিল ওদের। ঘুরে দাঁড়াল সবাই। নিমিজের ফ্লাইট ডেক অফিসার রানার দিকে এগিয়ে এল। 'আর চার মিনিট, মেজর। হারি ইট আপ, প্লীজ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের এসএমজি আর হেলমেট তুলে নিল ও, ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'লেট'স গো!'

আড়াল ছেড়ে খোলা ফ্লাইট ডেকে বেরিয়ে এল ওরা ধীর, তবে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী পায়ে। তখনই সরাসরি বাতাসের চাপ অনুভব করল রানা। দুশ্চিন্তা জাগলেও পাত্তা দিল না। বিশাল চওড়া ডেকে কয়েক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে পঁচিশটা আলট্রা। রানারটা সবার আগে। নিউম্যান আর অ্যালেন দৌড়ে দৌড়ে শেষ চেকিং সেরে নিচ্ছে। মা মুরগির মত লাগছে ওদের, যেন বাচ্চারা সব ঠিক আছে কি না পরখ করছে।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ফিরে এলেন এই সময়। খোলা ডেকে এসে কয়েক সেকেন্ড কথা বললেন তিনি রানার সাথে, কাঁধ চাপড়ে 'গুড লাক,' জানালেন। দুই ইন্সট্রাক্টর সব ঠিক আছে বলে নিশ্চয়তা জানিয়ে হাসি মুখে হ্যান্ডশেক করল ওর সঙ্গে। মিশনের সৌভাগ্য কামনা করল।

ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে সীটে বসে পড়ল রানা। এসএমজি বাঁ বগলের নিচে ঝোলাল স্লিঙ মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে ডান কাঁধে রেখে, স্ট্র্যাপ দিয়ে সীটের সাথে নিজেকে বাঁধল। হেলমেট পরে রেডিও ট্রান্সমিশন সুইচ অফ আছে কি না চেক করে নিল। মাইক্রোফোন ঠোঁটের এক ইঞ্চি সামনে ঝুলছে স্টীলের বারের সাথে। ইনফ্রারেড গগলস্ টেনে নামিয়ে দিল রানা, মুহূর্তে সামনের সবকিছু উজ্জ্বল গোলাপী রং ধারণ করল। তার ওপর গাঢ় ভাইজর টেনে দিতেই কালো

হয়ে গেল।

বাতাসের চাপ যতই হোক, ওগুলো ওদের চোখ খোলা রাখতে সাহায্য করবে, সব দেখতে পাবে। ভাইজর তুলে পিছনে তাকাল। ঠিক ওর পিছনেই রডরিগুয়েজ, বসে পড়েছে আলট্রায়। তার দুদিকে রয়েছে ডুগান ও কেরি। নিউম্যান স্ট্র্যাপ বেঁধে দিচ্ছে প্রথমজনের, অ্যালেন কেরিরগুলো। এই দুই বেয়াড়াকে নিয়ে চিন্তিত দেখাচ্ছে ওদের।

ওদের পিছনে মোকানডার সাতজনের স্কোয়াড। তাকে অতিরিক্ত মানুষ দিয়েছে রানা, কারণ চ্যাঙ্গেরি হাউস দখল করার দায়িত্ব তাকেই দেয়া হয়েছে। বাকি সমস্ত জিম্মি ওখানেই রয়েছে। তারপর সাকাসার পাঁচজন, কাস্টানেডার পাঁচজন এবং সবশেষে গোমেজের চারজন।

গোমেজকে কি আরও দুয়েকজন বেশি দেয়া উচিত ছিল? ভাবল রানা, কম্পাউন্ডের ছাদের মেশিনগান এমপ্লেসমেন্টগুলো দখল করার দায়িত্ব রয়েছে তার ওপর। কাজটা গুরুত্বপূর্ণ। ধুত্তোর! বিরক্ত হলো ও, সবটাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকে যার যার আলট্রায় বসা দেখে দুই বুড়ো আঙুল মাথার ওপর তুলল—এঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার সঙ্কেত ওটা।

এরমধ্যে অতিরিক্ত আরও একজন করে সেইলর দাঁড়িয়ে গেছে প্রত্যেকটা আলট্রার সামনে, সবার এঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছে কি না হাত তুলে জানাবে তারা। এতগুলো যন্ত্র চালু হলো, অথচ শব্দ নেই তেমন—সিগন্যাল ম্যানরা এক এক করে হাত তুলল। গুনে দেখল রানা, চব্বিশটা।

বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল। সীটের ওপর যতটা আরাম করে বসা যায়, বসল ও নড়েচড়ে, কিক মেরে অন করল নিজেরটা। যতটা না কানে এল আওয়াজ, তারচেয়ে বেশি অনুভব করল। এবার থ্রটলে হাত রেখে শেষবারের মত আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল সবকিছুর ওপর।

ট্যাকোমিটার, অ্যানিমোমিটার, কম্পাস, টেম্পারেচার গজ, গ্লাইড ইন্ডিকেটর—সব ওকে। ঘড়ি দেখল—বারোটা দশ। সময় হয়েছে।

ওর সামনে, ডানদিকে পার্সপেক্স ডোম, তার নিচে এক অফিসারের কাঁধ দেখা যাচ্ছে। লাল আলো জ্বলছে ডোমে-- পুরোপুরি স্বাভাবিক লঞ্চ প্রসিডিওর অনুসরণ করছে বলে এই ফর্মালিটি। হাত তুলে অফিসারকে সঙ্কেত দিল ও, সঙ্গে সঙ্গে লাইটের সুইচ টিপল অফিসার। লাল সঙ্কেত নিভে গেল।

রানা যদি এখন টমক্যাটে থাকত, ওটার বদলে ক্যাটাপুল্ট ফায়ারিং বাটন টিপত সে, এবং আধ সেকেন্ডে শূন্যে উঠে পড়ত ও। দুই সেকেন্ড পর একশো ষাট নট গতিতে সামনে ছুটত। এ ক্ষেত্রে লাল আলো নিভে সবুজ আলো জ্বলবে কেবল। আলট্রার দুই উইং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা দুই সেইলরকে দেখল রানা। একেবারে অল্প বয়সী ওরা, আঠারো থেকে উনিশের মধ্যে হবে। বাঁ দিকেরজন নার্ভাস হাসি হাসল, তারপর একযোগে দুজন বলে উঠল, 'গুড লাক!'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাতাসের দিকে মন দেয়ার চেষ্টা করল ও, আবার চেপে ধরল ভয় ভয় ভাবটা। ভয়টা কিসের, নিজের জন্যে, নাকি মিশনের ব্যর্থতার জন্যে? ভাবল রানা। একটু আগের চিন্তাগুলো আরেকবার মনে মনে নাড়াচাড়া করতেই

আবার বুকের বল ফিরে এল। গুলি মারো ভয়ের!

পিছন থেকে জোর এক দমকা বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল উইং, তারপর আরেকটা। পড়ে গেল গতি—পরক্ষণে আবার ঝাঁকি। ওদিকে সবুজ সঙ্কেত জ্বলে উঠেছে, রানার থ্রটল মুঠো করে ধরা ডানহাত ওপরে-নিচে মোচড় খাচ্ছে, অধৈর্য হয়ে পড়েছে। চার সেকেন্ড…পাঁচ সেকেন্ড…ছয় সেকেন্ড, আবার বাতাস পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে পিক্ আপ দিল ও, ঝাঁপ দিয়ে এগোল আলট্রা, পরমুহূর্তে ভেসে পড়ল শূন্যে। বাঁ দিকে পিছলে যাচ্ছে দেখে আতঙ্কিত হয়ে হ্যান্ডেল বার ধরে নিজেকে সামাল দিতে চেষ্টা করল রানা, দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছিয়ে যেতে দেখল রণপোতের খাড়া বো। নিচে ক্রুদ্ধ মাতামাতি করছে সাদা ফেনার মুকুট পরা ক্যারিবিয়ানের বিশাল একেকটা ঢেউ। হাতের খোলা জায়গায় পানির গুঁড়ো কণা এসে পড়ছে টের পেল ও।

খানিক উঠেই ঝপ্ করে নিচের দিকে ডাইভ দিল আলট্রা, একই মুহূর্তে ঠিক চোখের সামনে বিশাল এক ঢেউয়ের উত্থান দেখে জান উড়ে গেল। সীটের ওপর চিত হয়ে প্রায় শুয়ে পড়ল রানা, হ্যান্ডেল বার ধরে পাগলের মত ওপরদিকে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করে দিল। কিন্তু বিশেষ কাজ হচ্ছে না দেখে হাত-পা অসাড় হয়ে এল আতঙ্কে। ঢেউটা তখন মাথা ছাড়িয়ে ক্রমেই ওপরদিকে উঠে যাচ্ছে।

আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল ও, হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় সাড়া দিল বজ্জাত আলট্রা। সাঁৎ করে লাফ দিল আকাশের দিকে। আধ ইঞ্চির জন্যে বেঁচে গেল ও, ঢেউয়ের মাথা প্যান্টের পিছনে ঘষা খেয়ে পুরোটা ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল। সামলে নিয়ে বিরাট এক ঢোক গিলল রানা, হাঁ করে নিচে তাকাল। নিমিজের বো-র গোড়ায় ভেঙে পড়তে দেখল ঢেউটাকে।

বহু কষ্টে বাদুড়টাকে আরেকটু ওপরে তুলল ও, স্থির করল। পিছনের সবার কি অবস্থা ভেবে দুশ্চিন্তায় আছে—পারবে ওরা শেষ রক্ষা করতে?

সন্তর্পণে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু পারা গেল না, যেদিকে ঘুরতে যায়, হতচ্ছাড়া আলট্রাও সেদিকেই স্লাইড করতে আরম্ভ করে। ইয়াল্লা! আজ এই বাতাসেও এই অবস্থা, সেদিন রওনা হলে না জানি কি হত! ডুগান আর কেরিকে নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল রানা, কেন ওদের গোঁয়ার্তুমি মেনে নিতে গেল ও? কেন নিজে ব্যবস্থা নিল না তখন?

আর যে-ই হোক, ওরা দু'জন এরমধ্যে কিছুতেই টিকতে পারবে না। চিন্তাটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্থবির করে রাখল রানাকে, মন খারাপ হয়ে গেল। পিছনে যে তাকিয়ে পরিস্থিতি দেখবে, সে সাহসও আর হলো না। যে কোন মূল্যে এখন নিজেকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

একটু একটু করে পাঁচশো ফুট ওপরে উঠে এল ও। এখানেও একই রকম মাতামাতি করছে বাতাস, তবে সুবিধে যে ঝপ্ করে বিশ-পঞ্চাশ ফুট নেমে গেলেও ঢেউয়ের ওপর আছড়ে পড়ার আর কোন ভয় নেই। মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকল রানা—ওরাও সবাই উঠে আসুক। কেউ যদি না পারে, যদি সাগরে পড়েও যায়, সময় থাকতে রেসকিউ টীম যেন উদ্ধার করতে পারে।

নিজের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল, একটু একটু করে আরও উঠে যেতে থাকল ও। এখন ওড়া অনেক সহজ হয়ে এসেছে, ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ও। ঘড়ি দেখল, সারফেস স্পীড চেক্ করল—সত্তর থেকে আশি নটের মধ্যে ওঠানামা করছে কাঁটা।

খুশি হয়ে আরও চড়তে থাকল রানা, এক-আধটু অসুবিধে হলেও দেখতে দেখতে উঠে এল সাড়ে তিন হাজার ফুটে।

তারপর আরও।

আরও!

আরও!

নয়

ষোলোতম দিন। সূর্য ওঠেনি খারাপ আবহাওয়ার জন্যে। বাইরে জোর বাতাস। সাগর ফুঁসছে।

খড়ের বিছানায় স্থাণুর মত বসে আছেন র‍্যালফ ডেনটন। বাইরে কয়েকটা কণ্ঠ ছাপিয়ে কার্লোস ফমবোনার হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। ভীষণ ব্যস্ত। স্প্যানিশে তুখোড় রাষ্ট্রদূত, কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছেন জানোয়ারটা জর্জের মৃতদেহ নিয়ে চলে যাচ্ছে। উঠে জানালা দিয়ে ছেলেটাকে এক পলক শেষ দেখা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু মন চেপে ধরে রেখেছে তাঁকে, উঠতে দিচ্ছে না।

নিশ্চই লাশটার সাথে কুকুরের মত আচরণ করছে ফমবোনা, দেখলে কষ্ট আরও বাড়বে। স্মৃতি বিকৃত হয়ে যাবে, তারচেয়ে থাক্, মনে ছেলেটার যে শেষ স্মৃতি ধরা আছে, সেটাই থাকুক। ওর মত দেশপ্রেমিক, ভদ্র, মার্জিত, শিক্ষিত একজনের মৃতদেহের সাথে অর্ধশিক্ষিত, কুকুর ফমবোনার অমার্জিত আচরণ দেখে কষ্ট আরও বাড়ানোর কোন মানে হয় না।

একটা গাড়ি স্টার্ট দিল, বেরিয়ে গেল কম্পাউন্ড ছেড়ে। 'গুড বাই, মাই সান!' বিড়বিড় করে বললেন রাষ্ট্রদূত। 'ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন!'

গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যেতে শুয়ে পড়লেন। রাত নির্ঘুম কেটেছে, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। আর ভাল লাগছে না। হোক শত্রু, তবু এতদিন দু'দণ্ড কথা বলা গেছে ভালদেজের সাথে, সময় কাটানো গেছে, এখন আর সে উপায়ও নেই। এখন ফমবোনা নিশ্চই কথা বের করার সোজা পথ ধরবে। কখন? আপনমনে মাথা দোলালেন তিনি—লাভ নেই, মুখ আমি খুলব না।

বহু বছর আগে আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের দৈহিক নির্যাতনের ওপর একটা আর্টিকেল পড়েছিলেন রাষ্ট্রদূত। নির্যাতনের কষ্ট এড়ানোর খুব সহজ একটা পদ্ধতি ছিল তাতে। ওটা এরকম: কল্পনা করো জীবন শেষ হয়ে গেছে তোমার, তুমি মরে গেছ। যে মরে গেছে, দুনিয়ার কোন শক্তিরই ক্ষমতা নেই তার কিছু করে। কাজেই ঘাবড়িয়ো না। কেউ পারবে না তোমাকে তার নিজের

ইচ্ছেমত চালাতে।

ভালদেজ আর আম্পারোর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কখন যেন, বাইরে গাড়ির আওয়াজ আর ফমবোনার চ্যাঁচামেচিতে ভেঙে গেল ঘুম। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন তিনি, একইরকম আঁধার। দুপুর হয়েছে নিশ্চই। একটু পর গার্ড হাউসে ঢুকল ফমবোনা, সঙ্গে আরও কয়েকজন। ভারী কিছু একটা ধরাধরি করে এনে আউটার অফিসে রাখল ওরা। লোকগুলোকে সতর্ক করার জন্যে ফমবোনার বারবার ধমকাধমকি শুনে মনে হলো জিনিসটা খুব দামী কিছু।

একটু পর সেলের দরজা খুলল সে, চওড়া হাসি তার মুখে। 'এই যে, পিগ! এসো, দেখে যাও তোমার বাপের নাম ভোলাবার জন্যে কি নিয়ে এসেছি।'

দেখলেন রাষ্ট্রদূত, হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বড় একটা কাঠের ব্যারেল মাঝখান থেকে কেটে অর্ধেক করলে যেমন দেখায়, জিনিসটা সেইরকম, টেবিলের মত চার পায়ার ওপর চিত হয়ে আছে। এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত চার ইঞ্চি পর পর চকচকে স্টীলের পাত আড়াআড়ি বসানো আছে ওটায়। চার কোনায় চারটে মোটা চামড়ার ফিতে ঝুলছে।

হাসল ফমবোনা। 'এবার তুমি নাম বলবে, পিগ! বলতেই হবে তোমাকে। না বলা পর্যন্ত রেহাই নেই।'

লম্বা করে দম নিলেন ডেনটন, মাথা দোলালেন। একই সঙ্গে জানোয়ারটার চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটতে দেখলেন তিনি।

'গুড, মনের জোর ভালই আছে তোমার। কিন্তু তাতে কাজ হবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে নরক দেখবে তুমি এটায় শুয়ে, আমি দেখাব। ব্যথা কাকে বলে, হাড়ে হাড়ে টের পাবে। একটা কেন, সব নাম গড়গড় করে বলবে তখন।'

এক হাত তুললেন তিনি, ওটা বিন্দুমাত্র কাঁপছে না দেখে সন্তুষ্ট হলেন। 'শোনো, জাহান্নামের নর্দমার কীট! মুখ খুললে কি ঘটবে, না খুললে কি ঘটবে, দুটোই জানা আছে আমার। জর্জ বলে গেছে। কাজেই ওই আশা ছাড়তে পারো তুমি।'

'পাগল নাকি!' বিস্মিত চেহারা হলো ফমবোনার। 'আমি কখনও আশা ছাড়ি না। জীবনেও ছাড়িনি।'

'অন্তত এইবার ছাড়তে হবে!' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন রাষ্ট্রদূত। 'যত চেষ্টাই করো, কোন লাভ হবে না। নির্যাতন করে আমার মুখ খোলাতে পারবে না তুমি।'

মাথা ডানে-বাঁয়ে দুলিয়ে খ্যাঁক-খ্যাক্ করে হাসল সে। ইঙ্গিতে অদ্ভুত জিনিসটা দেখিয়ে বলল, 'এটাকে তুমি চেনো না বলে এত জোর দিয়ে কথাটা বলতে পারছ, পিগ! যদি চিনতে...'

'চেনার প্রয়োজন নেই। এটার কাজ কি, অনুমান করতে পারি। কিন্তু এটাই হোক, বা তোমার ইঞ্জেকশন, কোনটাতেই কাজ হবে না।'

'হবে, হবে।' একটু থামল ফমবোনা। 'হবে না বললেই হলো? আজ প্রেসিডেন্ট নিজেই আসতে চেয়েছিলেন আমার হাতের কাজ আর তোমার জবানবন্দী শুনতে। কিন্তু আমি একদিন সময় চেয়ে নিয়েছি, বলেছি কাল

আসতে। তার আগে পর্যন্ত তোমাকে নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট চালাব আমি, বুঝলে? তুমি মুখ খুললেই তো গেল, এত কষ্ট করে জিনিসটা নিয়ে এলাম তোমার জন্যে, অথচ কাজে লাগাতে পারলাম না, তাই হয় নাকি?'

'জাহান্নামে যাও তুমি আর তোমার বেশ্যার বাচ্চা প্রেসিডেন্ট!'

রাগে দু'চোখ ধক্ করে জ্বলে উঠল লোকটার, মস্ত মুঠো পাকিয়ে এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল। থেমে গেল। 'আফসোস, তোমার গায়ে হাত তোলা নিষেধ আছে। নইলে...' ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাত ডলল। 'এসো, পিগ, পরিচয় করিয়ে দিই। এটার নাম হচ্ছে এল-আবরাজো বা দ্যা এমব্রেইসার।'

আদর করার মত ওটার ঢালু ওপরের অংশে হাত বোলাল সে। 'কাঠের এই যে রঙ দেখছ, এটা কিন্তু আসল নয়। রক্ত লেগে এরকম হয়ে গেছে। শত শত মানুষের রক্ত লেগে আছে এটায়, বুঝলে? পুরুষ তো বটেই, বহু মেয়ে এমনকি শিশুরাও রক্ত ঢেলেছে এর ওপর শুয়ে। ভার্গাস বসে বসে দেখত সে মজার খেলা।

'কিন্তু ও একটা চামার ছিল আসলে। শিকার যে-ই হোক, ধরেই শেষ করে দিত। আমি সেরকম নই। প্রচুর ধৈর্য আমার।' ঘুরে হাসল। 'এই তো কদিন আগে মনকাডার এক ক্যাপ্টেনকে ধরে এটার ওপর শুইয়ে আদর যত্ন করলাম। কি ঘটেছে তারপর জানো?

'দু'দিন পর চ্যাঁচামেচি সহ্য করতে না পেরে চেম্বারে একটা বুলেটসহ হ্যান্ডগান তুলে দিলাম লোকটার হাতে। বললাম, নে ব্যাটা, ধর! আত্মহত্যা কর! সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ব্যারেল ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিল সে, কিন্তু হলো না। আসলে গুলি ছিল না চেম্বারে, মিথ্যে বলেছিলাম আমি। তারপর ছয়টা দিন, প্রতিমুহূর্ত একটা বুলেট এনে দেয়ার জন্যে কত যে কান্নাকাটি করেছে মানুষটা, কত হাজারবার মুখে মুখে আমার হাত-পা ধরেছে, যদি দেখতে!

'আমি জানি, তুমিও ওর মতই করবে। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু। ইঞ্জেকশনের জন্যে একই কাণ্ড করবে। কিন্তু নাম না বলা পর্যন্ত আমি...' থেমে হেসে উঠল। 'বুঝতেই পারছ!'

ঝুঁকে ওটার পাশে মেঝেতে রাখা একটা ক্যানভাস ব্যাগ তুলে নিল লোকটা। ভেতর থেকে অ্যামপ্লিফাইয়ারের মত কিছু একটা বের করল। সম্মোহিতের মত ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডেনটন, গলা শুকিয়ে কাঠ।

কালো রঙের মেটাল বক্স ওটা, পিছনদিক থেকে তিনটে তার বেরিয়ে আছে। এক তারের মাথায় ঝুলছে প্লাগ, অন্য দুটোর মাথায় দুটো চকচকে ধাতুর ক্রোকোডাইল ক্লিপ। 'এই যে, পিগ! এটাকেও চিনে রাখো। এর নাম হচ্ছে এল-রোম্পেকাবেজাস বা দ্য টিকলার। এমব্রেসার আর টিকলার, এরা দুজন পরস্পরের সঙ্গী। একটাকে ছাড়া অন্যটা বেকার, বুঝলে?'

বক্সের ওপরের একটা ডায়াল দেখাল সে আঙুল দিয়ে। পাশে একটা সুইচ। ডায়ালের ভেতরে কয়েকটা রঙ করা ছোট ছোট জোন দেখলেন ডেনটন। 'এই যে, ইয়েলো, ব্লু, গ্রীন আর রেড জোন। প্লাগ সকেটে ভরে এই সুইচ টিপে ডায়ালের কাঁটা আমি প্রথমে ইয়েলো জোনের ওপর সেট করব। শুরু হয়ে যাবে তোমার লাফালাফি। তারপর অবস্থা বুঝে ব্লু, গ্রীন বা রেডে যাব। দেখি, তোমার

গালচালাকি তখন কোথায় থাকে।

'ব্লু জোন সবচে' কম কারেন্ট সরবরাহ করে। পরেরগুলো,' থেমে শ্রাগ করল ফমবোনা। 'সে সময় হলে তুমি নিজেই টের পাবে। দাঁড়াও, একটা নমুনা দেখাই।'

দরজা খুলে গার্ডকে নিচু গলায় কিছু বলল সে। চলে গেল লোকটা, একটু পর ফিরল বড়সড় এক বেড়াল কোলে নিয়ে। দেখেই ওটাকে চিনলেন ডেনটন, তাঁর এক অফিসারের স্ত্রীর শখের পোষা বেড়াল। কিছুদিন আগে দেশ থেকে নিয়ে এসেছে মহিলা। বোকার মত চার পা বাঁধা প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

আদর করে ওটার কানের পাশে সুড়সুড়ি দিল ফমবোনা, আরাম পেয়ে চোখ বুজল বেড়াল। ওটাকে এমব্রেসারের ওপর শুইয়ে আরেকবার সুড়সুড়ি দিল, তারপর মেটাল বক্স থেকে বের হওয়া প্লাগ সকেটে ভরে দুই ক্লিপের একটা সতর্কতার সাথে আটকে দিল ওটার কানে, অন্যটা লেজের মাথায়। 'দেখো, পিগ!' ডায়ালের কাঁটা ইয়েলো জোনে সেট করল সে।

চোখ বুজে রাখতে চাইলেন ডেনটন, কিন্তু পারলেন না। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ফমবোনার হাত সুইচের দিকে উঠে যেতে দেখলেন, পরক্ষণে তীক্ষ্ণ ক্লিক্ শব্দ কানে এল। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল বেড়ালটা, কিন্তু পা বাঁধা বলে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে, ছটফট করতে লাগল। দেহের প্রত্যেকটা লোম শজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে গেছে ওটার। দু'চোখ ঠিকরে পড়ার জোগাড়। চ্যাঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে।

দু'বার ড্রপ্ খেল অসহায় জন্তু, আর সময় নষ্ট না করে ডায়াল রেড জোনে নিয়ে এল ফমবোনা। এক লাফে শূন্যে উঠে গেল বেড়াল, যখন আছড়ে পড়ল, ওটা যে রক্তমাংসের কিছু তা মনেই হলো না। আস্ত একটা থান ইঁটের মত ঠকাশ্ করে আওয়াজ তুলল, ড্রপ্ খেয়ে খানিকটা উঠে ফের পড়ল ঠক্ করে। আর নড়ল না। মাথা দুলিয়ে দুঃখ প্রকাশ করল ফমবোনা।

'এটার মত এত আওয়াজ করতে দেয়া হবে না তোমাকে, পিগ। তাতে অন্য জিম্মিরা ভুল ভেবে বসতে পারে।'

সুইচ অফ করে ক্লিপ খুলে নিল সে, মাথা ঝাঁকাল গার্ডের উদ্দেশে। লেজ ধরে ওটাকে দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল লোকটা। আরেকটা ব্যাগ থেকে সাদা ডক্টর'স কোট ও স্টেথোস্কোপ বের করল ফমবোনা। কোট গায়ে দিয়ে পরেরটা গলায় ঝুলিয়ে নাটুকে ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল ডেনটনকে।

'ডক্টর কার্লোস ফমবোনা অ্যাট ইওর সার্ভিস, এক্সেলেনসি,' দাঁত বের করে হাসল। 'মেডিকেলের ছাত্র ছিলাম আমি। এক বছরের বেশি পড়িনি অবশ্য। তেমন ভাল ডাক্তার নই, তবে কিছু কিছু শিখেছি। বয়স যাই হোক, আপনার হার্টের অবস্থা শুনলাম বেশ ভাল। তাই ঠিক করেছি, এল-রোম্পেকাবেজাস ওটার ওপর কেমন কাজ করে, এই সুযোগে তা পরীক্ষা করে দেখব। আসুন।'

পিছাতে শুরু করলেন তিনি। ভয়ে ঘাম ছুটে গেছে। এত সহজে নয়, আমি নিজে থেকে যাচ্ছি না। পারলে ধরে নিয়ে যাও আমাকে। বাধা দিতে হবে,

প্রাণপণে বাধা দিতে হবে যাতে ওরা আঘাত করতে বাধ্য হয়। ভাবছেন ডেনটন, দু'চারটা দাগ যাতে বসে যায়, যাতে লাশ পরীক্ষা করে আমেরিকা বুঝতে পারে তাঁর ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে তোমরা বেঁচে যাবে, তা ভেবো না। ভয়ে, রাগে দু'হাত আপনাআপনি মুঠো হয়ে উঠল তাঁর।

'কি হলো!' বলল ফমবোনা। 'নিজে থেকে আসবেন না? লোক ডেকে ব্যবস্থা করতে হবে? আচ্ছা, বেশ।'

গার্ডকে ডেকে আরও কয়েকজনকে নিয়ে আসতে বলল সে। চারজন এল ওরা। সবাইকে ফমবোনা সতর্ক করে দিল, যে ডেনটনের গায়ে হাত তুলবে, তাকেও এল-আবরাজোয় চড়াবে সে। এক মিনিটের মধ্যে লোকগুলো ধরে ফেলল তাঁকে। আবরাজোর ধাতুর পাতে ঘষা লেগে পিঠে যাতে দাগ বা ক্ষত সৃষ্টি না হয়, সে জন্যে একটা কম্বল বিছিয়ে তারওপর শোয়ানো হলো। চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধার আগে হাত ও পায়ের কব্জি তুলোর পুরু প্যাডের তৈরি ব্যান্ডেজ দিয়ে মুড়ে দেয়া হলো। সবশেষে দু'হাতে তাঁর চোয়াল ফাঁক করে মুখের ভেতর রাবারের মোটা একটা গোঁজ ভরে দিল ফমবোনা।

সন্তুষ্ট হয়ে হাসল। 'এটা কেন দিলাম জানো? যাতে ব্যথার চোটে নিজের জিভ নিজে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে না পারো তুমি। বেশি জোরে চ্যাচাতে না পারো। আর একটা কাজ বাকি, তারপর...' একটা দু'ইঞ্চি চওড়া, প্রায় গোল প্যাড দেখা গেল লোকটার হাতে। ওটা দিয়ে তাঁর কপাল বেড় দিয়ে মাথা বেশ টাইট করে বাঁধা হলো। 'এটা করা হলো যাতে মাথা পিটিয়ে ফাটিয়ে ফেলতে না পারো।'

হাত ঝাড়তে ঝাড়তে পিছিয়ে গেল সে, মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, এবার হয়েছে। ক্লিপ দুটো কোথায় আটকানো যায়? পেয়েছি।' একটা ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে আটকে দিল সে, অন্যটা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে।

চোখ পুরো মেলে লোকটাকে দেখতে থাকলেন ডেনটন, জোর করে সাহস ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। সোলঝেনিৎসিনের আর্টিকেলের কথা ভাবলেন—আমি তো মরে গেছি। ও আমার কিছু করতে পারবে না। কিছুই হবে না আমার।

'এবার আমরা আসল কাজ শুরু করব, এক্সেলেনসি।' আদর করার ভঙ্গিতে তাঁর গাল টিপে চুকচুক আওয়াজ করল ফমবোনা। 'প্রথমে ইয়েলো জোনের স্বাদ নিন। অন্য জোনে যাওয়ার আগে ক্লিপ অন্যখানে সেট করব, পুরুষাঙ্গে, ঠোঁটে, জিভে অথবা আলাজিভে। তখন বুঝবেন, আঙুলের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ ঢোকা ওসবের তুলনায় স্বর্গের শান্তির মত ছিল।'

পেটের চামড়ায় আঙুল দিয়ে মৃদু সুড়সুড়ি দিল সে। 'এখন কোন নাম চাই না আমি, এক্সেলেনসি। খবরদার, বলতে যেয়ো না যেন। আগে এল-আবরাজো, এল-রোম্পেকাবেজাসের সাথে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে দাও, তারপর ধীরেসুস্থে হবে ওসব, বুঝলে? আমার মজা নষ্ট করে দিয়ো না, প্লীজ।' চোখ নাচিয়ে হাসল। 'ক্লিক শোনার অপেক্ষায় থাকো।'

চোখের সামনে থেকে সরে গেল সে। মেঝেতে জুতোর আওয়াজ উঠল। নাকমুখ দিয়ে বাতাস টেনে বুক ভরে নিলেন ডেনটন, সশব্দে ছাড়লেন, ওরমধ্যেও

সুইচ অন করার শব্দ কান এড়াল না।

কতক্ষণ পর অফ করা হলো জানেন না তিনি, কোন ধারণাই নেই, অসহ্য বেদনার স্মৃতিও মাত্র মিলিসেকেন্ডের জন্যে স্থায়ী হলো। চিৎকার শুনতে পাননি ডেনটন, শুধু মনে আছে একেবারে শেষ মুহূর্তে দুর্বল গোঙানির মত কিছু একটা কানে এল যেন। কণ্ঠনালী খসখসে হয়ে উঠেছে টের পেলেন, দুর্বোধ্য কী সব বলছেন। দাঁত সেঁধিয়ে গেছে রাবারের মধ্যে, দেহের প্রতিটি স্কয়ার মিলিমিটার অনবরত খিঁচুনি মারছে।

দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে আসতে মুখের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ানো ফমবোনাকে দেখলেন রাষ্ট্রদূত, স্টেথোস্কোপ বুকে চেপে ধরে তাঁর হার্টবিট শুনছেন হাসিমুখে। চোখের মধ্যে ঘাম পড়তে মাথা ঝাঁকালেন, পানি সরিয়ে তাকালেন আবার।

'গুড!' সোজা হলো লোকটা। 'চমৎকার হার্ট আপনার, এক্সেলেনসি। এত ভাল হবে আশা করিনি আমি। মনে হচ্ছে রেড জোনে খেলা জমবে ভাল। অবশ্য এটা মাত্র দুই সেকেন্ডের ছিল…পরিচয় করিয়ে দেয়া আর কি। পরেরবার কিছুটা বাড়াব। পাঁচ, অথবা দশ সেকেন্ড… ক্লিক শোনার অপেক্ষায় থাকুন।'

চোখ বুজলেন ডেনটন, অপেক্ষা করতে থাকলেন। আওয়াজটা শোনাল ঠিক কানের কাছে বন্দুক ফোটার মত। শুরু হলো আবার দুনিয়া ফাটানো চিৎকার—প্রায় শব্দহীন চিৎকার। বুক, গলা ফাটানো, টানা। তারপর আবার মুক্তি। একনাগাড়ে আধ ঘণ্টা চলল ফমবোনার পরীক্ষা, শেষবার সুইচ অন করার আগে এক বালতি পানি ঢেলে দিল তাঁর গায়ে। ব্যাখ্যা করল, এতে নাকি কাজ হয় দারুণ। এরপর বাঁধন খুলে তাঁর শক্ত হয়ে ওঠা দেহটা তুলে নামানো হলো এল-আবরাজো থেকে। কিচেন থেকে দফায় দফায় এল ঘন চিকেন সুপসহ নানান পুষ্টিকর খাবার। মুখ খোলারও শক্তি নেই তখন ডেনটনের।

সে সব জোর করে ঠেসে খাওয়াল ফমবোনা। না খেলে কাল শক্তি থাকবে না দেহে, তার পরীক্ষা জমবে না।

কাজ সেরে কোটের পকেট থেকে একটা প্লাস্টিক বক্স বের করল সে, তার ভেতর থেকে বেরোল চকচকে সুঁই পরানো হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। ওটা ডেনটনের চোখের সামনে নাচিয়ে বলল, 'কিউবান হারামজাদা পনেরো দিন সময় নিয়েছিল, আমি নিয়েছি মাত্র দু'দিন। কাল শেষ হবে আমার সময়।

'কাল তোমাকে এল-আবরাজোয় ওঠাব শেষবারের মত, ওটা থেকে জ্যান্ত নামবে না তুমি, নামবে লাশ হয়ে। এটা হচ্ছে তোমার দোজখে যাওয়ার পাসপোর্ট, দেখে রাখো ভাল করে। কাল যখন আমি শুরু করব, এটার জন্যে হাত-পা ধরবে তুমি আমার।'

লোকটা যখন বেরিয়ে গেল, তখন রাত নেমেছে। মাঝের দরজা খোলা রেখে এক গার্ড বসে থাকল সারারাত, ডেনটন আত্মহত্যা করতে চাইলে বাধা দেবে। অন্ধকার সেলে মরার মত পড়ে থাকলেন তিনি, অনুভূতি বলে কিছু নেই। চরম ক্লান্তিতে চোখ ভেঙে আসছে বারবার, অথচ ঘুম আসছে না। চোখ বুজলেই ঘুম পালায়।

সোলঝেনিৎসিন, বিকারগ্রস্ত মনে ভাবলেন তিনি, বুঝতে পারছি যা-তা লিখে

নাম করেছিলে তুমি। কোন কাজে লাগল না তোমার থিওরি।

আম্পারো ফ্লোরেসের কথা ভাবলেন, জর্জ ভালদেজের কথা ভাবলেন, সারারাত একই চিন্তা ঘুরল মাথায়। আমিও আসছি তোমাদের কাছে। এক সাথে থাকব আমরা ওখানে, নোংরা রাজনীতি যেখানে আর বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না আমাদের। অপেক্ষা করো…অপেক্ষা করো।

সতেরোতম দিনের সূর্যও উঠল না মেঘের কারণে। বাতাস আজ একটু যেন কমেছে মনে হলো। ঘুম ভাঙল তাঁর। মন শক্ত করে উঠলেন। খড়ের বিছানা ছাড়ার আগেই প্রতিজ্ঞা করলেন, একটা কথাও বলবেন না, যত খুশি নির্যাতন করুক হারামজাদা ফমবোনা। আর হ্যাঁ, ডেনটন যে ভয় পাননি, সেটাও ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কিভাবে?

সাড়ে দশটার দিকে হাসিমুখে সেলে পা রাখল লোকটা, পরমুহূর্তে গোসল হয়ে গেল রাষ্ট্রদূতের পেশাব আর মলে। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, অবিশ্বাসে, ঘৃণায় ভীষণরকম বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। মাত্র পাঁচ হাত দূরে খালি বালতি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ডেনটন, ওটার সমস্ত তরল-আধা কঠিন হলুদ পদার্থে ফমবোনার সারামুখ, বুক একেবারে মাখামাখি। পিছনে চোখ কপালে তুলে দাঁড়িয়ে আছে গার্ড। চেহারা বিকৃত, বমি করে দিতে পারলে বাঁচে, কিন্তু ফমবোনার বেইজ্জতির ভয়ে সাহস পাচ্ছে না।

শার্টের আস্তিনে কোনরকমে মুখ মুছে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, 'ওয়াক!' 'ওয়াক!' করতে করতে এলোমেলো পায়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ফিরল ঝাড়া দুই ঘণ্টা পর। চেহারা ফ্যাকাসে, দেখেই বোঝা যায় বমি করতে করতে জান খারাপ হয়ে গেছে হারামজাদার। এরমধ্যে কয়েক গার্ড বালতি বালতি পানি মেরে গার্ড হাউস ধুয়ে ফেলেছে।

বাঁকা হাসি দিয়ে ফমবোনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলালেন ডেনটন। 'তোমাকে আর তোমার নির্যাতনকে যে আমি পরোয়া করি না, ওটা ছিল তার নমুনা, জাহান্নামের কীট! তুমি ভুলে গিয়েছ আমি কে, তাই মনে করিয়ে দিতে হলো একটু। এবার এসো, দেখি তোমার ক্ষমতা বেশি, না আমার।'

কথা বলল না ফমবোনা। কেন, ডেনটন তা জানেন। একটু আগে তিনি যা করেছেন, একজন ল্যাটিনের জন্যে তা চরম বেইজ্জতির ব্যাপার। মা, স্ত্রী বা মেয়েকে যৌন উৎপীড়ন করার চেয়ে কোন অংশে কম নয় ব্যাপারটা। গার্ডদের সামনে এতবড় বেইজ্জতি মেনে নেয়া খুব কঠিন হয়ে পড়েছে তার জন্যে। মুখ বন্ধ রেখেই কাজে লেগে পড়ল সে। চার গার্ড মিলে আগেরদিনের মত ধরে এল-আবরাজোয় শোয়াল তাঁকে, বাঁধাছাঁদা হলো।

কোন নাটকীয়তার ধার ধারল না আজ ফমবোনা, ডায়াল ব্লু জোনে সেট করে অন করে দিল। প্রতিবার দশ সেকেন্ড করে শক্ দিয়ে চলল। শক্ দেয়া শেষ হলে সুইচ অফ করে, তাঁর মুখের ভেতরের রাবার গোঁজ বের করে কান পাতে ঠোঁটের সামনে। কিছুক্ষণ পর মাথা নেড়ে হতাশা প্রকাশ করে আবার শুরু করে দেয়। রাত আটটার দিকে বারমুদেজের সাথে কথা বলতে বেরিয়ে গেল সে, তার

আগে এক গার্ডকে শিখিয়ে দিয়ে গেল কিভাবে কাজ চালু রাখা যায়। অবশ্য উল্টাপাল্টা কিছু করে বসার পরিণতি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করতে ভুলল না।

দশ মিনিট পর সে ফিরতে হড়বড় করে বলে উঠল গার্ড, 'লোকটা কথা বলেছে, সেনিয়র! কথা বলেছে!'

'কি বলেছে?' চোখ কোঁচকাল ফমবোনা।

'ওর ছেলের নাম...'

'ছেলে!' ধমকে উঠল সে। 'ছেলে এল কোত্থেকে! এ ব্যাটা তো বিয়েই করেনি, কি বলছ তুমি?'

বোকা বোকা চেহারা হলো গার্ডের। 'কিন্তু, সেনিয়র...আমি যে পষ্ট শুনলাম! দু'বার বলেছে, "জর্জ, মাই সান, আমি আসছি"!'

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব দেখাল ফমবোনাকে, পরক্ষণে রেগে উঠল। 'ওটা তো হারামজাদা কিউবানটার নাম।' একটু থামল। 'শুরু করো আবার। রাতে প্রেসিডেন্ট আসছেন, সম্ভব হলে তার আগেই মুখ খোলাতে হবে ব্যাটার।'

আরও এক ঘণ্টা চলল শক্ ট্রিটমেন্ট। কিন্তু লাভ হলো না, ততক্ষণে সমস্ত যন্ত্রণা আর কষ্ট হজম করে ফেলার শক্তি অর্জন করে ফেলেছেন রাষ্ট্রদূত। শেষ পর্যন্ত বুঝেছেন সোলঝেনিৎসিনের কথাই ঠিক, তবে তা প্রমাণ হতে একটু বেশি সময় লাগল, এই যা। কোন কষ্টই এখন অনুভব করছেন না তিনি, কারণ নিজেকে মৃত ভাবতে ভাবতে কখন যে মনটা সত্যি মরে গেছে বুঝতেই পারেননি। দেহটা যা অনুভব করছে, তা ঠেকে থাকছে দেহেই, মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না।

এরমধ্যে যতবার চোখ খুলেছেন, ততবার সিরিঞ্জ দেখিয়েছে ফমবোনা, ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছে আর বেশি দেরি নেই। জবাবে ডেনটনও মাথা দুলিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ঠিক আছে। আশ্চর্য! দু'বার তাঁর মুখে হাসিও দেখেছে ফমবোনা।

বিদ্যুৎ প্রবাহের সাথে প্রতিবার দেহ কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠছে তাঁর, গলা দিয়ে আর্তনাদও বের হচ্ছে। কিন্তু সে শুধুই গলা দিয়ে—মনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই তার। ঘন ঘন জ্ঞান হারাতে থাকলেন রাষ্ট্রদূত। কতক্ষণ পর মনে নেই, ধীরে ধীরে ক্লান্তিকর ঘুমের অতল থেকে উঠে এলেন। কথা বলছে যেন কারা। ওর মধ্যে কেবল ফমবোনার গলা চিনতে পারলেন।

'এখন একটু ঘুমিয়ে নাও তোমরা,' খুব সম্ভব গার্ডদের বলল লোকটা। 'প্রেসিডেন্ট আগে হসপিটালে যাবেন সেনিয়রিটাকে দেখতে, তারপর এখানে আসবেন।' হাসি শোনা গেল তার।

'প্রেসিডেন্ট এলে গ্রীন দিয়ে শুরু করব আমি। শেষ করব রেড দিয়ে।'

'কিন্তু লোকটা বড় কঠিন, সেনিয়র!' বলল আরেক কণ্ঠ। 'এতর পরও মুখ খোলার নাম নেই, ভারি আশ্চর্য!'

ফমবোনার জবাব শোনার সুযোগ হলো না, আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন র‍্যালফ ডেনটন।

ঠোঁটের কোণে জমাট বেঁধে থাকল মৃদু হাসি।

দশ

চার হাজার ফুটে উঠে এল মাসুদ রানা, প্রায় একই মুহূর্তে রক্তের মত লালচে দিগন্তে গাঢ় এক দাগ দেখতে পেল। কারাকাস!

বুকের মধ্যে এক ঝলক গরম রক্ত ছল্‌কে উঠল, মনে মনে বলল, খোদা! মাত্র ন'জন চাই। মাত্র ন'জন।

আরেকটু উঠে থ্রটলের ওপর থেকে চাপ কমাল ও, বাতাসে পিঠ ভাসিয়ে এগিয়ে চলল। দাগটা খুব দ্রুত আকার নিতে শুরু করেছে, বড় হচ্ছে ক্রমে। আরও কিছুদূর যেতে একটা-দুটো টিমটিমে আলো দেখা দিতে শুরু করল। মার্কিন অবরোধের জন্যে তেল আসা বন্ধ বলে সন্ধের পর নব্বইভাগ আলো জ্বলে না ভেনিজুয়েলায়, জানা আছে রানার। তবে দূতাবাস কম্পাউন্ডের ফ্লাডলাইটগুলো ঠিকই জ্বলে।

ওগুলোর খোঁজে ডানে-বাঁয়ে তাকাল। এতক্ষণে দেখা পাওয়ার কথা ছিল, নেই কেন? না, আছে! আচমকা ওর ডানদিকে দেখা দিল বেশ কিছু আলো। এরমধ্যে বাতাস ওকে যথেষ্ট দক্ষিণে ঠেলে নিয়ে এসেছে, এতটা সরে আসবে ভাবেনি। ব্যস্ত হয়ে হ্যান্ডেলবারের সাথে কুস্তি শুরু করে দিল রানা। মরিয়া হয়ে উত্তরে সরে যাওয়ার চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগল।

হ্যাঁ, ওগুলোই! উত্তেজিত হয়ে পড়ল ও আলোগুলোর চৌকো আকার দেখে। ক্রমে কাছিয়ে আসছে। আরও কিছুদূর এগোতে ওরমধ্যেও কম্পাউন্ডের প্রত্যেকটা বিল্ডিঙ আলাদা আলাদা সনাক্ত করতে পারল। আরেকবার বুকের রক্ত ছলকে উঠল রানার—ওই যে সেই গার্ড হাউস! দাঁতে দাঁত পিষল ও

মন ওদিকে এত ব্যস্ত যে আসল কাজই ভুলে গিয়েছিল, খেয়াল হতে নিচে তাকিয়ে উপকূল রেখা দেখতে পেল। লাল রঙের বড় বড় ঢেউ সবেগে আছড়ে পড়ছে লাল সৈকতে। উত্তেজনা কঠোর হাতে দমন করল ও, ডান হাত দিয়ে চট্ করে হেলমেটের সাথে ফিট্ করা রেডিওর 'ট্রান্সমিট' বাটন অন করল। কথা শুরু করার আগে মনে মনে আরেকবার বলে নিল, খোদা! অন্তত নয়জন যেন থাকে।

'ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান টু গ্রীন ওয়ান, কাম ইন!'

সেকেন্ড গুনতে শুরু করল রানা। তিন…চার…পাঁচ। সাড়া নেই। প্রচণ্ড হতাশা ছেঁকে ধরল, চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হলো, এবং ঠিক তখনই কানের পর্দায় মোকানডার কণ্ঠ বাড়ি খেল এসে।

'গ্রীন ওয়ান টু ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান, আমরা তিনজন!'

অর্থাৎ ওকে নিয়ে চারজন, ভাবল রানা। অস্থিরতা বেড়ে উঠল। 'ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান টু ব্লু ওয়ান, কাম ইন!'

তক্ষুণি সাড়া দিল কাস্টানেডা। 'ব্লু ওয়ান, আমরা দু'জন!'

পাঁচজন হলো—আর মাত্র চারজন চাই। 'ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান টু ইয়েলো

ওয়ান, কাম ইন!'

সাকাসার চড়া গলা ক্যাড়-ক্যাড় করে উঠল। 'ইয়েলো ওয়ান টু ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান, আমরা তিনজন!'

হৃৎপিণ্ডের ধুপ্ ধাপ্ বেড়ে গেল ওর। ইয়াল্লা! আর একজন। 'ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান টু রেড ওয়ান, কাম ইন!'

ও জানে, এখনই কড়া স্প্যানিশ টানে সাড়া দেবে গোমেজ। কখন দেয়, সেই অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু দিল না। আরেকটা গলা শোনা গেল তার বদলে।

'ইয়েলো টু, আমরা দু'জন।'

গলাটা গোমেজের ডান হাত লুইসের। স্কোয়াড লীডার পারেনি উঠতে। তা হোক, তবু এগারোজন হয়ে গেছে। চলবে। নিজের স্কোয়াডের খোঁজ নিল ও এবার। ডুগান আর কেরির আশা ছেড়েই দিয়েছে, কেবল রডরিগুয়েজ থাকলে হয় এখন।

'ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান টু ব্ল্যাক ব্যাটু টু, কাম ইন!'

সাড়া নেই। কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে যেতে রিপিট করল রানা। 'ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান টু ব্ল্যাক ব্যাট টু, কাম ইন!'

'দিস ইজ ব্ল্যাক ব্যাট থ্রী। টু আর ফোর উড়তে পারেনি।'

যাহ্, সেরা পাইলট উড়তে পারল না, পারল কি না বেয়াড়া ডুগান! তেমন আশাই যার ছিল না! যাক্, তবু বারোজন তো হলো সবসহ। শেষ পর্যন্ত নিউম্যান-অ্যালেনের আশঙ্কাই ঠিক হলো, অর্ধেকই ব্যর্থ হলো! অর্ধেক প্লাস ওয়ান। যা হোক্, এবার আসল কাজ শুরু করতে আর বাধা নেই।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কথা ভাবল রানা, নিশ্চয়ই ওদের আলোচনা শুনে টেলিফোনের ওপর হামলে পড়েছেন তিনি—হোয়াইট হাউসে আর ঢাকায় ফোন করে খবর জানাতে লেগে গেছেন।

রেড স্কোয়াডের কথা ভাবল ও, ছাদের গান এমপ্লেসমেন্ট ধ্বংস করার দায়িত্ব ওদের ছিল। দু'জনই নেই ওদের, সমস্যা হয়ে যেতে পারে। তবে যে দু'জন আছে, মন্দ নয় তারা। যথেষ্ট ভাল। ইউ. এস রেগুলার। ওদের নিয়ে আগে দু'তিনবার কাজ করার অভিজ্ঞতা রানার আছে, তাই বেশি ভাবল না।

বাঁ দিকে, অনেক কাছে এসে পড়েছে কম্পাউন্ড। ইগনিশন সুইচের দিকে হাত বাড়াল রানা, অফ করে দিল এঞ্জিন। 'ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান, সব এঞ্জিন অফ।'

কয়েক সেকেন্ড লাগল রানার গতিহীন বাদুড়টাকে গ্লাইড মূডে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে, তারপর নামতে শুরু করল ডানা ভাঙা প্রজাপতির মত ঘুরতে ঘুরতে। হ্যান্ডেলবারের সাথে যুদ্ধ করার ফাঁকে নীরবে প্রার্থনা চালিয়ে যেতে থাকল যেন আস্ত অবস্থায় নামতে পারে সবাই। এক সময় লালচে মাটির বুক চোখে পড়ল ওর, ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে ওপরদিকে।

ত্রিশ ফুট ওপরে থাকতে এক ঝলক দমকা বাতাস পতনের গতি কমিয়ে দিল, বেশ ধীরগতিতে কম্পাউন্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনা দিয়ে দেয়াল টপকে ভেতরে চলে এল রানা। ঠিক যেখানে নামার কথা ছিল; রেসিডেন্সের পিছনে, সেখানেই পৌঁছেছে প্রায় নিঃশব্দে। নিজের স্কিল দেখে মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়াল।

ব্র্যাগ মক-আপে কম করেও দুই ডজনবার এখানেই নামা প্র্যাকটিস করেছে ও, সময়মত ভালই ফল হয়েছে তার।

ধীরে, নিজেকে বলল ও, ব্যস্ত হয়ো না। অন্যদের তুলনায় বেশি আগে নেমে পড়েছ তুমি। বারের ওপর থেকে হাতের চাপ কমাল, বাঁ দিকের কানার্ড উইং কাত হয়ে সামান্য উঠল ওপরদিকে, কাঁকড়ার মত আড়াআড়ি এগোল। সামনে খুব দ্রুত উঁচু হচ্ছে বিল্ডিংগুলো। কয়েক সেকেন্ড পর মাটিতে পা রাখল রানা, আলট্রা ঠেলে নিয়ে এল বিল্ডিং ও উঁচু দেয়ালের মাঝখানে। দুই সেকেন্ডের মধ্যে অভ্যস্ত হাতে স্ট্র্যাপ খুলে নিজেকে মুক্ত করল, জিনিসটা ভাঁজ করে রেখে সরে আসার ফাঁকে ইনগ্রাম এসএমজি নামিয়ে কক করল, কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকল কোন শব্দ ওঠে কি না শোনার জন্যে।

না, বাতাসের শোঁ-শোঁ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। একেবারে চুপচাপ গোটা কম্পাউন্ড। একটা শব্দ উঠল—ফিসফিসানির মত। চোখ তুলতে একটা গোলাপী বাদুড় দেখল ও, কয়েক গজ দূরে নামতে যাচ্ছে। ওটা ডুগান। হুড়োহুড়ি করে নামছে, তার আলট্রার কানার্ড উইং বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে আছে, আর এক ফুট নামলেই মাটিতে বাড়ি খাবে।

দম বন্ধ করে তাকিয়ে থাকল রানা—না, তেমন কিছু ঘটল না। সময় থাকতে শুধরে নিয়েছে ডুগান, ঝাঁকি খেয়ে উঠে গেল ডানাটা। প্রায় ওরই মত নিঃশব্দে নামল সে, দাঁড়িয়ে পড়ল সীমানা দেয়ালের ছয় ফুট এপাশে। এবারও কোন চিৎকার, হুড়োহুড়ির শব্দ উঠল না। আলট্রা ফোল্ড করে খুব দ্রুত তৈরি হলো ডুগান। ঝুঁকে ছুটে এল ওর পাশে। সন্তুষ্ট হয়ে তার কাঁধ চাপড়ে দিল রানা, জবাবে গোলাপী দাঁত দেখা দিল যুবকের। চারদিকে সতর্ক নজর রেখে রেসিডেন্সের কোনার দিকে এগোল দু'জন পাশাপাশি।

ওদের ডানদিকে, পঞ্চাশ গজ দূরে গার্ড হাউস, তার ওপাশে মেইন গেট। ভাল করে তাকাতে গেটের দু'পাশের দেয়ালে দুটো গাঢ় ছায়া দেখা গেল। ওরা গার্ড—মিলিট্যান্ট স্টুডেন্ট, ঘুমাচ্ছে হেলান দিয়ে বসে। ডুগানের কাঁধে টোকা দিয়ে সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা, সে-ও পাল্টা টোকা মেরে জানাল বুঝতে পেরেছে।

আরেকটু ডানে, কম্পাউন্ডের ও-প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে স্টাফ অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক। ওর মধ্যে যে বিল্ডিংটা ওদের সবচেয়ে কাছে, তার ছাদে বালির বস্তার দেয়াল দেখা যাচ্ছে। সন্তুষ্ট হলো রানা বট্টিসেলির তথ্য নির্ভুল ছিল দেখে। রেড স্কোয়াডের অবশিষ্ট দু'জনের কথা ভাবল, আশা করল ওরা পারবে কাজটা শেষ করতে। মুখ তুলে আকাশের গায়ে তাদের খুঁজল রানা, নেই। নিশ্চই বেশি নিচে নেমে পড়েছে, দেয়ালের আড়ালে আছে বলে দেখা যাচ্ছে না। অথবা···

চিন্তা ভাবনা থামিয়ে আরেকদিকে তাকাতে যাচ্ছিল, তখনই দুইশো গজ দূরের চ্যান্সেরি বিল্ডিঙের পিছনে ডায়মন্ড আকারের দুটো ছায়া নামতে দেখল। গুড! আপনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা। প্রায় একই মুহূর্তে বাঁ দিকে খসখস আওয়াজ উঠল, পরক্ষণে চাপা ঝুপ্ ঝাপ্। দেখা গেল না কাউকে, তবে ওটা যে সাকাসার স্কোয়াড, তাতে কোন সন্দেহ রইল না। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের পিছনে নেমেছে

ওরা। এবার আসল কাজ শুরু করার সময় হয়েছে।

বোঝা যাচ্ছে কেউ জেগে নেই কম্পাউন্ডে, অন্তত গার্ডদের কেউ, তাই দেয়াল ঘেঁষে পুরো কম্পাউন্ড চক্কর দিয়ে গার্ড হাউসে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করল না রানা। বরং ঝুঁকি নিয়ে সরাসরি এগোবে ঠিক করল। এখন এমনিতেও যে কোন মুহূর্তে নরক ভেঙে পড়বে কম্পাউন্ডের মাথায়। এবং ও তার আগেই গার্ড হাউসে পৌঁছতে চায়। ডুগানকে ইঙ্গিত করল রানা, উবু হয়ে জোর পায়ে এগোতে শুরু করল।

অর্ধেক পথ যেতে না যেতে ওদের নাকের সামনে দিয়ে আড়াআড়ি উড়ে গেল একটা আলট্রালাইট, ল্যান্ড করল একেবারে কম্পাউন্ডের মাঝখানে। রাষ্ট্রদূতের সুইমিঙ পূলের কিনারায় থামল। কে ও? ভাবল রানা বিরক্ত হয়ে, পরক্ষণে শ্রাগ করল। যে-ই হোক, কিছু যায়-আসে না। কেউ দেখেনি ওকে। অজান্তে থেমে পড়েছিল রানা, আবার পা চালাল।

ওরা যখন গার্ড হাউসের পিছনে পৌঁছল, ডান চোখের কোণে আরেকটা আলট্রা ধরা পড়ল। অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের কাছে নেমেছে। জিনিসটা ওখানেই ফোল্ড করে রেখে পা চালাল কমান্ডো, মিলিয়ে গেল ব্লকের পিছনদিকে। এগোল ওরা, কিন্তু কয়েক পা গিয়েই আবার দাঁড়াতে হলো। লম্বাটে গার্ড হাউসের সামনে চেয়ারে বসে আছে এক গার্ড! বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় ঘুমে অচেতন। দুই হাত কোলের ওপর ভাঁজ করা, থুতনি ঠেকে আছে বুকের সাথে। চেয়ারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার অস্ত্র। এদিকে পাশ ফিরে বসে আছে, কাজেই বেশি সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন মনে করল না মাসুদ রানা।

ডুগানের কাঁধে টোকা দিয়ে ডান তর্জনী শূন্যে তুলে খাড়া করল প্রথমে, আধখানা চাঁদের মত ভাঁজ করল, তারপর পুরোটা। আন্তর্জাতিক সঙ্কেত ওটা—প্রথম ভাঁজ বোঝায় কেউ বসে আছে, পরেরটা বোঝায় ঘুমিয়ে আছে, থুতনি ঠেকে আছে বুকে। মাথা ঝাঁকাল ডুগান, বুটের পাশের খাপে খাড়া হয়ে থাকা কমান্ডো ছুরি বের করে দানবীয় এক গিরগিটির মত এগোল লোকটার দিকে। তার পিছনে থাকল ও।

ইনগ্রাম আগেই কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে ডুগান, কাছে গিয়ে পিছন থেকে খপ্ করে লোকটার মুখ চেপে ধরল। নিঃশব্দে, হ্যাঁচকা পোচে তার জুগুলার দু'ভাগ করে দিল। পরমুহূর্তে তার পা ছোঁড়াছুঁড়ির আওয়াজ বাঁচাতে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে ফেলল দেহ। কিছুক্ষণ ভীষণরকম মোড়ামুড়ি করল ওটা পেশীর তাড়নায়, গলার কাটা জায়গা দিয়ে চাপা ঘড়-ঘড় এবং কাশির মত আওয়াজ বের হলো, তারপর থেমে এল নড়াচড়া। সটান সোজা হয়ে ডুগানের বাহুতে ঝুলে পড়ল গার্ড। হাত-পা অল্প অল্প দোল খাচ্ছে। কাটা জায়গা দিয়ে মৃদু কুলকুচি করার মত শব্দে রক্ত বের হচ্ছে।

দেহটা আলগোছে চেয়ারে বসিয়ে দিল ডুগান, দেহের ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে, সে জন্যে দু'হাত ঝুলিয়ে দিল দু'দিকে। চুল ধরে মাথা ঠেকিয়ে দিল দেয়ালে। ঠিক তখনই ভেতর থেকে চাপা, তবে ভয়াবহ গোঙানি ভেসে এল, একই সাথে কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল আর কেউ। 'বল্, শুয়োরের বাচ্চা! নাম

বল!' একটু বিরতি। 'মুখ খোল্, হারামজাদা! নাম বল্, কে কে ছিল!'

নির্যাতনের ধরন জানে না রানা, কিন্তু যে ভয়াবহ আওয়াজ বের হচ্ছে রাষ্ট্রদূতের বুক চিরে, তাতেই বুঝে নিল যন্ত্রণার মাত্রা কেমন হতে পারে। আপনাআপনি গাল কুঁচকে উঠল ওর। ইঙ্গিতে ডুগানকে পিছনদিক কাভার করতে বলে ডোর হ্যান্ডেলে হাত রাখল, অন্য হাতে ইনগ্রাম ধরা আছে বুক বরাবর। আবার উঠল গায়ের রোম দাঁড় করানো অপার্থিব চিৎকার ও ধমক। শিরশির করে উঠল রানার সারা গা। ইনফ্রারেড গগলস তুলে দিল ও, হ্যান্ডেল মুচড়ে সন্তর্পণে দরজা খুলল চুল পরিমাণ, তারপর আরেকটু।

প্রথম চোখ পড়ল একজোড়া শুকনো, ফর্সা পায়ের ওপর। ঢালু পিঠওয়ালা টেবিলের মত কিছু একটার ওপর শুয়ে আছেন রাষ্ট্রদূত। দু'পা ওর দিকে, বাঁধা। প্রত্যেকটা পেশী কাঁপছে থর থর করে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না বৃদ্ধের, সাদা ডক্টর'স কোট পরা লম্বামত একজন এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানো, আড়াল করে রেখেছে। লোকটার বাঁ দিকে একটা ছোট টেবিলের ওপর কালো রঙের মেটাল অ্যামপ্লিফাইয়ারের মত কি যেন আছে।

'কথা বল্, পিগ!' ঝুঁকে বলল লোকটা। 'কে কে ছিল "অপারেশন কোবরার" সাথে, নাম বল্!'

এটা নিশ্চয়ই সেই এল-আবরাজো, ভাবল রানা। অ্যামপ্লিফাইয়ারের পিছনের একটা তারের মাথায় প্লাগ দেখা যাচ্ছে, সকেটে ঢোকানো আছে ওটা। আরও দুটো তার বেরিয়ে আছে ওটা থেকে, কিন্তু ওগুলোর অন্য প্রান্ত কোথায় দেখা যাচ্ছে না। কোট পরা লোকটার আড়ালে রয়েছে। তাকে সকেটের পাশের সুইচের বক্সটার দিকে হাত বাড়াতে দেখল ও, ক্লিক! করে শব্দ উঠল—মুহূর্তে প্রচণ্ড খিঁচুনি শুরু হলো রাষ্ট্রদূতের দুই পায়ে। তার সাথে সেই ভয়াবহ, চাপা আর্তনাদ।

লম্বা করে দম নিল রানা, লিভার সরিয়ে সিঙ্গল শটে সেট করল ইনগ্রাম, একই সাথে ঠেলে খুলে ফেলল দরজা। ঝুঁকে রাষ্ট্রদূতের মুখের দিকে তাকাল ফমবোনা। খেয়াল নেই দুনিয়ার কোনদিকে। আরও দু'পা এগিয়ে দেখল রানা, এমনি এমনি ঝুঁকে নেই লোকটা, স্টেথোস্কোপ দিয়ে রাষ্ট্রদূতের হার্টবিট পরখ করছে।

দাঁতে দাঁত চাপল রানা। মনে মনে বলল, দাঁড়া, শালা! ওটা যদি আজ তোর পিছন দিয়ে ভরে না দিয়েছি তো···এসএমজির ব্যারেল দিয়ে লোকটার পাঁজরে ভয়ঙ্কর এক গুঁতো মারল ও। চমকে ঘুরে তাকাল ফমবোনা, চোখমুখ কুঁচকে আছে রাগে আর ব্যথায়। পরমুহূর্তে হাজার ভোল্টের শক্ খেল সে ওকে দেখে, ব্যথা সেরে গেছে। তার বদলে আহাম্মকের চাউনি ফুটল চোখে, ঝপ্ করে ঝুলে পড়ল চোয়াল। চোখ এক লাফে উঠে গেছে চুলের সীমান্তে।

'সুইচ অফ করো!' গমগমে কণ্ঠে বলল ও।

বুঝতে না পেরে তাকিয়েই থাকল ফমবোনা। তাকে লাইনে আনতে আরেক খোঁচা লাগাতে হলো রানাকে, এবার তলপেটে।

'সুইচ অফ কর, হারামজাদা!'

এইবার বুঝল ব্যাটা, প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটা অফ করে দিল। গোঙানি থেমে এল রাষ্ট্রদূতের। লোকটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ও। 'আমাকে জিজ্ঞেস করো, ফমবোনা। আমি জানি নামগুলো। একজন হচ্ছে কিউবার বিদ্যুৎমন্ত্রী, সামারিবা। আরও শুনবে? কিন্তু লাভ নেই, এখন সে সব তোমার কোন কাজে আসবে না।' নল খানিকটা নামাল।

'কে!' কেঁপে উঠল সে। আড়চোখে নিজের পিপিডির দিকে তাকাল, কিন্তু নাগালের বাইরে রয়েছে ওটা। এল-আবরাজোর মাথার কাছের একটা চেয়ারে শুয়ে আছে। 'কে তুমি?'

'এই প্রশ্নের উত্তর দেবে আমার ইনগ্রাম টেন,' সরাসরি তার ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে গুলি করল ও। সাপ্রেসরের জন্যে মৃদু 'ফুট!' শব্দে ফুটল গুলি। বাঁ উরু চুরমার হয়ে গেল ফমবোনার, ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল সে। আবার ফুট! ডান উরুটাও গেল এবার। হুড়মুড় করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল লোকটা। দ্রুত তিন পা এগিয়ে ভারী বুটের ডগা দিয়ে চোয়ালে কষে এক লাথি ঝাড়ল রানা, মেঝে ছেড়ে প্রায় শূন্যে উঠে পড়ল সে লাথির চোটে। এর পরও রক্তাক্ত ফমবোনাকে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াতে দেখে আবার এক পা এগোল ও, হিল দিয়ে মাড়িয়ে ধরল তার কব্জি। চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল লোকটার, গলা দিয়ে চাপা গোঙানি বেরোচ্ছে শুধু, মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

কোমরের বেল্ট থেকে টান মেরে একজোড়া হ্যান্ডকাফ খুলে ফমবোনাকে পরিয়ে দিল রানা হাত পিছমোড়া করে। লাথি মেরে তার পিপিডি দূরে সরিয়ে দিল। সার্চ করল লোকটাকে, নেই আর কিছু। এবার নিশ্চিন্তে রাষ্ট্রদূতের দিকে এগোল ও।

ফ্যালফেলে চোখে তাকালেন তিনি, কিন্তু ওকে দেখতে পেয়েছেন বলে মনে হলো না। তাঁর নাকের ডগা ও পুরুষাঙ্গ কামড়ে থাকা ক্রোকোডাইল ক্লিপ দুটো আলতো করে খুলে ফেলল রানা, ছুরি দিয়ে কয়েক ক্ষিপ্র পোচে কেটে দিল সব বাঁধন।

'আর ভয় নেই, মিস্টার অ্যাম্ব্যাসাডর!' কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল। 'আপনি মুক্ত। আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা। সবাইকে নিয়ে যাব। আর ভয় নেই।'

ওর মুখের ওপর খুব দ্রুত নড়াচড়া করতে লাগল বৃদ্ধের চোখের দৃষ্টি, চকচক করছে মণি দুটো। সামান্য পাশ ফিরলেন তিনি অনেক কষ্টে, দুর্বল এক হাতে রানার কাঁধ চেপে ধরে ফিসফিস করে বললেন, 'কে··আপনি!'

'পরিচয় দিলেও আমাকে চিনবেন না আপনি,' মোলায়েম গলায় বলল ও। 'আমি আপনাদের সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি, নিমিজ থেকে।'

'আহ্!' স্বস্তি ফুটল তাঁর চেহারায়। 'নিমিজ! গড!'

'আমাকে এখন যেতে হবে, মিস্টার অ্যাম্ব্যাসাডর। অন্য জিম্মিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। শুয়ে থাকুন, উঠবেন না। আমার লোক থাকছে আপনার পাহারায়, চিন্তা নেই। আমি আসছি।' তবু তাঁর মুঠো আলগা হচ্ছে না দেখে হাত সরিয়ে দিতে গেল ও, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। জমে গেল রানা।

'সরি, স্যার। যেতে দিন আমাকে, দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই ফিরব।'

এরমধ্যে জ্ঞান হারিয়েছে ফমবোনা। একটা লেগ কাফ বের করে তার পায়ে পরিয়ে দিল ও ব্যস্ত হাতে। অভিব্যক্তিহীন চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অপেক্ষা করো, তোমার আমেরিকা যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভাগ্য ভাল তোমার, বিনা পাসপোর্ট-ভিসায় যেতে পারছ।'

গগলস নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও, সিঙ্গল থেকে অটোতে সেট করল ইনগ্রাম, এক দৌড়ে চলে এল সামনে। ঘড়ি দেখে অবাক হলো, দু'মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে গার্ড হাউসের কাজ সারা। 'দেখতে পাচ্ছ কিছু?'

'অ্যাপার্টমেন্টের ওদিকে কয়েকজনকে দেখেছি,' ডুগান বলল। 'ব্লু স্কোয়াড মনে হয়।'

'ঠিক আছে। আমি চ্যান্সেরি হাউসের দিকে যাচ্ছি, তুমি এই দরজা পাহারা দেবে। কোন্ অবস্থাতেই সরবে না।' গেটের দুই পাশে ঘুমিয়ে থাকা দুই গার্ডকে দেখাল। 'শুরু হয়ে গেলে আগে ওদের নেবে তুমি।'

পা বাড়াতে যাচ্ছিল রানা, ঠিক তখনই শুরু হয়ে গেল। চ্যান্সেরির দিক থেকে একটা হাঁক উঠল, পরমুহূর্তে একনাগাড়ে কাশতে শুরু করল একটা ইনগ্রাম। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কেউ। ডুগানের কাঁধে টোকা দিয়ে গেট দেখাল রানা, ট্রান্সমিশন সুইচ অন করে ভাঁজ হয়ে ছুটতে শুরু করল।

'ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান টু বেজ, স্যানিটাইজ। রিপিট, স্যানিটাইজ। অ্যাম্বাসাডর নিরাপদ, রিপিট, নিরাপদ। কনফার্ম টর্চার। কার্লোস ফমবোনা অ্যারেস্টেড। চ্যান্সেরির দিকে যাচ্ছি। ওভার।'

কল্পনায় অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের নিঃশব্দ, চওড়া হাসি দেখল রানা। নিমিজের আনন্দ-হুল্লোড়ের আওয়াজ শুনতে পেল।

'বেজ টু ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান, স্যানিটাইজিং!' বৃদ্ধের উল্লসিত গলা ভেসে এল ইথারে।

পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে চারদিকে। সামনে কোথাও ঝন্ ঝন্ শব্দে কাঁচের জানালা ভাঙল, স্প্যানিশে চেঁচিয়ে উঠল কেউ গলা ফাটিয়ে। বিস্ফোরণ ঘটল চ্যান্সেরির দিকে। দেখতে দেখতে কম্পাউন্ড আলোকিত হয়ে উঠল—ফ্লাডলাইট! ঘুরতে শুরু করেছে, ওদের খুঁজছে 'স্টুডেন্টরা'।

লাভ হবে না তেমন, রানা ভাবল দৌড়ের ফাঁকে, এত বাতাসে ওগুলোকে স্থির রাখতে পারবে না ব্যাটারা। চ্যান্সেরির ছাদে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল, লম্বা একটা ব্যারেল ঘুরতে শুরু করেছে। রেড স্কোয়াডের অদৃশ্য দুই কমান্ডোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'লুইস! স্পূনার! লাইট নিভিয়ে দাও!'

ওর নির্দেশ শুরু হওয়ার আগেই একটা গেল, অন্যটা একটু পর। গম্ভীর গলায় হুঙ্কার ছেড়ে উঠল একটা এমজি, তার তিন সেকেন্ড পর পিছনে ভারী একটা কিছু পতনের জোর আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল রানা। একটা আলট্রা কাত হয়ে পড়ে বাতাসে ফড় ফড় করছে। ওটার নিচে একটা কাঠামো স্থির। মানুষটা কে দেখার খুব ইচ্ছে হলো, কিন্তু সময় নেই।

চ্যান্সেরি ভবনের বিশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে ও, এমন সময় ভেতরে

কয়েকটা চাপা ফুট্ ফুট্ আওয়াজ উঠল, পরক্ষণে জানালা দিয়ে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো লাফিয়ে এসে বাইরে পড়ল। ফ্লেয়ার! পলকের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল রানা, থাবা দিয়ে গাঢ় ভাইজর নামিয়ে দিতেই দেখতে পেল আবার। সামনেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি, তারপর চ্যান্সেরির মেইন ডোর। খোলা।

এক দৌড়ে ওটার সামনে পৌছতেই ভেতর থেকে ভেসে আসা মোকানডার হাঁক কানে এল রানার। 'রেসকিউ পার্টি! শুয়ে পড়ুন! রেসকিউ পার্টি, সবাই শুয়ে পড়ুন! কেউ নড়বেন না!'

ডানদিক থেকে আসছে তার চিৎকার এবং আলো, রিসেপশন এরিয়া ওটা। দৌড়ে ঢুকে পড়ল রানা। ভেতরে গিজ গিজ করছে মানুষ, কম করেও ষাট সত্তরজন হবে—সবাই পুরুষ। আলোর অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে চোখ ঢেকে পড়ে আছে মড়ার মত। কয়েকটা জিনস, টি-শার্ট পরা তরুণের ওপর চোখ পড়ল রানার, হাতের প্লাস্টিক বক্সের সুইচ ধরে হাবার মত বসে আছে। একজন মাত্র টেপাটেপি করছে সুইচ, কিন্তু কিছুই ঘটছে না। স্বস্তির ঝিরঝিরে ধারা বয়ে গেল ওর সারা দেহে। সত্যিই ডামি জ্যাকেট ওগুলো।

ফুট! করে উঠল মোকানডার ইনগ্রাম, আর্তচিৎকার ছেড়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ছোকরা। 'আর কেউ আছে বাহাদুরি দেখাবার?' হুঙ্কার ছাড়ল সে। একটু বিরতি দিয়ে আবার স্প্যানিশে চেঁচিয়ে বলল, 'বারমুদেজের চ্যালারা! বাঁচতে চাইলে দুই হাত মাথার ওপর তুলে উঠে দাঁড়াও!'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নির্দেশ পালিত হলো। ফ্লেয়ারের আলোর জোর কমে আসতে শুরু করেছে। বসে থাকা জিম্মিদের ওপর দিয়ে চোখ ঘুরে এল রানার। খাস বাংলায় প্রশ্ন করল, 'বাংলাদেশী ছাত্রদের কেউ আছ এখানে?'

এক মুহূর্ত কেটে গেল, সাড়া নেই। আবার প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিল ও, তখনই পিছন থেকে তিড়িং করে উঠে দাঁড়াল এক যুবক। প্রশ্নটা সত্যিই বাংলায় শুনেছে কিনা বুঝে উঠতে সময়টা লেগেছে তার। 'আমি আছি, স্যার!' হড়বড় করে উঠল সে ভূতুড়ে কাঠামোটার দিকে তাকিয়ে। 'আমি···আমরা আছি! আপনি কে, স্যার!'

এক এক করে আরও কয়েকজনকে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল। প্রত্যেকে বিস্মিত, বিভ্রান্ত। মাথা গুনে দেখল ও—পাঁচজন। ঠিক আছে। 'আমিও বাংলাদেশী,' বলল রানা। 'তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। আর সব ছাত্ররা কোথায়?'

'এখানেই আছে,' ওর মুখের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল প্রথম যুবক। 'চারজন মেয়ে আছে আমাদের সাথে। ওরা···'

'আমি জানি ওরা কোথায় আছে। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো, এতক্ষণে ওরাও বিপদমুক্ত হয়েছে।' মোকানডাকে ওকে সঙ্কেত দেখিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল ও, পিছন থেকে ব্যস্ত গলায় ডেকে উঠল যুবক।

'স্যার, স্যার! আপনার নাম জানতে পারি?'

'মাসুদ রানা।'

বেরিয়ে এসে ছুটল ও। বিল্ডিঙের প্ল্যান মুখস্থ, কাজেই দ্বিধা না করে করিডর

ধরে ওপাশের লাউঞ্জের দিকে এগোল। ওখানে মেয়েরা আছে। কয়েক পা এগোতেই পর পর দুটো বুলেট শিস কেটে বেরিয়ে গেল ওর মাথার পাশ দিয়ে। ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা। তখনই দুটো মাযল্ ফ্ল্যাশ দেখতে পেল করিডরের অন্য মাথায়। দুই গার্ড। অটোতে সেট করাই আছে এসএমজি, এক সেকেন্ড দেরি না করে ট্রিগার টেনে ধরল ও।

অন্ধকার থেকে লাথি খাওয়া কুকুরের মত 'কেঁউ'! করে উঠল একজন, অন্যজন সে সুযোগও পেল না, দুটো বুলেট চোয়াল আর কণ্ঠনালী ছিন্নভিন্ন করে দিল তার। সিলিঙ টার্গেট করে পিপিডির ম্যাগাজিন খালি করল সে, তারপর দেয়ালে পিঠ ঘষে পিছলে বসে পড়ল।

বাইরে হুলস্থুল কাণ্ড চলছে, ঘন ঘন ঝলসে উঠে চারদিক দিনের মত আলো করে তুলছে ফ্লেয়ার। গ্রেনেড ফুটছে। চিৎকার, ছোটাছুটি, গুলি, সব মিলিয়ে নরক গুলজার। এত শব্দ ছাপিয়েও দূরাগত কপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেল রানা, আসছে স্যানিটাইজিং ইউনিট।

কয়েক পা গিয়ে ডানে বাঁক নিল ও, উজ্জ্বল আলোয় আলো হয়ে থাকা লাউঞ্জের দরজা খোলা দেখে গলা বাড়াল সাবধানে। মেঝেতে একদল মেয়ে-শিশু ফ্লেয়ারের আলো থেকে বাঁচতে চোখ ঢেকে পড়ে আছে। কাঁদছে সবাই, ফোঁপাচ্ছে। দরজার এক পাশে মোকানডার স্কোয়াডের তৃতীয় কমান্ডোকে দেখতে পেল ও, ইনগ্রাম ধরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ে-শিশুদের দলটার এপাশে মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে আছে পাঁচ 'স্টুডেন্ট'। সবাই মৃত। রানার সাড়া পেয়ে ঘুরে তাকাল কমান্ডো, সিমন্স্ নাম। ভাইজর ঠেলে তুলে দিল সে, তার সারা মুখে ঘাম দেখতে পেল রানা।

'আমি একা ছিলাম,' অপরাধীর গলায় বলল সিমন্স্। 'তাই কোন চান্স নিইনি। সবাইকে…'

'ঠিকই করেছ তুমি, সিমন্স্,' বলল ও। 'তিনজনের কাজ একা করেছ তুমি, ঠিকই করেছ।' তার পিঠ চাপড়ে দিল। 'মন খারাপ করার কোন কারণ নেই।'

মাথার ওপরে বিশ্রী ক্যাট্-ক্যাট্ শব্দে একটানা হুঙ্কার ছাড়ছে কয়েকটা হেভি মেশিন গান। এখনও বহাল তবিয়তেই আছে এমপ্লেসমেন্টগুলো। এমজির অপেক্ষাকৃত ধীরগতির ব্রাশের সাথে সমানে পাল্লা দিচ্ছে অনেকগুলো ইনগ্রাম। এখন আর প্রয়োজন নেই, তাই সাপ্রেসর খুলে ফেলা হয়েছে ওগুলোর।

মেঘ ডাকার মত গুরুগম্ভীর আওয়াজটা অনেক কাছে এসে পড়েছে; বিরতিহীন রকেট ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে আসছে এ সিক্স ও হেলিকপ্টার গানশিপ। এসে পড়ল, চক্কর দিতে শুরু করল কম্পাউন্ড ঘিরে। প্রতি সেকেন্ডে কয়েকটা করে বিস্ফোরণের ধাক্কায় পুরো এলাকা কাঁপছে। চ্যান্সেরি ভবনের জানালার কাঁচ ঝন্ঝন্ আওয়াজ করছে অনবরত।

'লেডিজ!' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'আপনারা উঠে বসতে পারেন, আর ভয় নেই। বিপদ কেটে গেছে।'

কান্না, ফোঁপানি থেমে গেল সবার, একজন একজন করে মুখ তুলল। উঠে বসল। মরার মত ফ্যাকাসে সব ক'টা চেহারা। ছোট বাচ্চারা যে যার মাকে সবলে

আঁকড়ে ধরে রেখেছে, চোখের পানিতে সারাগাল ভাসছে ওদের। বড়দের অবস্থাও কোন অংশে কম নয়।

'আমরা নিমিজ থেকে এসেছি আপনাদের রেসকিউ করতে,' বলল ও। 'কোন ভয় নেই, আপনাদের পুরুষ সঙ্গীরা সবাই বেঁচে আছে। ভাল আছে।' জ্যাকেট ছাড়া দুই মেয়েকে দেখে হাসল। বাংলায় বলল, 'তোমরা নিশ্চই ঊর্মি আর রুণা?'

দফায় দফায় চরম বিস্ময় ফুটল ওদের মুখে। এক পা এগোল একজন, কোলে একটা শিশু। 'আ-আমি ঊর্মি। আপনি...?'

'আমি মাসুদ রানা। রেসকিউ পার্টি কমান্ডার, বাংলাদেশী।' মেয়েটির বিস্ময় আরও বেড়েছে দেখে বলল, 'কথা পরে হবে, আগে আমেরিকান মেয়েদের জ্যাকেট খুলতে সাহায্য করো, প্লীজ! তারপর এসো আমাদের সাথে।'

নড়ল না ওদের কেউ। বোঝা গেল রেসকিউ পার্টির কামান্ডার একজন বাংলাদেশী জানতে পেরে বোকা বনে গেছে। 'কামন, ঊর্মি, রুণা, হারি আপ!' দাবড়ি লাগাল ও। 'সিমন্‌স্‌, সবাইকে নিয়ে রিসেপশনে এসো। আমি রাস্তা ক্লিয়ার করছি।'

'অ্যাম্ব্যাসাডর?' প্রশ্ন করল মেয়েদের কেউ। 'উনি...'

'উনি ভাল আছেন, নিরাপদে আছেন। মুভ!'

বেরিয়ে এল রানা, দ্রুত এগোল করিডর ধরে। মাথার ওপর তখনও একনাগাড়ে গর্জন করে চলেছে দুটো হেভি মেশিনগান।

তাড়াতাড়ি ওগুলোকে স্তব্ধ করার উপায় নিয়ে ভাবতে ভাবতে রিসেপশন হলে পৌঁছল ও। মোকানডাকে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিয়ে মেইন ডোরের দিকে চলল।

এগারো

'ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান টু বেজ, কাম ইন।'

'বেজ টু ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান, গো অ্যাহেড।'

'জিম্মিরা সবাই নিরাপদে চ্যান্সেরি ভবনে আছে। রাষ্ট্রদূতের শারীরিক অবস্থা ভাল নয়, তবে এখন নিরাপদ, গার্ড হাউসে আছেন। কম্পাউন্ডে প্রচুর শত্রু আছে এখনও, ছাদে দুটো হেভি মেশিনগান এখনও বহাল। ওভার।'

স্বস্তি আর উত্তেজনা ফুটল হ্যামিলটনের গলায়। 'ওয়েল ডান, ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান। ছাদে এয়ার স্ট্রাইক...'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'এয়ার স্ট্রাইক চাই না!'

'তুমি শিওর?'

'অফ কোর্স শিওর! আমরা ওগুলোর ব্যবস্থা করছি। ওকে সঙ্কেত না দেয়া পর্যন্ত ইভ্যাকুয়েশন কপ্টার যেন কম্পাউন্ড থেকে দূরে থাকে।'

'ওকে, গুড লাক।'
ভেতরের পরিস্থিতি জানতে হবে এবার। বিরক্তিকর কল সাইন বাদ দিয়ে শুরু করল আবার রানা। কম্পাউন্ডের মাঝখানে কে ক্র্যাশ ল্যান্ড করল, সে খোঁজ নিল প্রথমে।
'রানা টু লুইস, কাম ইন।'
'আমি স্পূনার, বস্। লুইস ব্যস্ত।'
'ওকে, রিপোর্ট।'
'ল্যান্ড করার আগেই চ্যান্সেরি আর অ্যাপার্টমেন্ট রুফটপের এমজি এমপ্লেসমেন্ট ধ্বংস করে দিয়েছি আমি। কিন্তু রেসিডেন্সের ওদিক থেকে গুলি করা হয়েছে আমাকে।'
চোখ কুঁচকে উঠল রানার। 'তোমার অবস্থা কি?'
'ক্র্যাশ ল্যান্ড করে ডান পা ভেঙে গিয়েছে। তবে অসুবিধে নেই, আর সব ঠিক আছে। রেসিডেন্সের এক কোনায় আছি আমি, চ্যান্সেরির পশ্চিমদিকের পুরো এলাকা কাভার করছি। কারও ওদিকে যাওয়ার উপায় নেই।'
'গুড! আমরা আসছি তোমার কাছে। কাস্টানেডা, রিপোর্ট ইন।'
তক্ষুণি জবাব দিল লোকটা। 'অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং ওয়ান ক্লিয়ার, মেজর। পনেরো জন শত্রু খতম, বারোজন আটক। নো ফ্রেন্ডলি ক্যাজুয়ালটিজ। কিন্তু চ্যান্সেরির দিকে যেতে পারছি না রেসিডেন্স রুফের এমজির জন্যে।'
'ওকে, ওয়েল ডান,' সন্তুষ্ট হলো রানা। 'অপেক্ষা করো। সাকাসা, রিপোর্ট।'
'সাকাসা হিয়ার। দুই আর তিন নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙ সিকিওরড, বস্। বাইশ শত্রু খতম, তিনজন অ্যারেস্টেড। আমাদের একজন নিজের গ্রেনেড ফ্র্যাগমেন্টে সামান্য চোট পেয়েছে। আমরাও ওই দুই মেশিনগানের জন্যে আটকা পড়ে আছি।'
'স্ট্যান্ড বাই। দেখছি কি করা যায়।'
মহা সমস্যা, বিরক্ত হয়ে ভাবল রানা। রেড স্কোয়াডের ঘাটতির জন্যে এই বিপদ, নইলে বহু আগেই ওটাকে ঠাণ্ডা করে দেয়া যেত। দ্রুত ওটাকে থামিয়ে দিতে চাইলে এয়ার স্ট্রাইকই দরকার এখন, কিন্তু তাতে বড় ধরনের বিপদও ঘটে যেতে পারে। তারচেয়ে বরং...ভাবতে ভাবতে চ্যান্সেরি হাউস থেকে বেরিয়ে আসছিল ও, পিছন থেকে ডেকে উঠল প্রথমদিনের সেই মেরিন, কর্নেল বাটলারের সাথে আটক করা হয়েছিল যাকে। গানার।
'মেজর! মেজর! আমি সার্জেন্ট হ্যারিস, স্যার। মেরিন কর্পস। পনেরোজন আছি আমরা, অনুমতি পেলে আপনাদের সাহায্য করতে পারি, স্যার।'
রিসেপশনের এক প্রান্তে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা নিরস্ত্র মানুষগুলোকে দেখল রানা। 'ওকে, সার্জেন্ট,' মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু আপনাদের দেয়ার মত বাড়তি অস্ত্র নেই আমাদের।'
'নো প্রবলেম, স্যার। গার্ডদের অস্ত্র দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব।'
'অল রাইট। ক্যাপ্টেন মোকানডার কমান্ডে থাকুন আপনারা।' থেমে কিছু

ভাবল ও। 'আপনাদের অ্যাডমিন অফিসার কোথায়?'

'এই যে, মেজর!' বসা থেকে উঠে দাঁড়াল জিম্মিদের একজন। মানুষটা মাঝবয়সী। গোল মুখ। 'আমি অ্যাডমিন অফিসার।'

'হ্যাচ ছাড়া রেসিডেন্সের ছাদে ওঠার আর কোন পথ আছে?' প্রশ্ন করল ও। 'পিছন দিয়ে, বা…?'

প্রথমে মাথা দোলাল সে, পরক্ষণে থেমে গেল, চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আছে, আছে! অ্যাম্বাসাডর ডেনটন জয়েন করার দু'দিন পর খুব বৃষ্টি হয়েছিল। ড্রেনেজ সিস্টেম ছাদের পানি ঠিকমত পাস করতে না পারায় তাঁর লাউঞ্জে পানি ঢুকে পড়ে, তখন পিছনে দশ ইঞ্চি চওড়া এক ড্রেনেজ পাইপ বসানো হয়েছিল।'

জায়গাটা কোথায় জেনে নিল রানা। মোকানডার কাছ থেকে তিনটে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড আর ইনগ্রামের একটা এক্সট্রা ম্যাগাজিন চেয়ে নিয়ে ট্রান্সমিটে সুইচ অন করল। 'অল ইউনিটস!' বলল ও। 'এখন থেকে ঠিক এক মিনিট পর রেসিডেন্সের ছাদ সই করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে প্রত্যেকে। ব্ল্যাঙ্কেট ফায়ার। ত্রিশ সেকেন্ডের জন্যে। দেন কুইট।'

সুইচ অফ করে মোকানডার দিকে ফিরল ও। 'আমি যদি কাজটা শেষ করতে না পারি, এয়ার স্ট্রাইক কল্ করবে।'

এক সেকেন্ড চুপ থেকে মাথা ঝাঁকাল সে। 'রাইট, বস্। গুড লাক।'

সিঁড়ির গোড়ায় ব্যারেজের অপেক্ষায় থাকল রানা, প্রথম গুলির আওয়াজ কানে আশামাত্র খিঁচে দৌড় লাগাল রেসিডেন্সের দিকে, ডানে-বাঁয়ে কোনদিক তাকাল না। চোখের পলকে দুশো গজ পেরিয়ে এসে থামল। বিল্ডিঙের কোনায় আড়াল নিয়ে পিছনে তাকাল। সুইচ অন করল ট্রান্সমিটারের। 'স্পূনার, তুমি কোথায়?' বলল চাপা গলায়।

'আপনার পিছনের কর্নারে, বস্।'

সেদিকে এগোল ও, কাছে গিয়ে বসল যুবকের সামনে। 'এখন কি অবস্থা?'

দেহের পাশে কাত হয়ে পড়ে থাকা ডান পায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'বিশেষ কোন সমস্যা নেই। একইরকম আছে।'

তার পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'শাবাশ! আর একটু ধৈর্য ধরো। আমি ছাদেরগুলোকে শেষ করে আসছি,' ইঙ্গিতে আকাশ দেখাল।

'ওকে, স্যার। গুড লাক।'

মোটা পাইপটা খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না, হলো অন্যখানে। স্যানিটাইজিং ইউনিট এত ফ্লেয়ার খরচ করছে যে আলো হয়ে আছে গোটা কম্পাউন্ড। এই অবস্থায় ওপরে ওঠায় মারাত্মক ঝুঁকি আছে। অ্যাডমিরালকে সমস্যাটা বুঝিয়ে বলল রানা। এবং মাত্র এক মিনিটের মধ্যে আঁধার হয়ে আসতে শুরু করল চারদিক।

আরও একটু অপেক্ষা করল ও, তারপর খুব সাবধানে উঠতে শুরু করল পাইপ বেয়ে। পাঁচ ফুট পর পর লোহার ব্র্যাকেট দিয়ে দেয়ালের সাথে খাড়া রাখা হয়েছে ওটাকে, অনেক কষ্ট কমে গেল ওর ওগুলোর জন্যে। থেমে থেমে, ধীরেসুস্থে উঠল রানা, কিনারা থেকে চোখ তুলে তাকাল।

দুই মাথায় দুটো এমপ্লেসমেন্ট। বাঁ দিকে দুটো লালচে মাথা, ডানদিকেও। এদিকে পিছন ফিরে আছে ব্যাটারা। বাঁ দিকের একটার মাথা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, বালির বস্তার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে নিচের কম্পাউন্ড দেখছে। ছাদটা বেশ লম্বা, দুই এমপ্লেসমেন্টের মধ্যে কম করেও একশো ফুটের মত ব্যবধান। একটার দিকে এগোলে আরেকটার গার্ডদের চোখে ধরা পড়ে যাবে ও। সোজা ব্যাপার।

সন্তর্পণে উঠে পড়ল রানা। নিচু হয়ে বসে একসঙ্গে দুটো গ্রেনেড বের করে একটার পিন খুলল, ওটা বাঁ হাতে নিয়ে দ্বিতীয়টার পিছন যেই খুলেছে, অমনি বাঁ দিক থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল। সেদিকেই প্রথমটা ছুঁড়ল ও, পরমুহূর্তে ডানদিকে। প্রায় একই মুহূর্তে ফুটল দুই ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড, বিকট আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার অবস্থা হলো ওর।

প্রথমটা জায়গামতই পড়ল। একটা কাঠামোকে পা ওপরদিকে দিয়ে শূন্যে উঠে পড়তে দেখল রানা। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রেনেড বালির বস্তার কোনায় লেগে গড়িয়ে ছাদের বাইরে চলে গেল। আর লুকোচুরির সময় নেই, দেখে ফেলেছে পরেরটার গানার, ব্যস্ত হয়ে এমজির নল ঘোরাতে শুরু করেছে। লাফ দিয়ে উঠেই সেদিকে ছুটল ও। দু'হাতে উঁচু করে ধরা ইনগ্রাম, হোস পাইপ দিয়ে পানি ছোঁড়ার মত ব্রাশ করতে করতে লম্বা লাফে পেরিয়ে চলেছে দূরত্ব।

দুই সেকেন্ড পর একটা আর্তচিৎকার উঠল, পরক্ষণে ছাদ কাঁপিয়ে গর্জে উঠল এমজি। কিন্তু কাজ হলো না, রানার মাথার অনেক ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গুলি। তাড়াহুড়োয় ব্যাটা এইম ঠিক করার সুযোগ পায়নি। কিন্তু সময় আছে, রানা এখনও তার পনেরো ফুটের মত দূরে, খুব দ্রুত চেষ্টা করছে সে লক্ষ্য শুধরে নিতে। রানাও মরিয়া হয়ে দৌড়ে চলেছে, বাঁচার পথ এই একটাই আছে এখন।

দশ ফুট!

প্রায় ওর মাথা বরাবর নেমে এসেছে এমজির ব্যারেল, আরেকটু নামলেই ইন্নালিল্লাহ্ হয়ে যাবে, তখনই সামান্য পাশে সরে এসে ডাইভ দিল রানা। গানারকে ধরার জন্যে উড়ন্ত কসরৎ করার ফাঁকে অন্যজনের ওপর নজর পড়ল, মুখ থুবড়ে রক্তের পুকুরে পড়ে আছে ব্যাটা। সময়ের সামান্য হেরফের হয়ে যাওয়ায় এমজির হাত থেকে বেঁচে গেল ও, শেষ ব্রাশ ফায়ারও মিস করল ওকে কয়েক ইঞ্চির জন্যে।

দশ বারোটা গুলি ছোঁড়ার সময় পেয়েছে গানার বড়জোর, পাশ থেকে তার কাঁধের ওপর পড়ল রানা, তারপর ওকে নিয়ে হুড়মুড় করে মেঝেতে। পড়েই বাঁ হাতে প্রচণ্ড এক ঘুসি ছুঁড়ল, চেঁচিয়ে উঠল গানার অসহ্য যন্ত্রণায়। পরের বার মারল ও ইনগ্রামের খাটো ব্যারেল দিয়ে। আবার···আবার। তিন-চারটে বাড়ি খেয়ে একদম ঠাণ্ডা মেরে গেল লোকটা। অন্যটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাবার গরজ দেখাল না রানা, ওটা আগেই শেষ।

প্রায় নিশ্চিত হতে যাচ্ছিল, এমন সময় চমকে উঠল প্রথম এমপ্লেসমেন্ট থেকে টাশ্শ্! হুঙ্কার শুনে। ওর মাথার ছয় ইঞ্চি দূরে বালির বস্তায় ঢুকেছে বুলেটটা। উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুরে তাকাল ও। এমপ্লেসমেন্ট উড়ে গেছে এক গ্রেনেডেই, কিন্তু

একটা গার্ড এখনও বেঁচে আছে। দেয়াল থেকে উড়ে যাওয়া একটা বস্তার আড়ালে শুয়ে পিস্তল তাক্ করে আছে এদিকে।

মুখ ঘুরিয়ে পাশের মেশিনগানটা দেখল রানা। চেম্বারে ফীড করা আছে গান বেল্ট, চকচক করছে বুলেট। আরেকটা গুলি হলো। হামাগুড়ি দিয়ে এমজিটার দিকে এগোল রানা, আকাশমুখো ব্যারেল নামিয়ে আপদটাকে তাক্ করে টিপে ধরে রাখল ট্রিগার। প্রথমে বালির বস্তা, তারপর গার্ড, দুটোই ছিন্নভিন্ন, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একেবারে।

আঙুলে ঢিল দিল রানা। খানিক জিরিয়ে দম স্বাভাবিক হওয়ার সময় দিল। তারপর হাত বাড়াল সুইচের দিকে।

'ব্ল্যাক ব্যাট ওয়ান টু বেজ। কম্পাউন্ড সম্পূর্ণ নিরাপদ, ইভ্যাক কপ্টার পাঠিয়ে দিন ভেতরে।'

বৃদ্ধ অ্যাডমিরালের উল্লাস ভেসে এল জবাবে। 'ওরা যাচ্ছে, রানা! ওয়েল ডান, কংগ্রাচুলেশনস্! ওয়েল ডান, মাই বয়।'

মুচকে হাসল ও। 'অল ইউনিটস্, ল্যান্ডিঙ ফ্লেয়ার রেডি করো। মোকানডা, তোমার লোকজন রেডি করো। কপ্টার ল্যান্ড করলে বাচ্চা আর মেয়েদের তুলে দেবে আগে, তারপর উঠবে পুরুষ আর মেরিনরা।'

'রাইট, মেজর,' মোকানডার হাসি ভেসে এল।

রানাও হাসল, স্বস্তির হাসি। অফ করে দিল সুইচ।

বারো

হোয়াইট হাউস।

দুই সপ্তাহ পরের কথা। ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা ও ব্ল্যাক ব্যাট অপারেশনের চার স্কোয়াড লীডার, সাকাসা, মোকানডা, কস্টানেডা এবং গোমেজ। ওদের পিছনে দুই সারিতে অন্যরা। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন বসেছেন প্রেসিডেন্টের ডানপাশে, একা। হাজার ওয়াটের বাল্বের মত জ্বলছে তাঁর মুখমণ্ডল।

বিশেষ উদ্দেশে সবাইকে ডেকেছেন আজ প্রেসিডেন্ট, গোপনে। মিশন লীডার মাসুদ রানার অনুরোধে ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন তিনি, তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত স্টাফরা ছাড়া কেউ জানে না। রানা কেন এমন অনুরোধ করেছে, অ্যাডমিরালের মুখ থেকে শুনেছেন প্রেসিডেন্ট, তাই চাপাচাপি করেননি। নইলে এটা হত হোয়াইট হাউসের বহু বছরের মধ্যে স্মরণীয় এক জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব।

মাসুদ রানা স্পাই, দেশের স্বার্থে দেশে-বিদেশে কাজ করে, শত্রুর অভাব নেই। পরিচয় যথাসম্ভব গোপন রেখে কাজ করতে হয়, নইলে অসুবিধা। কাজেই গোপনই সই।

সেদিন যারা মিশনে যেতে পেরেছে, আর যারা যেতে পারেনি, প্রত্যেকের সমান মর্যাদা আজকের মীটিঙে। কাউকে সামান্যতম খাটো করে দেখা হচ্ছে না, দেখার কারণও নেই। প্রত্যেকের সাথে প্রেসিডেন্টকে পরিচয় করিয়ে দিল রানা। হ্যান্ডশেক আর মামুলি কুশল বিনিময়ের পর বীরত্বের জন্যে সবাইকে নিজ হাতে মেডেল পরিয়ে দিলেন তিনি। সবশেষে এল রানার পালা।

ওর সাথে হাত মিলিয়ে হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'ফ্লাইং বাই-সাইকেল হলেও জিনিসগুলো সত্যি কাজের। নট ব্যাড, নট ব্যাড অ্যাট অল।'

'রাইট, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

'আপনি যে উপকার করলেন, সে জন্যে আমি, আমার দেশ, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, মেজর।'

অস্বস্তি লেগে উঠল রানার। 'ধন্যবাদ, স্যার। ওখানে আমার দেশী ছেলে মেয়েরাও ছিল, আপনার সহযোগিতা পাওয়ায় ওদের উদ্ধারের কাজ অনেক সহজ হয়েছে আমার পক্ষে। সে জন্যে আমি এবং আমার দেশও কৃতজ্ঞ।'

হাসিমুখে অ্যাডমিরালের বাড়ানো সুদৃশ্য এক ভেলভেট বক্স থেকে নীল রিবন পরানো একটা সোনার মেডেল তুলে নিলেন প্রেসিডেন্ট। সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্যে আমেরিকার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ওটা—কংগ্রেশনাল মেডাল অভ অনার।

জিনিসটা চোখে পড়তে আড়ষ্ট হয়ে উঠল ও। ব্যাপার টের পেয়ে প্রেসিডেন্ট হাসলেন। 'আমি জানি আপনি কি ভাবছেন, মেজর। গেজেট নোটিফিকেশন ছাড়া এ জিনিস কাউকে দেয়া যায় না, আর তা করতে গেলে আপনার পরিচয়ের গোপনীয়তার ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে, এই তো? না। প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতাবলে আমি যাকে খুশি এই মেডেল দিতে পারি, নোটিফিকেশন ছাড়াই। এক টার্মে একটা অবশ্য। কাজেই ও নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে।'

চেপে রাখা দম ছাড়ল ও।

ওয়াল্টার রীড আর্মি হসপিটাল। ওয়াশিংটন।

রাষ্ট্রদূত র‍্যালফ টি. ডেনটনের বেডের পাশে বসে আছে মাসুদ রানা। কাল দেশে ফিরে যাচ্ছে ও, তাই আপাতত শেষ দেখা সেরে যেতে এসেছে। রাষ্ট্রদূত এখন বেশ সুস্থ, আর সপ্তাহখানেকের মধ্যে ছাড়া পাবেন।

'আবার কবে এ দেশে আসছ, রানা?' বিষণ্ন গলায় বললেন বৃদ্ধ।

'ঠিক নেই, স্যার। কাজে ব্যস্ত…'

'তোমাকে তো বলেছি আমার বেলায় এইসব "স্যার", "মিস্টার" ব্যবহার করবে না। আমার নাম ধরে ডাকার অধিকার তোমার আছে।'

'ওকে, ডেনটন।'

'হ্যাঁ,' হাসলেন বৃদ্ধ। 'হয়েছে।' পরক্ষণে আনমনা হয়ে পড়লেন। 'তোমাকে দেখলেই জর্জের কথা মনে পড়ে আমার। ওকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ওর কাছে, তোমার কাছে, দু'জনের কাছেই আমি চিরকৃতজ্ঞ, রানা। জর্জের ঋণ শোধ করার কোন উপায় তো নেই, কিন্তু তোমারটার আছে। আচ্ছা, বলো দেখি, আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে?'

মাথা দোলাল ও। 'কিছুই না। এসব নিয়ে মোটেই ভাবতাম না। আপনিও দয়া করে এ প্রসঙ্গ তুলে আমাকে আর বিব্রত করবেন না।'

'আচ্ছা।' একটু বিরতি। 'ফমবোনার খবর কি?'

'প্রায় সুস্থ এখন। কদিন পর বিচার শুরু হবে ওর।'

আধঘণ্টা ধরে এটা-ওটা নিয়ে আলোচনা করে উঠল রানা, আমেরিকা এলেই দেখা করবে বলে কথা দিল ডেনটনকে। ও বেরিয়ে যাওয়ার একটু পর হসপিটালের হেড নার্স রুমে ঢুকল আলো জ্বালতে, সন্ধে হয়ে এসেছে। তারই প্রথম চোখে পড়ল জিনিসটা। একটা নীল ভেলভেটের বক্স। রাষ্ট্রদূতের বালিশের তলা থেকে অর্ধেক বেরিয়ে আছে। 'কি এটা?'

ঘুরে তাকালেন বৃদ্ধ। বাক্সটা দেখে অবাক হলেন। 'আরে! এ জিনিস এখানে এল কি ভাবে?' বলতে বলতে ওটা খুললেন, পরক্ষণে চমকে উঠলেন ভেতরের জিনিস দেখে। চকচকে একটা সোনার মেডেল, নীল রিবনওয়ালা।

'গড!' বলল নার্স। 'এটা তো কংগ্রেশনাল মেডাল অভ অনার। এটা এখানে এল কিভাবে?'

জবাব না দিয়ে বক্সের ভেতর থেকে একটা কার্ড বের করলেন রাষ্ট্রদূত। মাসুদ রানার নেম কার্ড। উল্টোদিকে হাতে লেখা: *ব্ল্যাক ব্যাট মিশনের সাফল্যের পুরস্কার এটা। আপনার জন্যে রেখে গেলাম জন্মদিনের উপহার হিসেবে। শুভ জন্মদিন।*

খেয়াল হলো বৃদ্ধের, সত্যিই আজ তাঁর জন্মদিন, অথচ নিজেরই মনে ছিল না সে-কথা। মেডালটা মুঠোয় পুরে স্থাণুর মত বসে থাকলেন তিনি।

* * *